যোগবল

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

১। শ্রীযুক্ত বাবু যামিনী মোহন রায় চৌধুরী,

৯নং রাণী শঙ্করীর লেন, কালীঘাট—কলিকাতা

২। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সরকার,

কাঁসারীপটী, ঝালকাটী—বরিশাল।

৩। গ্রন্থকার, পোঃ লক্ষ্মীপাশা—যশোহর।

যোগবল

-:০:-

শ্রীরাইচরণ সরকার বি, এ প্রণীত

কলিকাতা-ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসনের খ্যাতনামা

শিক্ষক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।

—প্রকাশক—

শ্রীযামিনী মোহন রায় চৌধুরী

৯নং রাণীশঙ্করীর লেন,

কালীঘাট।

কলিকাতা

৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট

কমলাপ্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌ হইতে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

[মূল্য বারো আনা।

"কৃতজ্ঞতা।"

"যে সকল মহোদয়গণ ও প্রিয়ছাত্রবৃন্দ এই নাটকের মুদ্রাঙ্কনের কিয়দংশ
ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, অথবা অন্য প্রকারে সাহায্য
করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট
চিরঋণী রহিলাম।"

গ্রন্থকার

ভূমিকা।

[বোলপুর শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা অধ্যাপক, বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় কর্তৃক বিবৃত] .

"—ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

গীতার এই মহাকাব্য, ভগবানের শ্রীমুখ হইতে দৈববাণীর ন্যায় একদা ভারতবক্ষে সন্ধ্বঃক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সৃষ্টির আদিকাল হইতে যখনই মনুজ সমাজ দুরপনেয় কলুষ-কলঙ্কে পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে,—পাপের পূর্ণাভ্যুদয়ে সাধুতা ও পবিত্রতা "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িয়াছে —তখনই বিশ্বপতির অপার করুণাবলে, সেই অমানিশার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, এক জগদ্দুর্লভ জ্যোতিঃ অকস্মাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া, পতিত-পাবনী জাহ্নবীর পূত-বারিধারার ন্যায় জনসমাজের যুগসঞ্চিত দুরিতরাশি—স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, পুঞ্জীভূত কুসংস্কার প্রমত্ত প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। যুগে যুগে জগত-যন্ত্রের আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন অনুযায়ী বিচিত্র দৈবশক্তি বিশ্ব-বক্ষে লীলায়িত হইয়াছে!—তাই পুরাণকার বলিয়াছেন ;—

"যৎ যৎ ভাবগতা পৃথ্বী তত্তৎ ভাবগতো হরিঃ।"

স্মরণাতীত যুগের যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শঙ্কর, নানক, ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি তাই মানব সমাজের মহনীয় বিগ্রহ—আরাধ্য দেবতা।

এই সকল মহামহিম মহাত্মার স্বর্গীয় প্রভায় প্রোদ্ভাসিত হইয়া জনসমাজ কখনও জ্ঞান, কখনও কর্ম্ম, কখনও বা পরম প্রেমরূপিনী ভক্তির অপূর্ব্ব পন্থায় প্রস্থিত ও বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতেছে। মহাপ্রাণ মহিম্নের মহাবাণী বস্তুতই অন্বর্থপ্রতিপাদিকা!—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

(মহিম্ন স্তোত্র)

অপরন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যোগের মাহাত্ম্য শতশঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই যোগবল, ভারতের আসমুদ্রসম্ভূত অমূল্য রত্ন। বহু শতাব্দীর

পর আজ, সভ্যতাস্পর্দ্ধী পাশ্চাত্যভূমি, হিন্দুর সেই অনন্যলভ্য সম্পদ্—মানবীয় শক্তির চরমোৎকর্ষ সেই যোগ-প্রণালী, থিয়সফি (Theosophy) প্রভৃতি অভিনব আখ্যায় মাথায় করিয়া লইয়াছেন! বিস্ময়ের বিষয়, বিদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে উহার শ্লাঘনীয় প্রসার হইলেও, উহা যাহাদের পূর্ব্বপুরুষের সাধন দুর্লভ সম্পদ্—যাহাদের নিজস্ব বস্তু,—তাহারা প্রতি একান্ত উদাসীন

হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে—অন্তঃসারশূন্য বিলাসিতার এই বিঘোর প্লাবনের মধ্যে,—"যোগবল" নামক দৃশ্যকাব্যখানিতে, হিন্দু-শাস্ত্রের ও হিন্দুসমাজের গূঢ় রহস্যদর্শী বিজ্ঞ গ্রন্থকার সেই—অপার্থিব শক্তির যোগবল—সেই তন্ত্র সংহিতোক্ত একনিষ্ঠা সাধনার একটি প্রকটমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া, আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এই সাধু উদ্যমের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি!

পূর্ব্ববঙ্গের প্রথিতনামা প্রাতঃস্মরণীয় সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহোদয় এই নাটকের অধিনায়ক। গ্রন্থকার স্বকপোলকল্পিত উপাখ্যান বিশেষে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস না পাইয়া, আমাদের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট, সাধন ভজনহীন, পতিত—তাপিতের সম্মুখে যে এই সত্য প্রোজ্জ্বল মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবন-চিত্র আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন,—গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া না গিয়া স্বীয় সুপবিত্র স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা বস্তুতই সৌভাগ্যের—আনন্দের বিষয়। এই মহাপুরুষের দুই জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে, গঙ্গার অভিশাপই তাঁহার সিদ্ধিলাভের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি প্রথম জীবনে বাসুদেব ও পরজন্মে তাঁহার পৌত্ররূপে সর্ব্বানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তদীয় সিদ্ধপীঠ মেহার কালীবাটী অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত তীর্থস্থল। এবং যশোহর—বেন্দা ও খুলনা—

সেনহট্ট ও ঘাটভোগ গ্রামে অদ্যাপি তাঁহার উপযুক্ত বংশধরগণ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

গ্রন্থকার সুদক্ষ চিত্রকরের ন্যায়, ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে বাসুদেব ঠাকুরের সুকঠোর শবসাধনা যেরূপ নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিগূঢ় অন্তর্দ্দর্শিনী প্রতিভার অপরিসীম অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পক্ষান্তরে মূর্ত্তিমান্ পাপ গঙ্গারামের নরক-লীলা, ও তাহার নিদারুণ অনুতাপদগ্ধ পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেক পাপিষ্ঠের পাপ-নেত্র উন্মীলিত হইবে। তাঁহার সুশীলা-চরিত্রে পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাম্।"

তাঁহার উমাতারা ভারতীয় মাতৃত্বের মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। তাঁহার আদুরী, আধুনিক ঘরভাঙানী—চোক্‌রাঙানী—রায়বাঘিনী বাবু বৌ'এর চরম আদর্শ! তদীয় পদ্মাবতী-চরিত্রে নারী-হৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্পৃক্ প্রতিহিংসার জ্বালাময়ী মূর্ত্তি সুস্পষ্ট চিত্রিত দেখিতে পাই! ফণিনীতুল্য পদ্মাবতীর-দৃপ্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাস যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া স্বীয় লেলিহান্ শিখা বিস্তার করিয়াছে। যথা—

"—কিন্তু হায়! সেদিন ফুরা'য়ে গেছে!
দীপ্তিময় দেখিতাম যাহা, এবে হেরি তমোময় তাহা।
সব গেছে!—আছে প্রাণে বৈর-নির্য্যাতন আশা।
সন্ সন্ সমীরণ মৃদু বয়ে' যায়,
কহে যেন শ্রবণে আমার,—
"লও প্রতিশোধ!"
ঘনঘটা গরজি গভীরে
কহিতেছে তারস্বরে যেন

"লও প্রতিশোধ !"
প্রতিধ্বনি গাহে দূর হতে'
"লও প্রতিশোধ !"
*　　　　*
বর্ব্বর দরাফ !
ফণিণীর শিরোমণি করিলি হরণ,
দংশিবে ফণিণী তোরে পাইলে সুযোগ।
রাক্ষসী হইয়া করিব ধমণী লোহ পান !
স্বামিন্ !
শক্তি দাও ! প্রতিজ্ঞা পালিব।"

'অপরন্তু পূর্ণানন্দ চরিত্রে কৈঙ্কর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া আমরা বাস্তবিমুগ্ধ হইয়াছি। ভৃত্য হইলেও তাহাকে অনেক প্রভু-পদাভিষিক্তের মুকুটমণি বলিতে বাসনা হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের অষ্টম গর্ভাঙ্কের কতিপয় ছত্রে গ্রন্থকার, হিন্দু ধর্ম্মের শোচনীয় অধঃপতন প্রদর্শন করিয়া, ধর্ম্মধ্বজীগণের কৈতবাচার ও বর্ত্তমান উপাসনা পদ্ধতিকে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন! হায়, আমাদিগের তাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডে, গরীয়ান্ হিন্দুধর্ম্ম, ভাক্ত ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে !— Form আছে Spirit নাই,—দেহ আছে,—প্রাণ নাই !—তৃতীয় অঙ্কে, ঠাকুর সর্ব্বানন্দের জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা না থাকায়, গ্রন্থকার উহার উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে দস্যুদিগের অবতারণায়, কুমিল্লা অঞ্চলে তৎকালীন দস্যুদিগের অত্যাচারের একটি অকপট চিত্র প্রকটিত হইয়াছে।

ফলতঃ অদ্ভুতকর্ম্মা গ্রন্থকারের মানব চরিত্রের বিশিষ্ট বিশ্লেষণে গ্রন্থের আদ্যন্ত যেন একটি কমনীয় কল্পসূত্র ওতঃপ্রোত নিত্যানুঃস্যূত রহিয়া উহার নাটকীয় প্রাণ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রসন্ন প্রাঞ্জল ভাষার সৌন্দর্য্যে চরিত্র গুলির সমষ্টিভূত কাব্যখানি যেন প্রভাত-শিশির-স্নাতা মল্লিকা মালার ন্যায় একান্ত হৃদ্য ও ভাবুকের মনোজ্ঞ হইয়াছে।

নব্য সভ্যতাদীপ্ত তরলমতি যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই গ্রন্থ বর্ণিত কতিপয় অতি প্রাকৃত ব্যাপারে সহসা প্রত্যয় স্থাপন না করিতে পারেন ;—তাহাদিগের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাহারা বঙ্গের কার্লাইল্ মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের "ছায়া-দর্শন" কাহিনী ; থিয়সফিষ্ট্ বা তত্ত্ববিদ্যা সম্প্রদায়ের মুখপত্রগুলি এবং ভারতের শেষ যোগী মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনী সমালোচনা করিলে এইরূপ অনেক অনুপলব্ধ তত্ত্বে ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রুচিমান পুরুষ এই গ্রন্থে, দেশজ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে নাসিকা কুঞ্চন করিবেন, তাহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, এই গ্রন্থ বর্ণিত মহাপুরুষের লীলাস্থলী পূর্ব্ববঙ্গ। গ্রন্থকার স্বাভাবিকত্বের অনুরোধে অনেক স্থলে ঐ সকল শব্দ অবিকল রাখিয়াছেন। স্বাভাবিকতাই নাটকের প্রাণ। যে নাটক যে পরিমাণে অস্বাভাবিকতা বর্জ্জিত, তাহা সেই পরিমাণে লোকায়ত, এবং লোক-হৃদয়ে ততদূর স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ।

"যোগবলের" কয়েকটি গীতে নাট্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহোদয়ের সুরের অনুকৃতি থাকিলেও, উহা মৌলিকতা ব্যঞ্জক ! ইচ্ছা হয়,—ঠাকুর সর্ব্বানন্দের শৈশব,—বিদ্যালয়ে সুকুমার বালক দলে পরিবৃত হইয়া, বাণী বন্দনাচ্ছলে সমস্বরে গাই :—

"যথায় বাজ্‌তো শ্যামের বাঁশী, যথায় বেদ গাহিত ঋষি :
কোকিল যেথা অখিল ভরে ঢাল্‌তো সুধারাশি !
আজ, নীরব সে সব, সব নিরুৎসব, ঘেরা বিষাদ রাশি।
মাগো ! আনন্দ স্ফুরিত স্বরে বাজাও বীণা তুমি ;—
মধুর ঝঙ্কারে আবার জাগুক ভারতভূমি !!"

শ্রীগোপাল চন্দ্র কবিকুসুম।

কুশীলবগণ।

শিব।

বাসুদেব ... ... পূর্ব্বস্থলীর জনৈক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

সচ্চিদানন্দ ... ... বাসুদেবের গুরু

শম্ভুনাথ ... ... ঐ পুত্র

আগমাচার্য্য, সর্ব্বানন্দ ... ... ঐ পৌত্রদ্বয়

পূর্ণানন্দ . ... ঐ ভৃত্য

ষড়ানন্দ .. ... সর্ব্বানন্দের ভাগিনেয়।

দরাফ খাঁ ... ... পূর্বস্থলীর জমিদার।

গঙ্গারাম (পরে ব্রহ্মানন্দ) ... ঐ দেওয়ান।

মেহাররাজ ... ...

কুলানন্দ .. ... মেহাররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কাপালিক, শিষ্য, বৈষ্ণবগণ, ব্রাহ্মণ, গ্রাম্যলোকগণ, চণ্ডাল, চণ্ডাল বালক, নীলরতন, গৌরমোহন, সৈনিকগণ, নদেরচাঁদ, কেনারাম, ক্ষুদে, নিধে, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ভগবতী।

গঙ্গা

মেহার রাণী .. ...

বল্লভা ... ... সর্ব্বানন্দের ১মা স্ত্রী

গৌরী ... ... সর্ব্বানন্দের ২য়া স্ত্রী

শ্যামাসুন্দরী ... ... ঐ ভগিনী

পদ্মাবতী ... ... পূর্ব্বস্থলী নিবাসী নীলরতনের কন্যা

সুশীলা ... ... গঙ্গারামের স্ত্রী

প্রমদা ... ... জনৈক বেশ্যা।

উমাতারা ... ... পূর্ণানন্দের মাতা

আদুরী ... ... ঐ স্ত্রী।

গ্রাম্য স্ত্রীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

কৈলাস—শূন্যকুঞ্জ—শিব ধ্যানস্তিমিত।

(শূন্যে সহচরীগণ পরিবেষ্টিতা দ্বিভুজা ভগবতীর আবির্ভাব)

সহচরীগণ। "প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীন মহীশগলাভরণং
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।"

শিব সহচরগণ। জগদুদ্ভব পালন নাশ করাং
শরণাগত সেবক দুঃখ হরাং
ত্রিগুণাত্মক সংসার সৃষ্টিকরাং
প্রণমামি শিবাং হিম শৈলসুতাং।

সহচরীগণ। "গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং
তনু নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুং
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।"

শিব সহচরগণ। সুখমোক্ষ বিধায়িনি দুঃখ হরে!
করুণাং কুরু মে গিরিরাজ সুতে,
ভবতীং ভবতারিণী বিশ্বরমে।
প্রণমামি শিবাং হিমশৈল সুতাং॥

সহচরীগণ। “শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটং
কটি লম্বিত সুন্দর কৃত্তি পটং
সুরশৈবলিনীকৃত পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।”

শিব সহচরগণ। নয়ন ত্রিতয়ান্বিত চারুমুখীং।
ভুজযুগ্মযুতাং দশরূপধরাং॥
প্রিয়মানব সাধু জনৈকগতিং।
প্রণমামি শিবাং হিমশৈল-সুতাং॥

সহচরীগণ। “বৃষরাজ নিকেতনমাদি গুরুং
গরলাশনমাজি বিষাণধরং
প্রমথাধিপসেবক রঞ্জনকং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।”

শিব সহচরগণ। অতি সুন্দর নির্ম্মল কান্তিযুতাং।
শশিখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটাং॥
অতি পামর দুর্জ্জয় দৈত্যহরাং।
প্রণমামি শিবাং হিমশৈলসুতাং॥

ভগবতী। বিশ্বনাথ! নেত্রপাত কর বিশ্বপানে;
হের হের বিশ্বধামে অধর্ম্মের স্রোত
বহিতেছে দুর্ণিবার বেগে।
সেই স্রোতে, তৃণবৎ, মনুজমণ্ডলী
ভাসিতেছে, ডুবিতেছে।
তাপানল অবিরল করিছে দাহন
সংসার কটাহে সবে।

প্রস্তাবনা।

ঘুচাও ঘুচাও প্রভো! দেহীর দুর্গতি।
ভূমণ্ডলে বীরাচার করিয়া প্রচার
দেখাও জগত জনে মুকতির পথ।
কলিযুগে অপ্রকাশ্যা আমি,
প্রকাশিত কর মোরে সর্ব্ব প্রকাশক! (তিরোধান)

শিব। জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিরূপে আবির্ভূতা হ'য়ে
দিলা ভার ধূর্জ্জটীর শিরে
প্রচারিতে ধর্ম্ম বীরাচার।
শঙ্করি! আদেশ তব শিরোধার্য্য মম।

(দক্ষিণাঙ্গ হইতে জ্যোতির্ব্বহির্গত ও তাহার মানবাকৃতি ধারণ)

যাও বৎস! ধরাধামে।
জাহ্নবীর তীরাসন্ন পূর্ব্বস্থলীগ্রামে
বিপ্রকুলে কর গিয়া জন্ম পরিগ্রহ।
বাসুদেব নামে হ'বে খ্যাত ক্ষিতিতলে।
বীরাচার করিয়া প্রচার
পাপস্রোতে কর বাধা দান। (মানবাকৃতির প্রস্থান)
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

(পট পরিবর্ত্তন)

প্রথমাঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(পূর্ব্বস্থলী—বাসুদেবের কুটীরের সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান)

বাসুদেব। মধুর প্রভাতে,
সুমধুর হাসিরাশি উষার আননে,
সুমধুর হাসিরাশি অমল গগনে,
সুমধুর হাসিরাশি বালার্ক কিরণে,
সুমধুর হাসিরাশি সিন্ধুর জীবনে,
সুমধুর হাসিরাশি বিকচ প্রসূনে,
মায়ের প্রেমের রাশি সর্ব্বত্র প্রকাশ
আনন্দে গাইছে পাখী আনন্দের গান,
আনন্দে কোকিলবৃন্দ ধরিয়াছে তান,
আনন্দে মধুপ গায়, আনন্দে তটিনী ধায়,
আনন্দে মলয় বয়, সৌরভ আনন্দময়,
আনন্দে নর্ত্তন করে পাদপনিচয়,
আনন্দে আনন্দধাম কি আনন্দময় !
মায়ের আনন্দরাশি সর্ব্বত্র বিকাশ
হায় মন ! কেনরে এমন তুই ?
সতত বিষাদমসী মাখিয়া বদনে,
নতশির হ'য়ে হায় ! থাকিস্ লুকায়ে ?
দেখ্‌রে মায়ের খেলা রে অবোধ মন !

মায়ার বিকৃত নেত্র করি' পরিস্কার,
কর্‌রে পরাণ ভরি মা'র গুণগান।
অহহ,
চিত্তহর গীতের লহর
কোথা হ'তে আসিতেছে জাগায়ে পরাণ ;
বাজিছে হৃদয় যন্ত্রে !
পরাণ উদাস হ'য়ে ছুটিছে কোথায় !
মরি ! মরি ! কি মধুর গীত !

(নেপথ্যে গীত।)

মায়ার কি রুচির রচনা !
সম্মোহন আবরণ, নীচে তার পাপ-প্রবঞ্চনা ॥
কি চারু রচিত ভব মেলা !
(তাহে) সুসজ্জিত প্রলোভন মেলা ;
তারা দশেন্দ্রিয়ে আকর্ষিয়ে, রাখে সদা বিমোহিয়ে,
এদিক্ ওদিক ছোটে মন, সতত চঞ্চল হ'য়ে ;
নেশার ঘোরে হয় লুপ্ত চেতনা !
ওরে মূঢ় মানব নিবহ !
পরিহর বিষয়-সম্মোহ !
বিষয়-মরীচিকা মাঝে, ছুটে বেড়াও মৃগসাজে,
চোখ বাঁধা বৃষের মত খেটে মর বৃথাকাজে,
(তুমি) হারা'য়েছ আত্ম-বিবেচনা ॥

বাসুদেব। সুকিরণ বিকর্ত্তন অনল অনিল
স্নিগ্ধকর সুধাকর বিহগ সলিল,

কহে যেন শ্রবণে আমার—
"পৃথিবী তোমার পানে রয়েছে চাহিয়া।
ছিন্ন করি সংসার বন্ধন
স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধি যাও দিব্যধামে।"
কে যেন জলদ-মন্দ্রে কহে নিরন্তর
অন্তর হইতে মম—
"পৃথিবী তোমার পানে রয়েছে চাহিয়া,
ছিন্ন করি সংসার বন্ধন
স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধি যাও দিব্যধামে।"
কি কর্ত্তব্য মম ?
কে দিবে বলিয়া মোরে কর্ত্তব্য আমার !
(পাগলিনীবেশে ভগবতীর প্রবেশ ও গীত)

ভব যাত্রিদল—
মোহিত সতত, খেয়ে মোহন ফল।
আত্মতত্ত্ব ভুলে তারা, ভেবে ভেবে হ'চ্চে সারা,
হইয়াছে দিশাহারা, নাই কিছু সম্বল,
(তুই) পথ দেখিয়ে, ভাইদের নিয়ে, স্বদেশেতে চল্।

ভগবতী। তোর কর্ত্তব্য কি, তা তুই বুঝ্‌তে পারিস্ নাই ? ঐ ছাখ্ প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে বাছুরগুলো মা-হারা হ'য়ে এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। যা যা, ওদের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেগে।

(সহসা জ্যোতিরূপে তিরোধান)।

বাসুদেব। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক) মা ! মা ! দেখা দিয়ে কোথায়

লুকা'লি মা? মাগো! কবে সন্তানের দিকে চোখ তু'লে চাইবি মা?

(অগ্রে অগ্রে গৌর মোহন ও পশ্চাদ্গামী পেয়াদাগণ সহ গঙ্গারামের প্রবেশ।)

গৌর। দোহাই বাবাঠাকুরের! আমায় মেরো না, আমায় মেরো না।

গঙ্গা। শালা, তোমায় মার্‌বো না? তোমার মুণ্ডপাত কর্ব্বো।

গৌর। বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর! আমায় রক্ষা করুন।

[বাসুদেবের অন্তরালে দণ্ডায়মান।]

গঙ্গা। শালা, লুকোলে হ'বে কি? কাঁথায় গা ঢাক্‌লে কি যমে ছাড়ে?

বাসুদেব। গঙ্গারাম! স্থির হও, বলতো বাবা! কি হ'য়েছে?

গঙ্গা। ম'শায়, এই গয়লার পুতের কাছে একশ টাকা খাজনা বাকী পড়েছে, শালা খাজনা দিতে চায় না, রোজ রোজ ওয়াধা ক'রে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

গৌর। দোহাই বাবাঠাকুর! আমি হলফ্ প'ড়ে বল্‌তে পারি, আমি সন সন খাজনা আদায় করে থাকি, আমার কাছে এক পয়সাও বাকী নাই।

বাসুদেব। সন সন খাজনা আদায় কর্‌লে তশীলদার মশায় আবার খাজনার দাবী কচ্চেন কেন?

গঙ্গা। বলুন ত বলুন ত।

গৌর। বাবাঠাকুর! তশীলদার ম'শায় বলে কি,—তোমার বন্ধু নীলরতনের মেয়ে পদ্মাবতী পরীর মত সুন্দর, তাকে বের্ ক'রে এনে দেও, তোমায় বক্‌সিস দোব, আমি তাতে রাজি না

হওয়ায় আমার উপর এই জুলুন হ'চ্চে। বাবাঠাকুর! আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে, আমায় পথের ভিকিরি বানিয়েছে।

বাসুদেব। গঙ্গারাম! ছি! ছি! তোমার এমন কাজ? তুমি ব্রাহ্মণ-কুলের কলঙ্ক। পিশাচের সংসর্গে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছ। সেদিন কতগুলো প্রজার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'রেছ। গত বুধবার বিপিন কর্ম্মকারের গৃহ দাহন করিয়েছ, কাল এক অভাগিনী নিঃসহায়া বিধবার প্রতি পাশব অত্যাচার ক'রেছ। ভেবেছ এই ভাবে দিন যাবে? এখন অদৃষ্ট চক্রের উৰ্দ্ধভাগে আছ ব'লে যা ইচ্ছে ক'রে পার পেয়ে যাচ্ছ। কিন্তু ঐ চক্র যখন ঘুরে ঘুরে নীচে পড়বে, তখন সেই চক্রের নিষ্পেষণে শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। স্থির জেনো, আঘাতের প্রতিঘাত আছেই।

গঙ্গা। দেখুন ম'শায়, আমি আপনার বক্তৃতা শোন্‌তে আসি নাই। বক্তৃতা কত্তে হয়, ধর্ম্ম সভায় গিয়ে কর্ব্বেন। এখানে আমি যে হুকুম তামিল কত্তে এসেছি, তা কর্ব্বোই। যদি দরদ লেগে থাকে, আপনিই টাকা ক'টা দিয়ে দিন্ না।

বাসুদেব। আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ, নিজে অর্থোপার্জ্জন করি না, অথবা আমার কোন আত্মীয় স্বজনও নাই যে দু'পয়সা উপার্জ্জন কোরে আনে। এই পৈতৃক বাসভূমির উপর একখানা কুটির নির্ম্মাণ করিয়ে বাস কচ্ছি, আর সময় সময় মাকে ডাকৃচি। আমি কোথেকে তোমায় একশত টাকা দেবো বাবা! তবে তুমি আজকের দিনটা অপেক্ষা কর, আমি আমার এই বাড়ীঘর

কারও কাছে বন্ধক রেখে টাকার যোগাড় কর্ব্বো, কাল তোমার টাকা দিয়ে দেবো।

গৌর। বাবাঠাকুর! আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বল্‌তে পারি, আমার কাছে একপয়সাও পাবে না। আপনি আমার জন্য অমন কাজ কর্ব্বেন না।

বাসুদেব। টাকা না দিলে তোমার রক্ষা নাই। (গঙ্গারামের প্রতি) বাবা গঙ্গারাম! আমার ঠেঁয়ে কাল এসে টাকা নিয়ে যেও।

গঙ্গা। কাল যেন অন্যথা না হয়। (পেয়েদাগণ সহ প্রস্থান)

গৌর। যেম্নি হ'য়েছে জমিদার, তেম্নি হ'য়েছে তার নায়েব নাজির। এ দেশে ইজ্জৎ রেখে আর থাকা যা'বে না।

বাসুদেব। মা সর্ব্বমঙ্গলা যা করেন।

গৌর। বাবাঠাকুর! ঐ দেখুন নীলরতনের ঘরে আগুণ।

বাসুদেব। এখনও দাঁড়িয়ে আছ? শীগ্‌গির এস।

(বেগে উভয়ের প্রস্থান)

(জনৈক মুসলমানের প্রবেশ)

মুসলমান। বাবা ঘুঘু দেখেছ তো ঘুঘুর ফাঁদ দেখ নাই। কার সঙ্গে ঝগড়া কচ্চো? আমাদের জমিদারই বল, তশীলদারই বল, একএকটী কাঁচাখেকো দেবতা। যে প্রকারেই হোক্, তোমার দফানিকাশ কর্ব্বেই। তুমি দীনদুঃখী বামুন, দিন আনচ দিন খা'চ্চ, রাজরাজড়ার কাজে ঠোক্কোর মার্‌তে যাও কেন? যেম্নি কর্ম্ম, তেম্নি ফল পা'বে। আজ কেবল কাজ সুরু হ'লো। যাই, ঘরে আগুণ দে যাই। (শুষ্কপত্র তুলিতে

উদ্যত ও সর্প কর্ত্তৃক হস্ত বেষ্টিত) ওমা! ওগো! একি হ'ল! একি হ'ল! (বেগে প্রস্থান)

(বাসুদেব, গৌরমোহন ও নীলরতনের প্রবেশ)

নীলরতন। বাবাঠাকুর! আমার উপায় কি হ'বে? আমার জাতমান গেছে, আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে, আমায় পথের ভিকিরি সাজিয়েছে।

বাসুদেব। বাবা! সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাক, অমঙ্গল দূর হ'বে।

গৌর। বাবাঠাকুর! আমি তো আগেই বলেছি এ অরাজক রাজ্যে বাস করা অসম্ভব। এই ত—দেখুন না, জোরজবরদস্তি ক'রে নীলরতন ভায়ার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল, ঘর পোড়াল, পদ্মা-বতীকে নিয়ে গেল, ওকে বাড়ীভিটেছাড়া কল্লো। আহা! পাঁচ ছ'টী ছেলেপিলে নিয়ে ও এখন কোথায় দাঁড়াবে?

নীল। বাবাঠাকুর! আমার সব গেছে, তা'তে তত দুঃখু নাই। আমি এক গাঁ ছেড়ে আর এক গাঁয়ে গিয়ে গাছের তলায় থাক্তুম, আর ভিক্ষে ক'রে খেতুম। বাবাঠাকুর! আমার পদ্মাকে নিয়ে গেছে, আমার চৌদ্দপুরুষের মুখে কালী দিয়েছে। আমি কিরূপে প্রাণ রাখ্‌বো? বাবাঠাকুর! গাছেরতলায় ব'সে ছেলেপিলে গুলো "ভাত দেও ভাত দেও" বলে কাঁদ্‌বে, আমি কি ক'রে দু'টী ভাতের সংস্থান ক'রে দেবো? হাঁ ঈশ্বর! তোমার এ কেমন বিচার? দুষ্টের সাজা নাই! ওঃ! বুক ফেটে যাচ্ছে!

বাসুদেব। বাবা নীলরতন! স্থির হও, কেঁদে কোন ফল নাই, জমিদারের কাছে যাও, নালিশ কর, দেখ, কোনও প্রতিকার হয় কিনা।

নীল। যে রক্ষক, সেই ভক্ষক, প্রতিকারের আশা কি?

গৌর। বাবাঠাকুর! এই দেখুন আপনার ঘরেও আগুণ দেবার চেষ্টা হচ্ছিল।

বাসুদেব। মায়ের ইচ্ছা।

(পেয়াদাগণ সহ গঙ্গারামের পুনঃ প্রবেশ)

গঙ্গা। দেখুন মশায়, জমিদার সাহেবের হুকুম, আজই টাকা দিতে হবে। না দিতে পারেন, বাড়ীখানা আমাদের কাছে বন্ধক রাখুন। পরে যখন টাকা শোধ কত্তে পার্বেন, তখন আবার ফেরৎ পাবেন।

বাসুদেব। কাগজ এনেছ কি? দেও, লিখে দিচ্ছি। (কাগজ গ্রহণ)

গৌর। সব সয়েছি। বাবাঠাকুরের ওপোর এই জুলুম সইব না। শালা, তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। (প্রহারোদ্যত)

পেয়াদাগণ। খবরদার! (প্রহারোদ্যত)

বাসুদেব। থাম, বাবা! থাম। টাকা দিয়ে আবার বাড়ীঘর ছাড়াব, চিন্তা কি? (কাগজ প্রত্যর্পণ করিয়া) এই লও।

গঙ্গা। জমিদার সাহেবের হুকুম,—আপনি আজই বাড়ী ত্যাগ করে চলে যান।

বাসুদেব। তা যাচ্ছি, একটু অপেক্ষা কর, আমি জিনিষপত্তরগুলো নিয়ে আসি।

গঙ্গা। ঘরের কোনও জিনিষে আপনার অধিকার নেই।

বাসুদেব। আমি ত তোমায় ঘরের জিনিষপত্তর লিখে দেই নাই।

গঙ্গা। যখন ঘর দিয়েছেন, তখন সব দিয়েছেন।

বাসুদেব। মা জগদম্বে! তোমার ইচ্ছা।

(গৌরমোহন ও নীলরতন সহ বাসুদেবের প্রস্থান)

গঙ্গা। কেমন বাসুদেব! পদে পদে আমায় অপদস্থ করেছ, আমার প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিয়েছ, বলি এখন কেমন? শালা, সবে মাত্র তোমায় বাড়ীভিটে ছাড়া কল্লুম, এখন পর্য্যন্ত কি হয়েছে? তোমায় সাতঘাটের জল খাওয়াব, নাকের জলে চোখের জলে এক করাব, তবে ছাড়বো। আমিও গাঙ্গারাম, তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বো, কর্ব্বো, কর্ব্বো।

(পেয়াদাগণ সহ প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পূর্ণানন্দের বাটীর প্রাঙ্গন।)

উমাতারা প্রাঙ্গনে ঝাঁট দিতেছে

হোঁ, আর পারি না, একটু বসি। (উপবেশন) মা! এ অভাগীর প্রতি কি তোর দয়া হ'বে না? কত দিন আর জ্বালা যন্ত্রণা সইব মা (ঝাঁট দেওন।)

(বিমলার প্রবেশ)

ও মাসি! মাসি! এত বেলায় উটুন ঝাঁট্ দিচ্ছ যে?

কি কর্‌বো মা? রান্নাবান্না করে তবে ঝাট্ দিতে এসেছি।

এত সকাল সকাল রান্না কেন মাসি?

পুণা নবদ্বীপ যা'বে কিনা; তাই সকাল সকাল দু'টি রান্না করেছি।

সমত্ত বয়সের বৌ ঘরে, এখনো তোমায় সংসারের কাজকর্ম্ম কত্তে হয়?

উমা। কপালে সুখ না থাকলে, কে সুখ দিতে পারে মা? পুণাকে তিন বছরের রেখে তিনি স্বর্গে গেলেন, আমি কত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, বে থা দিয়েছি, ভাব্‌লুম এবার আমার কপালে সুখ হবে। দেখ মা! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও তার ধানভাণা ঘোচে না, সব কপালের ফের।

বিমলা। ও কি মাসি! তোমার ডান হাতে কি হয়েছে?

উমা। রাত্তিরে রান্না ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে কেমন একটা ভির্ম্মি লাগ্‌লো, অম্নি মাটিতে প'ড়ে গেলুম, গরম ফেণে হাত পুড়ে গেল, কি কইবো? এর যন্ত্রন্নায় রাত্তিরে একটুও ঘুম হয় নি।

বিমলা। আহা হা, দেখি মাসি! (হস্ত ধারণ) একি! তোমার জ্বর নাকি মাসি? গা যে গরম।

উমা। আজ তিন দিন ধরে জ্বর হচ্চে।

বিমলা। এই জ্বর নিয়েও তোমায় সংসারের সব কাজকর্ম্ম কর্ত্তে হয়?

উমা। তা কর্‌বো কি মা? পুণা খেটেখুটে আসে, দুটি ভাত দিতে হয় তো।

বিমলা। অত বড় বৌ, শাশুড়ীর মুখের দিকে একটু চায় না? বৌ কোথায় মাসি?

উমা। ঘরে শুয়ে।

বিমলা। এখনও শুয়ে?

উমা। তার কাছে তোমার কোন দরকার আছে মা?

বিমলা। না, কোনও দরকার নাই। মাসি! একটা নাউএর জন্যি এসেছিলুম, দিতে পার্ব্বে?

উমা। দাঁড়াও মা, এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান ও পুনরাগমন) এই নাও।

বিমলা। দাম কত ?

উমা। দাম কি হবে ? তোমায় অম্নি দিলুম।

বিমলা। না, না অম্নি নোবো না। এই চার পয়সা নাও। এখন আসি মাসি ! বিকেলে আবার আস্‌বো অখন। (প্রস্থান)

উমা। বৌমা ! বৌমা ! ওঠ, রান্নাবান্না হয়েছে, নেয়ে এসে দুটি খাও, এত বেলা হলো, এখনো পেটে কিছু পড়্‌লো না, পিত্তি পড়ে শেষকালে অসুখ হবে ? ওঠ মা ! ওঠ।

আদুরী। (দ্বার খুলিয়া) ষাঁড়ের মত অমন করে চেচাচ্ছিস্ কেন পোড়ার মুখি ? বেটীর জ্বালায় একদিন কাল একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুতে পারি না। বেটীর যমও নাই।

উমা। রাগ কচ্চো কেন মা ? এত বেলা হলো, ঘরটা ঝাট্ দিতে হবে, নিকোতে হবে, এ সব কখন্ কর্‌বো মা ?

আদুরী। আমার ঘর কাকেও নিকোতে হবে না। আমি পারি, কর্‌ব, না পারি, না কর্‌ব ; কাজকম্ম করাই বা কেন ? আর নিন্দে করে বেড়ানই বা কেন ?

উমা। আমি কার কাছে তোমার নিন্দে করেছি মা ?

আদুরী। আমি কি কিছু শুনি নি ? আমায় নেহাৎ সাদাসিদে ভাল মানুষ পেয়েছিস্ কিনা, তাই যা তা বলে সেরে যাস্, আর কেউ হলে সকাল বিকেল ঝ্যাটা না মেরে ছাড়্‌তো ?

উমা। তুমিই কোন্ কসুরটা কচ্চো মা ?

আদুরী। আমি তোর কি কচ্ছি লা আটকুড়ীর বেটী ?

উমা। তুমি ঘরের বৌ, অত রাগ কেন ? তোমায় ত বাছা, আমি কিছু বলি নাই। অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সাত বাড়ীর লোক

একত্তর কচ্চো কেন? লোকেই বা কি বলে! পুণাইবা কি করে লোক্‌কে মুখ দেখাবে?

আহুরী। আমার জন্যি লোক্‌কে মুখ দেখাতে পার্‌বে না? তুই যে কাঁচা বয়সে বিধবা হয়ে অবধি পরপুরুষ নিয়ে ঘরকন্না কত্তিস্? সে জন্যি বুঝি তাঁর লজ্জা হয় না?

উমা। তুমি কি বল্‌চো মা?

আহুরী। যা বল্‌চি, ঠিক্ বল্‌চি।

উমা। আমার কপালে শেষে এও ছিল?

(চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান)

আহুরী। আর এত জ্বালা সয় না। আসুক্ মিন্‌সে, আজ এর একটা বিলিবন্দেজ না করে ছাড়্‌চি না। (দ্বার বন্ধ করণ)

(বৈষ্ণবত্রয়ের প্রবেশ।)

গীত।

কাল বয়ে যায়, কাল এল প্রায়, কাল কাল করি কাল কাটাইও না।
কি সকাল কি বিকাল, ফিরে কাল সদাকাল, কোন্ কালে ধরে
কাল জান না॥

এ মায়ার ভবন, মায়াতে সাজান, মায়ার মোহন রচনা।
শিশুর মুখে মধুর হাস বধূর মুখের মধুর ভাষ, পরায় বিষম ফাঁস দেখ না॥
ধনজন পরিবার, নহে কিছু আপনার, আমার আমার সদা বলো না।
তুমি কার কে তোমার, কারে বল আপনার, আপনার জনারে
চেন না॥

দুস্তর ভবনদী, পার হয়ে যাবে যদি, বিষয় নিরবধি জপোনা।
সব সুখ পরিহরি, বল সবে হরি হরি, কর হরিপদভাবনা॥

অনৈক বৈষ্ণব। জয় রাধে গোবিন্দ! দুটি ভিক্ষে পাই মা! (ক্ষণেকপরে) দুটি ভিক্ষে পাই মা?

আদুরী। এ গুলো কোথেকে হাড় জ্বালাতে এলো? বেরো।

(দ্বার বন্ধ করণ)

অঃ বৈষ্ণব। এমন কোঁদলে মেয়েমানুষ তো কখনো দেখি নাই। চ, চ, ভিক্ষেয় আবশ্যক নাই।

উমা। [নেপথ্যে] তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি ভিক্ষে নিয়ে যাচ্ছি। (প্রবেশ পূর্ব্বক) এই নাও বাবা! দুঃখু কোরো না, পুণাকে শাপ দিও না।

অঃ বৈষ্ণব। অমন অলক্ষ্মী বৌ তোমার ঘরে মা? মেয়েমানুষ না যেন রায়বাঘিনী। (প্রস্থান)

আদুরী। (সম্মার্জ্জনী হস্তে) তবে রে হারামজাদি! তুই কার চাল এনে তোর বাবাদের দিয়েছিস্। ও বাড়ীর বৌকে অম্নি একটা নাউ দেয়া হল। আমি কি সংসারের জিনিষগুলো বিলোতে বসেছি? মিন্সে মাথার ঘাম পায় ফেলে জিনিষ-পত্তর কর্ব্বে, আর উনি বসে বসে বিলোবেন!

উমা। বৈষ্টব বাড়ীথেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে, আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না।

আদুরী। তোর কোন্ বাবার বাড়ী থেকে এনে বিলোচ্ছিস্ পোড়ারমুখি?

উমা। ভারী বাড়া হয়েছে, নয়? তুই আমার ওপোর কর্ত্তৃত্ব কর্ব্বার কে? আমার যা ইচ্ছে কর্ব্বো, তোর কি? যা কিছু করেছি, আমি করেছি। ঐ নাউগাছ পুতেছি, ঐ

কুমড়োগাছ পুতেছি, ঐ বেগুনগাছ পুতেছি, যখনকার যা আমি কচ্চি; তুই কি কচ্চিস্ যে তুই আমার নিষেধ কর্ব্বি? এই রোগা শরীর নিয়েও খেটে খেটে মরে' যাচ্ছি।

আদুরী। আ আমার রোগা শরীর! তিনটে বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারে না, রোগা শরীর! খাচ্ছিস্, কর্ব্বি না কেন?

উমা। তুই খাচ্ছিস্, তুই করিস্ না কেন? কে তোর দাসীবাঁদী আছে যে, রোজ রোজ করে খাওয়াবে?

আদুরী। কোন্ মাগী আমায় রোজ রোজ করে খাওয়াচ্ছে?

উমা। চুপ্ হারামজাদি! মুখ দে তিন ঘটী রক্ত তুলে দেবো।

আদুরী। দেখি কে কার মুখ দে রক্ত তোলে। (সম্মার্জ্জনীপ্রহার)

উমা। ও বাবারে! (রোদন)

আদুরী। বেরো হারামজাদী! আমার বাড়ীথেকে। (দ্বার বন্ধ করা)

উমা। ও বাবা! আমি কোথায় যাব গো? (রোদন)

(পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণ। ওকি মা! কি হয়েছে? কাঁদ্ছো কেন?

উমা। আমার কাঁদবার কপাল, কাঁদ্বো না কেন? এই বুড়ো বয়সে গতর খাটিয়ে মর্ব্বো, আর রোজ রোজ তোর মাগের নাথি ঝ্যাটা খেয়ে একমুটো ভাত খাব। পোড়া যম আমায় নেয় না।

পূর্ণ। উচিত কথা বল্‌লে তুমি রাগ কর্ব্বে এখন। সে ত তোমায় আগে কোনও কথা বলে না, তুমিই তো আগে তা'কে রাগিয়ে দেও।

উমা। আমি রাগিয়ে দিই? মিথ্যা কথা ক'স্‌নে বাবা!

পূর্ণ। তোমার দোষটুকু ত তুমি দেখ্‌তে পাও না। এক হাতে কি তালি বাজে?

উমা। তা দিনরাত ট্যাক্ ট্যাক্ কর্ব্বে, কতক্ষণ চুপ্ ক'রে থাকা যায়?

পূর্ণ। জবাব দেও কেন?

উমা। না, আর কখনো কোন কথা কইব না, যা' হ'বার হ'য়ে গেছে, যাক্। তুমি নেয়ে এসে খাও, আমি ভাত বাড়ি গে। [প্রস্থান]

পূর্ণ। (দ্বারে ধাক্কাদিয়া) ওগো! ওগো! দোর খোল, ওগো! শুনচ? (দ্বার উন্মোচন করিয়া আদুরীর বাহিরে আগমন) ওকি! তুমি কাঁদ্‌চো? কি হ'য়েছে বল তো? কথা কইবে না? আজ স্যাকরার কাছে এক জোড়া চুড়ি ত'য়েরি কত্তে দিয়ে এসেছি, সেই সম্বন্ধে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস কত্তে এসেছিলুম, তা যখন কথাই কইলে না, কি আর কর্‌বো? তৈয়েরি কত্তে নিষেধ ক'রে আসি গে।

[প্রস্থানোদ্যত]

আদুরী। যেও না যেও না, শোন বল্‌চি,—তোমার মায়ের জ্বালায় এখানে আর থাকা যা'বে না। দিনরাত বাপমা তু'লে গাল দেবে, একটু কিছু বল্লেই ঝ্যাটা। আমি তোমার এখানে থাক্‌তে চাই নে। বাপের বাড়ী গিয়ে থাক্‌বো। বাবা কি একমুটো ভাত দিতে পার্ব্বে না? আমার মরণো নাই, ম'রে গেলে বাঁচতুম, হাড়ে বাতাস লাগ্‌তো। (রোদন)

পূর্ণ। কেঁদো না, কেঁদো না, কি হ'য়েছে আমায় ভেঙ্গে বল।

আদুরী। ব'লে আর কি হ'বে? ব'লে ব'লে হয়রাণ হ'য়েছি।

পূর্ণ। বলই না, দেখ্ কিছু করি কি না।

মাতুরী। আমার কথায় কি বিশ্বাস হ'বে?

পূর্ণ। তোমার কথা কবে অবিশ্বাস ক'রেছি?

মাতুরী। নাউ গাছ দেখ গে; সব নাউ বিলিয়ে দিয়েছে। সেই কথা বল্‌ছিলুম ব'লে আমায় ঝ্যাটা মেরেছে। উঃ! পিঠ্‌টে কন্‌কন কচ্চে, এই দ্যাখ হাতটা মুচ্‌রে দিয়েছে।

পূর্ণ। অ্যাঁ, বল কি? অমন রোগাশরীরেও জোর আছে?

মাতুরী। তুমি ত দেখো, ওর গায় জোর নাই, তোমার হাতখানা ধর্‌লে হাতখানা ভেঙ্গে দিতে পারে, পাকা হাড়ে জোর কত?—অহহ, বড় ব্যথা, হাত দিও না—হাত দিও না, লাগ্‌চে লাগ্‌চে।

পূর্ণ। বুড়ো বয়সে বুড়ী এত মতিছন্ন হ'য়েছে?

মাতুরী। মতিছন্ন ব'লে মতিছন্ন, নইলে এত এত চা'ল বিলিয়ে দেয়?

পূর্ণ। কাকে চাল দিয়েছে?

মাতুরী। কি জানি? কতগুলো মিন্‌সে এসেছিল; তাদের বসিয়ে জল খাওয়া'লে, চাল ডাল দিলে। তবে কতটা দিয়েছে, বল্‌তে পারি না।

পূর্ণ। অ্যাঁ, বেটী আমার মুখের দিকে একটু চায় না? দিনরাত খেটেখুটে কোন রকমে সংসার চালা'চ্ছি, আর বেটী ব'সে ব'সে দাতাগিরি কর্ব্বে!

মাতুরী। সে বলে তুমি কিছুই কর না। সে নাউটা কুমড়োটা বেগুনটা বিক্রী ক'রে সংসার চালা'চ্ছে।

পূর্ণ। বটে? দেখা যা'বে!

মাতুরী। তোমায় কত শাপ দিয়েছে, তা আর পোড়ামুখে কি কইবো?

আমায় গালাগালি দিক্, মারুক্, যা ইচ্ছে করুক, দুঃখু নাই। তোমায় যে শাপ দেয়, ঐটে সইতে পারি নে। যা হয় একটা বিলিবন্দেজ ক'রে দাও, না হয় বল, আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই, এখানে থেকে, তোমায় শাপ দেবে, তা কাণ পেতে শুন্‌তে পার্ব্বো না।

(উমাতারার প্রবেশ)

উমা। পূর্ণ! খা'বে, এস। আমি ভাত বেড়েছি।

পূর্ণ। আমি খা'ব না।

উমা। কেন খা'বে না বাবা? এস এস।

পূর্ণ। তুই কোন্ মুখে আমায় খেতে ডাকিস্? দিনরাত আমার মাথা না খেয়ে জল খাস্‌নে, আমি ম'লেই বাঁচিস্ নয়?

উমা। ষাট্! ষাট্! অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে? খা'বে, এস, আমার মাথা খাও।

পূর্ণ। মায়া রাক্ষসি! আর মায়াকান্না ক'রে কাজ নেই। নিজের পথ ছাখ্। এ বাড়ীতে হয় তুই থাক্ আমি চ'লে যাই, না হয় আমি থাকি তুই চ'লে যা, একত্তর থেকে দিনরাত্ কচ্‌কচি ভাল লাগে না।

উমা। আসা মাত্তরই বৌমা বুঝি দশ কথা লাগিয়েছে!

আহুরী। 'যত দোষ নন্দঘোষ।' আমার দোষ না দিয়ে জল গ্রহণ নাই, আমি যেন দুই চক্ষের বালি।

উমা। তোমায় মা! আমি কি বল্লুম? বল্লুম ত এই যে, তুমি বুঝি আসামাত্তরই লাগিয়েছ? আর তা না বল্‌লে পূণার কাণে ঝগ্‌ড়ার কথা ওঠে কি ক'রে?

আহ্লরী। লাগিয়েছি, বেশ ক'রেছি, তুমি বল্‌তে পার, আমি বল্‌তে পারি না ?

উনা। আমি কি বলি ?

পূর্ণ। কিছুই কস্‌নে,তুই খুব ভাল—খুব ভাল! যত দোষ আমাদের। তা আমাদের সাথে একত্তর থেকে তোর কাজ নেই, যেখানে সুখে থাকিস্‌, সেই খানে গিয়ে থাক্‌।

উনা। বাবা! তুই কি বল্‌ছিস্‌? তোকে একরত্তি থেকে এত বড়টা ক'রেছি, আজ্‌ তুই আমায় এমন কথা বল্লি? পুণা রে! আমায় যেতে বলিস্‌, আমি কোথায় যাব? তোর মুখখানি না দেখে কি আমি বাঁচ্‌বো? বাবা! তুই যে আমার প্রাণ, তোকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌বো? আয় বাবা! ভাত খা' এসে।

পূর্ণ। প্রাণ থাক্‌তে তোর হাতের জল খাব না, তুই আগে বেরিয়ে যা, তবে খাব।

উনা। আমি ভাত বেড়েছি, খাও এসে, তারপর যেতে হয়, যাব অখন।

পূর্ণ। তুই এখানে থাক্‌তে জল ফোটাও মুখে দেবো না।

উনা। তবে যাও, খাও গে, আমি যাচ্ছি, বাবা! যেথায় থাকি, দিনের মধ্যে একবার ক'রে দেখা দিস্‌। মা কালি! আমার পুণাকে দেখো মা!

[চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে প্রস্থান]

পূর্ণ। হ'য়েছে তো? বড় খিদে পেয়েছে, ভাত দেবে, চল।

আহ্লরী। তা চল, চুড়ির কথা কি বল্‌ছিলে ?

পূর্ণ। হাঁ, হাঁ, খেতে খেতে বল্‌বো এখন

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[জমিদার বাটী—বাপীতীর।]

দরাফখাঁর পরিক্রমণ

দরাফ। বিমল সুনীল ব্যোমে হাসে শশধর,
মেখেছে কনকছটা বসুধা সুন্দরী ;
সবে বলে,
সুধাকর-কররাশি চিত্তবিনোদন,
কিন্তু,
জ্ঞান হয় মম,
নিশাকর অগ্নি-প্রস্রবণ ;
তাই এত অন্তর্দ্দাহ মম।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে চারিভিতে,
শীতলিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
কিন্তু হায়! একি বিপরীত!
মোর কাছে হয় অনুভব
নৈদাঘভাস্করতপ্ত মরুবায়ু সম।
কলকণ্ঠ পিকরাজ গাইছে পঞ্চমে

বরষি অমিয়রাশি,
কিন্তু তাহা মাধুর্য্যবিহীন।
সরোবর স্বচ্ছ জলে দর্পণের মত,
শোভে ও অম্বরখানি শশাঙ্ক সহিত,
কভু ভাঙ্গে, কভু গড়ে, কভু হয় যোড়া।
কবি বলে,
প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য চিত্তসম্মোহন।
কিন্তু হায়! কি আর কহিব!
ও সৌন্দর্য্য নহে মম নয়নরঞ্জন।
কোথা যেতে চায় মন, কিবা চায় যেন
বুঝিতে না পারি তাহা!
ওকি ও? (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)
যুঝিতেছে বিহঙ্গমদ্বয়
নীড়স্বত্ব লভিবার তরে!
অহো,
ওই ত ভূতলশায়ী হ'য়েছে পলকে
স্থবির বিহগরাজ।
আমিও করিব কিহে হেন আচরণ?
আমিও অগ্রজপ্রাণ করিয়া সংহার
স্ব-সম্পদ করিব গ্রহণ?
সবে মোরে সুধী বলি করিছে বাখান
নীচ জনোচিত কার্য্য করিব কি আমি?
কখনো না—কখনো না। [উপবেশন]

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। অবশ্য করিতে হ'বে একার্য্য তোমার।

দরাফ। কেও পদ্মাবতী?
পদ্মাবতি! এ সময়ে তুমি কেন হেথা?

পদ্মা। তুমি কেন হেথা?

দরাফ। নিদাঘতাপিত প্রাণ করিতে শীতল
সুখ-সেব্য সমীরণ সেবন মানসে
এসেছি হেথায় আমি। তুমি কেন হেথা?

পদ্মা। আমি কেন হেথা?
এ প্রশ্নের কি দিব উত্তর!
বিধু যেই উঠে আকাশেতে
অমনি চকোরী কেন ধাবিত বিমানে?
নবীন নীরদ যেই সঞ্চরে গগনে
অমনি বিমানে কেন ধায় চাতকিনী?
রুচির মিহির যেই প্রকাশে আকাশে,
অমনি নলিনী কেন সুহাসে বিকাশে?

দরাফ। পদ্মাবতি!
এত ভালবাস মোরে?
যেই দিন গঙ্গারামে করিনু প্রেরণ
কাড়িয়া আনিতে তোমা স্বামিঅঙ্ক হ'তে
শুনি তব লাবণ্যের কথা,—
সেদিন ও বিধুমুখ করি বিলোকন
সঁপেছিনু মনপ্রাণ শ্রীপদে তোমার।

কিন্তু হায়! সেই আশা দিনু বিসর্জ্জন
যেইদিন হ'লে তুমি ভ্রাতৃ-অঙ্ক-শায়ী।
ও মূর্ত্তি মানস পটে অঙ্কিত নিয়ত;
ভুলিতে না পারি কভু।
তাই সদা বিরলে বসিয়া
সুচারু আলেখ্যখানি করি নিরীক্ষণ;
অলক্ত অধর হাসি হেরি এ নিভৃতে বসি
দিবানিশি অশ্রুরাশি করি বরিষণ।
পদ্মাবতি! মনে ভাবি ভুলিব তোমারে,
কিন্তু তাহা অসম্ভব।
মনোরমে! শোন সাবধানে
হৃদয়ের গুপ্ত কথা কহিব তোমায়।
তব লাভ-আশা-লতা ফেলেছি ছিঁড়িয়া,
তবু আশাকুহকিনী জ্বালায় আমারে।
বিস্মৃতি-সলিলে তোমা দিতে বিসর্জ্জন
যাব আমি দূরদেশে সন্ন্যাসী হইয়া।
শান্তিময় সন্ন্যাস-জীবন।
সে জীবন করিব গ্রহণ
মনে মনে সঙ্কল্প আমার।

পদ্মা। পুরুষত্ব নাহি কি তোমার?
আমি হিন্দু নারী,
সুনির্ম্মল কুলে দিয়া কালি
তব প্রেমলাভ তরে এসিছি হেথায়।

ইচ্ছা যদি না হ'ত আমার,
পারিত কি আনিতে আমায়
তোমার প্রেরিত লোকে ?
তোমারি আশায় আসিয়াছি হেথা,
তুমি মোরে যাইবে ত্যজিয়া ?

দরাফ। তুমি হইয়াছ এবে ভ্রাতৃবধূ মম,
কেমনে তোমার আশা পুষিব হৃদয়ে ?

পদ্মা। শাস্ত্রে তব কি আছে বিধান ?
শুনিয়াছি আমি,
ভ্রাতার মৃত্যুর পর
অনুজ করিতে পারে প্রথা-অনুসারে
ভ্রাতৃজায়া পরিণয়।
কিম্বা যদি না থাকে বিধান
তথাপি পারহে তুমি করিতে বিধান,
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ তুমি।
যে নিয়ম বঙ্গদেশে, ওহে সুধীশ্বর !
প্রণয়ন প্রচলন করিবে হে তুমি,
বঙ্গের যবনগণ মানিবে সে বিধি
অদৃষ্টের মত।
নববিধি করি প্রচলন
স্থান দেও অধিনীরে শ্রীপদে তোমার।

দরাফ। শুনি পদ্মে ! তোমার বচন
থরথরি কাঁপে মম হিয়া।

করিছ কি ঘোর কর্ম্মে প্রণোদিত মোরে
ভেবে দেখ মনে মনে তব।
বারেক মানস-নেত্রে কর দরশন—
দেখ দেখ ভাবী চিত্র কি কালিমাময় !
বাঁধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
বিরোধের শেষ ফল ? ভ্রাতৃ হত্যা।
পদ্মাবতি ! ভাবী ভাবি শিহরে শরীর,
ভ্রাতৃরক্তে কলুষিত হ'বে ধরাতল।
আমা হ'তে হ'বে না তা জানিও নিশ্চয়।
যাও।

পদ্মা। দুর্ব্বল হৃদয়, কাপুরুষ তুমি।
পুরুষ হইয়া কেন জন্মিলে মহীতে ?
যার নাই উচ্চ আশা,
কি ফল জীবনে তার ?
হোসেন তোমার ধনে হ'য়ে ধনেশ্বর
সকলের আরাধ্য দেবতা,
আর তুমি হ'লে ঘৃণ্য সকলের !
আমি যে অবলা,
আমারো ত ঘৃণা হয় হেন অপমানে।
জানিলাম, বুঝিলাম কাপুরুষ তুমি,
জানিলাম, বুঝিলাম হীনচেতা তুমি,
অকর্ম্মণ্য অপদার্থ অবলার প্রায়।
বহুদিন যেই আশা পুষেছি হৃদয়ে

আজি তাহা করি উন্মূলিত
চ'লে যাই এ সংসার ত্যজি।
প্রিয়তম! হৃদয়েশ!
দাসীরে বিদায় দাও জনমের মত।
আমি অনাথিনী কাঙ্গালিনী,
হৃদয় জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে,
উষ্ণশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে,
আঁখিজলে ভাসিতে ভাসিতে,
নেত্রজল মুছিতে মুছিতে,
প্রাণের বেদনা কহিতে কহিতে,
তব রূপ চিতে ভাবিতে ভাবিতে
জাহ্নবীর শীত অঙ্কে ত্যজিব জীবন;
নির্ব্বাপিব প্রাণের আগুণ।
জাহ্নবী বহিয়া যাবে কুলকুল স্বরে,
গাবে মোর এ বিষাদ গাথা,—
"অপ্রেমিকে প্রাণ দিলে মরণ নিশ্চয়।"
গাইবে বারিদবজ্র গম্ভীর স্বননে
"অপ্রেমিকে প্রাণ দিলে মরণ নিশ্চয়।"
গাহিবে বিহগকুল পর্ব্বতে, কন্দরে,
প্রান্তরে, কান্তারে, নদীতটে—
"অপ্রেমিকে প্রাণ দিলে মরণ নিশ্চয়।"
প্রিয়তম! হৃদয়েশ!
চলিলাম আমি, ছাড়ি এ সংসার

যেথা আছে অকপট প্রেম।

দরাফ! বিদায়—বিদায়—বিদায়! [প্রস্থানোদ্যত]

দরাফ। (হস্ত ধরিয়া) হে অভিমানিনি!
দূর কর অভিমান তব।
শিক্ষিতা রমণী তুমি,
কার্য্য কর শিক্ষিতের মত।
যাও গৃহে,
বিচারিয়া দেখি মনে মনে।

পদ্মা। যদি তুমি ভালবাস মোরে,
এ কার্য্য করিতে হবে এই রজনীতে,
নতুবা পাবে না মোরে জানিও নিশ্চয়। [প্রস্থান]

দরাফ। এক বৃন্তে দুটি ফুল মোরা।
একে গেলে, অন্য কি বাঁচিবে?
কামিনী কাঞ্চন তরে,
ভ্রাতৃ প্রাণ করিব নিধন?
অহো, ভাবিলেও শিহরে শরীর।
এক বিন্দু ভ্রাতৃরক্ত পড়িবে যেখানে,
সেখানে পিশাচ আসি করিবে বসতি।
স্খলিত সোদর রক্তে জন্মি পাপতরু
করিবে বিষাক্ত ধরা বিষময় ফলে।
যতদিন চন্দ্রসূর্য্য ভাতিবে গগনে,
ততদিন সাক্ষ্য দিবে এ কার্য্যের মোর।
চাহিনা চাহিনা আমি কামিনী কাঞ্চন,

চাহিনা বিষয়-বিষে হতে জর্জ্জরিত,
চাহিনা পাপের স্রোতে ছাদিতে বসুধা,
চাহিনা সোদররক্তে প্লাবিতে ধরণী,
চাহিনা নরকবর্ত্ম করিতে প্রসার,
যায় যাক্ পদ্মাবতী, ঐশ্বর্য্যনিচয়। (উপবেশন)

(শয়তানের প্রবেশ)

শয়তান। (নাকিসুরে) পাপ কিসে? বলি পাপ কিসে?
পাপ ব'লে কিছু আছে কি সংসারে?
প্রেম কর,—সুখ কর,—বাঁচ যত দিন।
পঞ্চভূতে গঠিত এ দেহ,
পঞ্চভূতে হইবে বিলীন,
আর কভু এ আকারে জন্ম নাহি হবে।
স্বর্গ বল, স্বর্গ কোথা? কোথা বা নরক?
শাস্ত্রবাক্যে না কর প্রত্যয়।
যারা শাস্ত্রকার, তারাও মানব।
কেমনে জানিল তারা আছে স্বর্গধাম?
কেমনে জানিল তারা আছে পরমেশ?
কেমনে জানিল তারা আছে জন্মান্তর?
শাস্ত্রবাক্যে কোরনা বিশ্বাস।
প্রেম কর,—সুখ কর,—বাঁচ যত দিন। (প্রস্থান)

দরাফ। কে এ মহাজন?
অবশ্য দেবতা ইনি ত্রিদিব নিবাসী।—
অনুমান,—অপার্থিব ভাষে,

অপার্থিব ভাবে, অপার্থিব তেজে
অপার্থিব অপূর্ব্ব আকারে—
সার কথা কহিলেন মোরে।
কে জানে কি আছে দূর ভবিষ্য-উদরে।
তবে কেন ত্যজি আমি এ জীবন সুখ ?
পদ্মাবতি ! পদ্মাবতি !
তব বাক্য মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শিল আমার।
পালিব আদেশ তব। [বেগে প্রস্থান]

(পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ)

পদ্মা। উন্মুক্ত-উদক-স্রোত ভাঙ্গি বালুবাঁধ
ছোটে যথা অনিবার্য্য বেগে,
তেমতি অবাধ বেগে, মত্তকরী সম,
ছু'টেছে দরাফ এবে বধিতে অগ্রজে।
উপস্থিত মাহেন্দ্র সুযোগ তাহে।
পিত্রালয়ে গিয়াছেন হোসেন-মহিষী,
অচিরে হইবে মম উদ্দেশ্য সাধন। [প্রস্থান]

(রক্তাক্ত করে দরাফের পুনঃ প্রবেশ)

দরাফ। রক্ত ! রক্ত ! রক্ত !
মেখেছি দু'করে রক্ত—ভ্রাতৃ-রক্ত।
যেই পিতৃরক্ত
সোদরের শিরায় নিহিত।
সেই রক্ত করেছি মোক্ষন।
পাদপ-পল্লবে রক্ত ! পাদপ-প্রসূনে রক্ত !

কাণ্ডে রক্ত! শাখে রক্ত! সব রক্তময়!
ভূমে বয় রক্তনদী, ব্যোমে বয় রক্ত নদী,
এ বিশ্ব সংসার হেরি শুধু রক্তময়!
যাই, যাই,
প্রক্ষালি রক্তাক্তকর সরোবর জলে।
একি! সরোবর রক্তবারি ভরা!
ধোবোনা ধোবোনা কর রক্তময় জলে।
যাই যাই জাহ্নবীতে।
নানা, কুলকুল নিনাদিনী গঙ্গা তরঙ্গিনী
দূরদেশে যাইবে বহিয়া
আমার পাপের কথা কহিয়া কহিয়া।
কোথা যাব! কোথা যাব আমি!
কোথা গিয়ে এ রক্ত ধুইব?

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গা। আসুন আসুন!

দরাফ। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
গুপ্ত হত্যা হ'ল প্রচারিত।
ওই বুঝি ধরিতে আইল মোরে!
এখনি ছেদিবে মম শির।
কোথা যাব! কেমনে বাঁচাব প্রাণ!
লুকোই! লুকোই! [লুক্কায়িত হওন।]

গঙ্গা। ভয় কি? আসুন।

দরাফ। কে তুমি? কে তুমি? [একদৃষ্টে নিরীক্ষণ।

চিনেছি চিনেছি তোমা এতক্ষণ পর।
তুমিই ত মোরে ভ্রাতঃ! দিয়াছ মন্ত্রণা,
প্রবর্ত্তিত করিয়াছ এ হেন ব্যাপারে—
মনে পড়ে?
বলে দাও উপায় আমারে,
কেমনে রাখিব মম প্রাণ!

গঙ্গা। অধীর হচ্চেন কেন? শুনুন—

(কাণে কাণে কথন অভিনয়)

দরাফ। ঠিক্ হ'য়েছে, ঠিক্ হ'য়েছে, শীগ্গির চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হোসেনের কক্ষ।

[রক্তাক্ত কলেবরে হোসেন শায়িত—দুই পার্শ্বে কুল্‌সম ও দরাফ, কিয়দ্দূরে গঙ্গারাম দণ্ডায়মান—চতুর্দ্দিকে মুশলমানগণ]

কুল্‌সম। কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে, ঠাকুর পো? হায়! হায়! আমি কেন ভেয়ের বিয়ে দেখ্‌তে গেলুম? না গেলে কি এ সর্ব্বনাশ ঘট্‌তো? আমার কপাল পুড়ে যেত? [রোদন]

দরাফ। দাদা! দাদা! আমায় কার কাছে রেখে গেলে? [রোদন]

গঙ্গারাম। হুজুর! কেঁদে আর কি হবে? ফিরে পাবেন কি? শোক

সম্বরণ করুন, রাত থাক্‌তে থাক্‌তে কবর দেবার যোগাড় দেখুন।

দরাফ। গঙ্গারাম! দাদার শোকে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছে। আমি কোনরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন কত্তে পাচ্চিনে। গঙ্গারাম! কে আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?

গঙ্গা। এ সেই বেসো পাঁজির কারসাজি। অবশ্য বাসুদেব নিজে এ কাজ করেনি, গুণ্ডো লাগিয়ে করিয়েছে। যেদিন নীল-রতনের মেয়েকে আনা হলো, সেইদিন দুপুররাতে নীল-রতনের সঙ্গে বাসুদেব কি এক সলা পরামর্শ করেছিল। শিবরাম স্মৃতিরত্ন ম'শায় আপনার জনৈক হিতৈষী প্রজা, তিনিও এই কথা বল্লেন। বাসুদেব তাঁকেও এর মধ্যে জড়াতে চেয়েছিল। তিনি এ কার্য্যে মাথা পাত্‌লেন না দেখে, পাছে তিনি সব প্রকাশ করে দেন, এই ভয়ে তাঁকে পরদিন গাঁপ করে ফেলেছে। আমি কোন কার্য্য গতিকে সেই রাত্রেই স্মৃতিরত্ন মশায়ের বাড়ী গিয়েছিলুম, তিনি আমায় সব কথা ভেঙ্গে বল্লেন, তারপর ত আমি আপনাকে সব কথা জানিয়েছিলুম।

দরাফ। আমায় জানিয়েছিলে বটে, আমি তখন গ্রাহ্য করি নাই। কাল খুনের তদারক ক'রে যা কত্তে হয়, করা যাবে। এখন দাদার দেহ গোর দেবার ব্যবস্থা করা যাক্‌। তোমাদের একজন গিয়ে মৌলভী সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস।

[জনৈক মুশলমানের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণানন্দের পর্ণ কুটীর।

[পুত্র ক্রোড়ে আহ্লরী আসীনা—পার্শ্বে পূর্ণানন্দ উপবিষ্ট)

আহ্লরী। ওগো! একটু শোও গে। বসে থাক্‌লে কি হবে?

পূর্ণ। ভয়ানক ঝড় উঠেছে, যেম্নি বাতাস, তেম্নি বৃষ্টি। এ ঝড়ে ঘর খানা টেকে কিনা সন্দেহ। শুয়ে কি কর্ব্বো? বড়ই চিন্তা হ'চ্চে এ ঘর প'ড়ে গেলে এই কচি ছেলে নিয়ে কোথায় গে দাঁড়াব।

আহ্লরী। ভেবে আর কি হবে? বরাতে যা আছে, তাই হবে।

পূর্ণ। বল্‌চোতো, মন বোঝে কৈ?

আহ্লরী। হ্যাগা! ছেলেটার আজ কি হয়েছে? কেবল প্রস্রাব ক'রে, কাঁথা কাপড় যা ছিলো, সব ভিজিয়েছে। আমি যে কাপড় খানা পরে আছি, তাতে ত আর তিল মাত্তর ফাঁক নাই। বাক্সটা খুলে দেখত ন্যাকড়া আছে কি না। যদি না থাকে, আমার পোষাকী কাপড়খানা বের কোরে দাও।

পূর্ণ। (দিয়া স্বগতঃ) ধন্য মাতৃস্নেহ! আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কত যত্নে কত কষ্টে সন্তানটীকে মানুষ করে। এই ত দেখ্‌লুম যতবার ছেলেটা প্রস্রাব কচ্ছে, ততবার নিজের শুকন কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, নিজে ভিজে কাপড় প'রে র'য়েছে—আর শীতে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। হায়! হায়! আমার মাও তো আমার জন্য এম্নি কষ্ট করেছিলেন। আমি পাপী, তাই স্ত্রীর কথায় স্নেহময়ী মাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

এই দুই বৎসর অবধি মা গঙ্গার ও পারে একখানি কুটীর তয়েরী করিয়ে বাস কচ্ছেন, ভিক্ষে করে যে চাল পাচ্ছেন, তাই রেঁধে একবেলা একমুটো খাচ্ছেন, আর 'পূর্ণা পূর্ণা' বলে দিনরাত চোখের জলে ভেসে বেড়াচ্ছেন। ঐত মা কাঁদ্‌চেন! [প্রকাশ্যে] মা! মা! কেঁদোনা কেঁদোনা, আমি যাচ্ছি।

[বেগে প্রস্থান।

আদুরী। মিন্‌সে ক্ষেপে গেল নাকি? এই ভয়ানক ঝড় ঝাপ্‌টার মধ্যে কোথায় গেল? একে অমাবস্যার রাত, তাতে আবার কালকাল মেঘ—মেঘের ঘর্ঘর গর্জ্জন—ঝড় তুফান! কি হবে? কি হবে? মিন্‌সের আক্কেলটা কি? আমায় একাকী ফেলে গেল? দূর্ হোক্ ছাই। [দ্বাররুদ্ধ করণ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীরস্থ বন

(বেগে পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণ। মা! মা! মা! (সহসা থামিয়া)
দুর্গম দুর্ভেদ্য বন! নিবিড় তিমির।
না হেরি গন্তব্য পথ!
প্রভঞ্জন বহিছে প্রবল,
বেগবতী বৃষ্টিধারা সনে।
চমকে চপলা ঘন, দুষ্ট ফণী যথা

ক্ষণে ক্ষণে হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গণ।
বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! চমক আবার!
দেখাইয়া দেও পথ মোরে,
যা'ব আমি জননী সকাশে! (ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধৃত)
সহসা পশ্চাৎ হ'তে কে ধরিল মোরে?
দেব হও, দৈত্য হও, পালাও পালাও!
একি? বাঘ!

[যুদ্ধ, ব্যাঘ্রের চক্ষুরুৎপাটন ও তাহার পলায়ন।

ওইত ওইত পথ! (নদী তীরে উপস্থিত)
গর্জ্জিছে ভৈরব রবে গঙ্গা কল্লোলিনী
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি!
জাহ্নবি! জাহ্নবি! শান্ত হও,
যা'ব আমি মাতৃ দরশনে।
মা! মা! [ঝম্প]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(উমাতারার কুটির দ্বার)

(রক্তাক্ত কলেবরে পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণ। মা! মা! [ভূতলে পতন।

উমাতারা। (দরজা খুলিয়া আলো লইয়া) এমন সময় কে আমায় 'মা! মা!' ব'লে ডাকলে? ও কে পড়ে? আহা, এ যে

আমার পূর্ণা। আহা, সমস্ত শরীরে কেবল রক্ত! একি? এ কি হ'য়েছে? পূর্ণা! পূর্ণা!

পূর্ণ (ক্ষীণস্বরে) একটু জল—একটু জল।

উমা। এই তো বাবা আমার জল চাইচে। (জল আনিয়া দিয়া) বাবা! এই জল খাও।

পূর্ণ। (জল খাইয়া) আমি কোথায়? আমার বড় ভয় হ'চ্চে।

উমা। ভয় কি বাবা? তুমি আমার কোলে শু'য়ে।

পূর্ণ। স্নেহময়ী মা আমার! তোমার হতভাগ্য সন্তানের মাথায় একটু পদধূলি দেও। (পদধূলি গ্রহণ) মাগো! বল, আমায় ক্ষমা ক'রেছ?

উমা। তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল; এত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না।

পূর্ণ। বল, আমায় ক্ষমা করেছ?

উমা। হাঁ, তোমায় ক্ষমা করেছি বাবা!

পূর্ণ। মাগো! তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ভজনা, তুমি আমার কামনা; তুমি আমার জপ, তুমি আমার তপ; তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার উপাস্যদেবী; তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার সব। মাগো! তোমার পাদপদ্মে আমার কোটি কোটি প্রণাম। মা! তোমার পদধূলি দেও, আমি শরীরে বিলেপন করি। (তথাকরণ) শান্তি! শান্তি! শান্তি! হৃদয়ে দিব্য শান্তির খেলা! প্রাণে পবিত্র আনন্দের তরঙ্গ! জগতে আমার মত সুখী কে?

উমা। বাবা! ঘরে চল! (কুটীরে প্রবেশ)

প্রথম অঙ্ক।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ উদ্যান।

পদ্মাবতী আসীনা।

পদ্মা। পৃথিবী শ্মশান! বিকট শ্মশান!
প্রেতের আবাস ভূমি!
ধূঁ ধূঁ করি জ্বলে হুতাশন!
সংসার অশান্তিসার!
একদিন হায়!—ছিল একদিন
পতিপাশে বসি,
বাহুযুগে বেষ্টিয়া তাঁহায়,
মন সুখে সতৃষ্ণনয়নে
রহিতাম চেয়ে তার হাসি মুখপানে
কহিতাম কতই না মরমের কথা!
ফিরাতাম আঁখি যথা,
হেরিতাম সৌন্দর্য্য অপার।
কিন্তু হায়!
সেদিন ফুরিয়ে গেছে।
দীপ্তিময় দেখিতাম যাহা,
এবে হেরি তমোময় তাহা।
সব গেছে,
আছে প্রাণে বৈর-নির্য্যাতন-আশা।
সন্ সন্ সমীরণ মৃদু ব'য়ে যায়,

যোগবল।

ক'য়ে যায় শ্রবণে আমার—
"লও প্রতিশোধ।"
ঘন ঘটা গরজি গভীর
কহিতেছে তার স্বরে
"লও প্রতিশোধ।"
প্রতিধ্বনি কহে দূর হ'তে
"লও প্রতিশোধ।"
ভানুর কিরণে চাঁদের কিরণে
আঁধারে জ্বালিয়া আলো,
কে যেন দেখায় মোরে,
শক্তির চরণতলে দুর্দ্দম অসুর।
বিজলি ছটায়
হাসিয়া হাসিয়া কহিয়া যায়
"লও প্রতিশোধ।"
স্বামিন্! পালিব আদেশ তব।
আদেশ তোমার
জপমালা হইবে আমার।
বর্ব্বর দরাফ!
ফণীনীর শিরোমণি করিলি হরণ?
দংশিবে ভুজগী তোরে পাইলে সুযোগ।
রাক্ষসী হইয়া
করিব ধমনীলোহ পান।
স্বামিন্! শক্তি দেও, প্রতিজ্ঞা পালিব

প্রথম অঙ্ক।

(দরাফের প্রবেশ)

দরাফ। প্রিয়ে! আমায় একটী কামিজ তয়েরি ক'রে দিবে ব'লেছিলে, তা ত'য়েরি হ'য়েছে?

পদ্মা। হাঁ, হ'য়েছে, আসুন পরিয়ে দিই। (তথা করণ)

দরাফ। আঃ! বড় গরম বোধ হচ্চে! উঃ বড় ঘাম হ'চ্চে!

পদ্মা। পশমের জামা, গরম বোধ হ'বেই ত।

দরাফ। প্রিয়তমে!

দিন দিন দেহ তব হইতেছে ক্ষীণ
দিন দিন প্রভাহীন বদন সুষমা,
দিন দিন দীপ্তিহীন নয়ন-নলিন,
দিন দিন কান্তিহীন কান্তি মনোহর,
দিন দিন সুমলিন সুবিমল হাসি
কহ মোরে হৃদয়েশি! কারণ ইহার।
—উঃ! উঃ! গায় যেন আগুণ ছুটুছে।

পদ্মা। দরাফ!

প্রকাশ্যে সহাস্যে আজি বলি উচ্চৈঃস্বরে,
এ জীবন নাটকের তোর
শেষ-অঙ্ক অভিনীত হইতেছে এবে।
যবনিকা পড়িবে পলকে।
জিজ্ঞাসিস্ কোন্ মুখে
কি কারণে মলিন বদন মম?
রমণীর সুশোভন স্বামী,
তাঁরে তুই করিলি নিধন।

জিজ্ঞাসিস্ কোন্ মুখে
মলিন বদন কেন ?
পিতামাতা সহোদরে করেছিস্ নাশ.
জিজ্ঞাসিস্ কোন্ মুখে
কি কারণে মলিন বদন মম ?
রে বর্ব্বর ! কর্ দণ্ড ভোগ।

দরাক। বিষ। বিষ! বিষ!
শরীর দহিছে, পরাণ জ্বলিছে,—
পিশাচিনি। বিশ্বাসঘাতিনি!
বধিলি আমার প্রাণ ?
জগৎ! জগৎ!
আমার দৃষ্টান্ত হেরি
পড়িও না কুহকিনী কামিনীর মোহে।
উঃ! প্রাণ জ্বলে গেল, পু'ড়ে গেল; মলেম! ম'লেম! [প্রস্থান।

পদ্মা। এখন যা'ব না, এখন যা'ব না, কোথাও যা'ব না,—
শেষ দেখে যা'ব, শেষ দেখে যা'ব। [প্রস্থান।

(বেগে বাসুদেবের প্রবেশ)

বাসুদেব। কি হ'য়েছে ? কি হ'য়েছে ? এখানে কে চীৎকার ক'চ্ছে ? কৈ ? কৈউত নাই। কে কোথায় অমন কাতর ক্রন্দন ক'রেছিল ?

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। ঠাকুর মশায়! আপনি তুমি এখানে ? আমি তোমায় খুঁজে হয়রাণ হ'য়েছি।

বাসুদেব। কেন ?

বাঁদী। নবাব সাহেবের ভাজ্ আমায় আপনার কাছে

বাসুদেব। কেন ?

বাঁদী। নবাব সাহেবের গায় বিষ লেগেছে, সে যায় যায়, একটু অষুধ দেও ঠাকুর !

বাসুদেব। আমার সঙ্গে এস। [প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান।

(অশৌচ উত্তরীয়ধারী পূর্ণানন্দ ও অন্যান্য লোকগণ)

জনৈক লোক। সংসারে থাক্‌তে হ'লে এ দুঃখভোগ কর্ত্তেই হয়। কার বাপমা চিরদিন বেঁচে থাকে ? তুমি সবই বোঝ। তোমায় আর কি বুঝা'ব ? চল ঘরে চল।

পূর্ণানন্দ। সুখদুঃখভাগিনী জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে হারিয়েছি। স্নেহের নিধি পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়েছি। ভাইরে ! স্ত্রীশোক, পুত্রশোক, সব বিস্মৃত হ'য়েছি। মাতৃশোক ত ভুল্‌তে পার্‌বোনা। ভাই ! ঘরে গিয়েত মাকে আর দেখতে পা'ব না। আমি আর ঘরে যা'ব না, আমায় আর ঘরে যেতে ব'লো না। [রোদন।]

জনৈক লোক। এস, এস (হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

(দুইজন বৈষ্ণববেশী ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণ। হো, আর দৌড়িতে পারি না, একটু বসি। [তথাকরণ]

২য় ব্রাহ্মণ। আঃ আবার বসা কেন? এখনই দরাফ এদিকে খুঁজ্‌তে আস্‌বে।

১ম ব্রাহ্মণ। পাপাত্মা এত বেড়ে উঠেছে, যে তা আর বল্‌বার নয়। পতন হ'ল আর কি? অধিক বিলম্ব নাই।

২য় ব্রাহ্মণ। শালা যেন রাবণ! ম'রেও মরে না। সেদিন পদ্মাবতী জামায় বিষ লাগিয়ে দিয়েছিল; ঘর্ম্মের সহিত বিষ শরীরে ঢুকে শালাকে চৌদ্দভুবন দেখিয়েছিল। বেটার ভাগ্য ভাল, তাই রক্ষা পে'ল।

১ম ব্রাহ্মণ। বেসোই যত অনর্থের মূল। নেড়ের দুরবস্থার কথা শুনে একটা চাক্‌রাণীকে দিয়ে অষুদ পাঠিয়ে দিল, সেই অষুদেই আবার সেরে উঠেছে। তা না হ'লে ও আপদ সেইদিনই চুকে যেত।

(মুশলমানবেশধারী জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

২য় ব্রাহ্মণ। ওঠ, ওঠ, একশালা নেড়ে এদিকে ছুটে আস্‌চে।

(পলায়নোদ্যত)

৩য় ব্রাহ্মণ। পালিও না, পালিও না, দেখ আমায় চিন্‌তে পার কি না।

(বেশ ত্যাগ)

১ম ব্রাহ্মণ। তুমি মুশলমান বেশ ধল্লে কেন?

৩য় ব্রাহ্মণ। যখন দেখলুম সকলকেই জোর করে মুশলমান করা হ'চ্চে, তখন আমি মুশলমান বেশ ধরে দে ছুট।

এখন আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়, শীগ্‌গির চল।

[সকলের প্রস্থান।

(পূর্ণানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

পূর্ণ। এই ত শ্মশান,
নরলীলা-অবসানে
যেথা লভে নরদেহ চরম বিশ্রাম।
অনন্ত সাগরে জলবিম্ব সম,
হয়, রয়, লয় পায় জীব,
মিশে যায় অনন্ত সময়ে।
থাকে শুধু স্মৃতিটুকু জ্বালাইতে প্রাণ।
এইখানে হারায়েছি সহধর্ম্মিণীরে,
এইখানে হারায়েছি প্রাণাধিক সুতে,
এইখানে হারায়েছি মাতারে আমার।
মাগো! কোথা তুমি?
কেমনে ছিঁড়িয়া ফেলি মমতা বন্ধন
চ'লে গেলে ফেলে এ অধমে?
মাগো! দেখা দাও সন্তানে তোমার।

[দাসীগণ পরিবৃতা উমাতারার শূন্যে আবির্ভাব—শুভ্র জ্যোতিঃ]

বৎস! যে ভক্তিতে, যে শ্রদ্ধাতে, যে আসক্তিতে আমায় সেবা ক'রেছ, ততোধিক ভক্তি, ততোধিক শ্রদ্ধা, ততোধিক অনুরাগের সহিত জগজ্জননীতে আত্মসমর্পণ কর, আবার স্নেহময়ী জননীকে প্রাপ্ত হ'বে। আর কখনো মা-হারা হ'তে হ'বে না। বৎস!

যোগবল। মাতৃভক্ত বাসুদেব ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, সকল কামনা

[তিরোধান।

পূর্ণ। মা! তোমার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন কর্ব্ব। ঠাকুর! চরণে আশ্রয় দেও।

[সবেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীগঙ্গার তীরস্থ কালীঘাটের সমীপবর্ত্তী বনের প্রান্তদেশ।

কাল—সন্ধ্যা।

পুষ্পপাত্র হস্তে বাসুদেবের প্রবেশ।

বাসুদেব। এ কি! কোথা মম গুরুর আশ্রম!
এইমাত্র দ্রব্যচয় রাখিয়া যতনে
গিয়াছিনু কুসুমচয়নে;
ইতিমধ্যে বিলোপিত গুরুর আশ্রম!
দুর্ব্বিনীতা ভাগীরথি!
আনন্দে তরঙ্গমালা করি উত্তোলন
ভাঙ্গ তুমি অঙ্গ মৃত্তিকার?
ভাঙ্গি কূল কেলি ছলে
নিমজ্জিলে গুরুর আশ্রম?
সপত্নীর সাধক বলিয়া
পদে পদে করিছ বৈরিতা?
যতীশ্বর-শিরে থাকি, শেখ নাই তুমি
সুবিনীত ব্যবহার?
শেখ নাই তুমি
কেমনে রক্ষিতে হয় যোগের গৌরব?
রে জাহ্নবি! কর্ দণ্ডভোগ। [কমণ্ডলুতে রক্ষা]

যোগবল।

(সচ্চিদানন্দের প্রবেশ)

সচ্চিদানন্দ। কি আশ্চর্য্য ! আচম্বিতে শুখা'ল জাহ্নবী !
ও কি বৎস বাসুদেব !
কিসের শবদ তব কমণ্ডলু-মাঝে।

বাসুদেব। দুর্ব্বিনীতা ভাগীরথী গর্ব্বদৃপ্ত হ'য়ে
প্রচণ্ড তরঙ্গে তব ভাঙ্গিল আশ্রম।
সমুচিত দণ্ড দিতে তারে
রাখিয়াছি কমণ্ডলু মাঝে।

সচ্চিদানন্দ। জগতের পাপহরা জগতপাবনী
হরমৌলিনিবাসিনী মকরবাহিনী
ত্রৈলোক্যতারিণী গঙ্গা ত্রিতাপহারিণী ;
তারে তুমি রেখেছ পুরিয়া
কমণ্ডলু মাঝে তব ?
ওই দেখ'
অগণন বারিচরগণ
জলাভাবে করে ছট্‌ফট্।
ছেড়ে দাও ত্বরা বৎস ! মাতা জাহ্নবীরে।

াসুদেব। প্রভুর যে আজ্ঞা। (তথাকরণ)

(মকর পৃষ্ঠে গঙ্গা)

ঙ্গা। আরে আরে মদোন্মত্ত দ্বিজ দুরাচার !
করিলি লাঞ্ছিত মোরে ?
অভিশাপ দিব আজি তোরে,—
এ জনমে নাহি হবে সিদ্ধিলাভ তোর। (তিরোধান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বাসুদেব। গুরুদেব!
কি উপায় হইবে আমার?
ক্রোধোদ্দীপ্তা ভাগীরথী শাপিলা আমায়,
এ জনমে নাহি হবে সিদ্ধিলাভ মম।
কহ প্রভো, কহ এ দাসেরে,
কেমনে বাঞ্ছিত ফল করিব অর্জ্জন?

সচ্চিদানন্দ। বৎস, বৃথা চিন্তা কর পরিহার।
মাতৃভক্ত যেই জন
আশা তার নিশ্চয় পূরিবে।
জাহ্নবি! জাহ্নবি!
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ গেছে কি নিভিয়া?
তাই এত তুচ্ছ করি শাপিলি ভকতে?
জানিস্ নিশ্চয়,
সমুচিত দণ্ড দিব তোরে।
এ অভিসম্পাত গঙ্গে! করি আজি তোরে,
তোর বক্ষে লৌহসেতু হইবে নির্ম্মিত।
রহিবি সতত তুই দৃঢ় শৃঙ্খলিত।
ভবিষ্য জীবনে,
পরপদসেবা করি কাটাবি জীবন।
মলমূত্র তোর মাঝে ফেলিবে সকলে।
বৎস বাসুদেব!
শবোপরি করি আরোহণ,
আঁধারে নিভৃতে বসি'

পারিবে করিতে তুমি শক্তি-উপাসনা ?

বাসুদেব। তব দয়া-তরী আরোহণে
দুস্তর সাধনা-সিন্ধু তরিব হেলায়।

সচ্চিদানন্দ। যে কর্ম্মেতে নিয়োজিতে বাসনা আমার
সে অতি কঠোর ব্রত।
দিতে হ'বে বিসর্জ্জন স্নেহ দয়ামায়া ;
বিদূরিতে হ'বে ক্রোধ ভয়,
আনিতে হইবে বুকে অসীম সাহস
মানসিক দুর্ব্বলতা করি পরিহার।
পারিবে ?

বাসুদেব। পারিব।

সচ্চিদানন্দ। গহন কাননে আছে প্রকাণ্ড শ্মশান,
নিশাকালে এক শব আনিবে একাকী।

বাসুদেব। যে আজ্ঞে। [প্রণামান্তে প্রস্থান]

সচ্চিদানন্দ। অলক্ষিতে কাছে রব আমি। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান পথ।

বাসুদেব।

বাসুদেব। কি ঘোর গভীর নিশা!
গাঢ় তমে সমাচ্ছন্ন বসুধার মুখ

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কালদূতাকৃতি মেঘ উড়িছে অম্বরে,
ভীমশব্দে প্রকম্পিত মহী-সিন্ধুব্যোম।
ঝলসিছে ক্ষণপ্রভা,
প্রদর্শিয়া ভ্রান্ত পান্থে পথ।
চমক চমক পুনঃ চমক বিজলি!
শ্মশানের পথ লই খুঁজি। [অগ্রসর।
[বৃক্ষোপরি নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব।]

নারী। কোথায় যাও? কোথায় যাও? সচ্চিদানন্দ ঠাকুরকে তুমি চেন না? সে তোমায় বধ কর্ব্বে। ফিরে যাও, ফিরে যাও।

বাসুদেব। কে কোথায় কহিছে এ কথা?
অশরীরী ভাষা বলি হয় অনুমান।
সত্য কিহে গুরুদেব বধিবেন মোরে?
এ সংসারে স্বার্থপর মানব মণ্ডলী,
কার কিবা অভিসন্ধি বুঝিব কেমনে?
ফিরে যাই, কাজ নাই শব আনয়নে।
ফিরে যাব? কিছুতেই নয়।
এত সন্দিহান আমি শ্রীগুরুর প্রতি?
যায় যাক্ প্রাণ,
অবশ্য গুরুর আজ্ঞা করিব পালন।
গুরু! তোমার ইচ্ছা। [অগ্রসর।
অগণন ভৃঙ্গরোল অসংখ্য বরটা
অসংখ্য মধুপব্রজ আসিছে ধাইয়া

করিতে দংশন মোরে ;
ভূতলে বৃশ্চিককুল আসিছে দংশিতে।
গুরু! গুরু! বল দেও প্রাণে!
প্রাণপণে আজ্ঞা তব করিব পালন।
গুরু! তোমার ইচ্ছা। [অগ্রসর।

বৃক্ষান্তরাল হইতে। ওদিকে যাস্‌নে যাস্‌নে, প্রাণে বেঁচে ফির্‌তে পার্ব্বিনে।

বাসুদেব। কে নিষেধে বারবার অদেহি বচনে।
যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও,
গুরুবাক্য লঙ্ঘিব না আমি।
গুরু! তোমার ইচ্ছা। [অগ্রসর]
এ কি!
দোলে অসি লক্ষ লক্ষ শির'পরে মম,
ঘোরে ঘোরাকৃতি চক্র বক্র পথে সদা,
ভূমিতলে ভূরি ভূরি ভীম ভূজঙ্গম।
গুরু! গুরু!
সাধিতে আদেশ তব যায় যদি প্রাণ,
খেদ নাহি অনুমাত্র তাহে।
কিন্তু দেব! দেও হেন বর,
জীবন থাকিতে যেন
না হই কুণ্ঠিত
পালিতে অনুজ্ঞা তব।
তব কৃপাবলে,
বজ্রধর-বজ্র লব পাতি বক্ষস্থল।

গুরু! তোমার ইচ্ছা, [অগ্রসর]
একিরে ভীষণ সিন্ধু সম্মুখে আমার!
নীরধির স্থির নীর হইল অস্থির
উন্মত্ত তরঙ্গব্রজে!
বিকম্পিত বনভূমি ভৈরব গর্জ্জনে।
কোটি কোটি আশীবিষ করিছে গর্জ্জন,
কোটি কোটি জলচর করিছে নর্ত্তন,
বিকট কমঠ কুল শরট করট,
বিকট কুম্ভীর কুল, তিমি ভীমকায়,
বদন ব্যাদন করি
রোষ-কষায়িত-নেত্রে চাহে মোর পানে।
ইষ্টদেব! বাসনা কি হবে না সফল?
বলে দেও উপায় আমায়
কেমনে এ কল্লোলিনী করি অতিক্রম।

[নেপথ্যে] চলে যাও নির্ভীক হৃদয়ে।

বাসুদেব। কে কহিছে
"চলে যাও নির্ভীক হৃদয়ে!"
তাইত, তাইত
গুরু যার চির অনুকূল,
প্রতিকূল কে হইবে তার?
এই তুচ্ছ তরঙ্গিণী কি করিবে মম?
গুরু! তোমার ইচ্ছা—[নদী অপসৃত ও অগ্রসর]
ওই ত শ্মশান হেরি সম্মুখে আমার;

দাউ দাউ জ্বলিছে জ্বলন,
চতুর্দ্দিক আলোকিত বহ্নি অংশুজালে।
আবার নিভিল ;
আঁধারে না হেরি পথ ;
জ্বলিল ধুমায়মান অগ্নিরাশি পুনঃ।
পুঞ্জীকৃত ধূম্ররাজি ছাইল কানন।
ওঃ জ্বলিছে নয়ন যুগ !
দৃষ্টিরোধ হয়েছে আমার ! (চক্ষু মার্জ্জন)
ওই ওই অগ্নি পুনঃ উঠিল হাসিয়া,
ওই ওই শবদেহ ভূতলে শয়ান,—
যাই যাই।

[দ্রুত গমন, শবদেহ ধারণ ও অট্ট অট্ট হাসি শুনিয়া ত্যাগ]

[চতুর্দ্দিক চাহিয়া] বিকট হাসির রোল !
কে হাসে এমন হাসি ?
আঃ ! শ্রবণ বধির হলো।
কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন,
ক্ষিপ্র পদে লয়ে যাই শব।
(ভূতলে বসিয়া শব দুলিতেছে দেখিয়া)
একি ! একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
ধরাসনে বসি শব দোলে এই ভাবে।
ওকি ! যত শব ছিল ক্ষিতিপরে,
সজীব হইয়া এবে,
করিছে তাণ্ডব নৃত্য অট্ট অট্ট হাসে !

থরহরি কাঁপে কলেবর ;
থরহরি কাঁপিছে চরণ,
থরহরি কাঁপিছে হৃদয়,
হৃদি যন্ত্র হয়েছে শিথিল,
বহমান রক্তধার বহনে বিরত।
মনে হয়,
পৃথিবী সরিয়া যায় পদতল হ'তে।
ওঃ! দাঁড়াতে পারি না আর।
মরি! মরি! হেন দৃশ্য হেরিতে না পারি,
বাবা! বাবা গো! [ভূতলে বসিয়া পড়ন]
(পুনরুত্থানপূর্ব্বক) কি! প্রাণভয়ে এতই কাতর আমি?
পঙ্কজ পল্লবস্থিত অম্বুবিম্ব সম
অস্থির জীবের প্রাণ,
তবে কেন গুরু আজ্ঞা করিব লঙ্ঘন?
যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত রবে দেহে,
ততক্ষণ গুরু আজ্ঞা করিব পালন।
গুরু! তোমার ইচ্ছা।
(শবধারণ, মল্লযুদ্ধ ও অন্যশব কর্ত্তৃক আক্রান্ত)
(সচ্চিদানন্দের প্রবেশ ও শবগুলির ভূতলে পতন)

সচ্চিদানন্দ। বৎস! বৎস। কার সনে যুঝিছ এভাবে?

বাসুদেব। তাইত, তাইত; আমি কার সঙ্গে যুদ্ধ কচ্চি!

সচ্চিদানন্দ। বৎস! তোমার সিদ্ধি লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। এই শব নিয়ে চল। [শব লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পূর্ব্বস্থলী বাজার—প্রেমদার বাড়ী।

[প্রেমদা ও নরেশ আসীন]

প্রেমদা। আমার জন্য হার এনেছ ?

নরেশ। বাবা! তুমি যে হার হার করে হাড়ভা জ্বালালে। বলি হার নিয়ে তুমি স্বর্গে যাবে? প্রেম দিচ্চো বলেই তোমার নাম কি প্রেমদা নয়? তুমি প্রেম বিলোচ্ছো, আমি বামুন, তোমার দান নিচ্ছি, এই ত জানি; তোমার মন যোগান ছুটো কথা কইতে হবে, তোমায় গয়না পত্তর দিতে হবে, টাকা পয়সা দিতে হবে, এ জান্‌লে কি তোমার দান নিতুম? বাবা! তোমার প্রেমদা নামটা ছেড়ে দাও, রক্তশোষণী বা আর কিছু শোষণী বলে নামকরণ কর। আমি হলপ পড়ে বল্‌তে পারি, তোমার নামটা প্রেমদা হতেই পারে না।

প্রেমদা। টাকা পয়সা যদি না দিতে পারিস্, আসিস্ কেন?

নরেশ। টাকা পয়সা চাও তোমার আক্কেলটা কি? দিনের বেলায় কপালে দীর্ঘ ফোটা কেটে করঙ্গ হাতে নিয়ে বের হচ্ছিলে, আর "জয় রাধে গোবিন্দ" বলে ভিক্ষে চাচ্ছিলে; দেখে আমার মনে হলো, তুমি কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। ভাবলুম্ আমি যদি তোমার কৃষ্ণ হই, তা'হলে তোমার কোন মনের কষ্ট থাক্‌বে না। এই প্রেমদা বৈষ্ণবীর বাড়ীর মধ্যে রাসলীলা হয়ে যাবে।

বাবা! এখন তুমি টাকা পয়সা চাও? রাধা কৃষ্ণের প্রেমে ত টাকা কড়ির সম্বন্ধ নাই।

প্রেমদা। পোড়ারমুখো কি আগডুম বাগডুম বক্‌চে দেখ দিকিনি। ওরে আবাগীর ব্যাটা! আমি জিজ্ঞেস কচ্চি টাকা কড়ি দিতে পারিস না ত আসিস কেন?

নরেশ। আসি যে কেন তা ত বল্‌তে পারি না। প্রতিদিন শেষ বেলায় ভাংটা, সিদ্ধিটা, গাঁজাটা মদটা, এটা ওটা সেটা এই পাঁচ রকমের জিনিষগুলোর সদ্গতি করে মহাদেবের মত চোক বুজে ঝিমুতে আরম্ভ করি; আর ভাবি আমি যেন কৃষ্ণ হয়ে মথুরায় ব'সে আছি, আর রাধা যেন গোকুলে 'হা কৃষ্ণ!' 'হা কৃষ্ণ'! বলে কাঁদ্‌চে। আমার অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি যেন রাধা রাধা বলে কোলে নিয়ে চুম খাই। তারপর চোখ মেলে দেখি, আমি তোমার ঘরে। বাবা! আমার কোন দোষ নাই। পোড়া পা দুটো বেশ ভেল্কি বাজী জানে; কখন আমায় টেনে নিয়ে আসে, টের পাবার যো নেই। আরে জানালায় কে? [দৌড়িয়া ধরিয়া আনিয়া] শালা! চোরের উপর বাট্‌পাড়ি? বল্ শালা, তুই জান্‌লায় উঁকি ঝুকি মারছিলি কেন?

রাধারমণ। হুজুর! আমি বড় গরীব, পয়সা কড়ি নাই, আপনি বড়লোক, যদি আপনার পাতে এঁটো কাঁটা পড়ে থাকে, খেয়ে বাঁচা যাবে, এই মনে করে আসা, আর এই মনে করে উঁকি ঝুকি মারা।

নরেশ। শালা! আমি কি বেশ্যা বাড়ীতে খাই?

প্রেমদা। তবে রে বিটলে! আমার বাড়ীতে খাস্‌নে?

নরেশ। আহা হা! তুমি এসব কথায় কাণ দাও কেন? কাণের মধ্যে কিঞ্চিৎ তুলো গুঁজে রাখ। তোমার এখানে খাই না, এ কথা কি বল্‌তে পারি? চড়টা চাপড়টা, কাণ-মলাটা, নাকমলাটা এত প্রতিদিনই খেয়ে থাকি; মাঝে মাঝে জুতোটা, ঝ্যাঁটাটা, লাথিটা এও কম খাইনি। তা ছাড়া তোমার গণ্ডরূপ সুধাভাণ্ডারে চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সব রকম খাবারই মিল্‌ছে। তা যাগ্‌গে মরুক্‌গে; তুমি এসব কথায় থেকো না। (রাধারমণের প্রতি) শালা! পাজি! শাগ্‌গির বল্ তুই এলি কেন?

রাধারমণ। ঐত বল্লুম্, আপনি চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানারকম খাবার খাচ্ছেন; বড়লোক, স্বল্পাহারী, পাতে কিছু পড়ে থাকাই সম্ভব, এই আশায়ই আসা!

নরেশ। শালা তোর এত সাহস? আমি যেখানে আনা গোণা করি, তুইও সেখানে আসিস্? জানিসনে আমি নবাব দরাফখাঁর শালা?

রাধারমণ। যাট যাট্! আপনি সুধু শালা হ'তে গেলেন কেন? আপনি তার শালার বেটা শালা।

নরেশ। শালা! আর কখনও এদিক মাড়াবি?

রাধারমণ। কখন না, কখন না। এই নাকে খত দিলুম, এখন মেহেরবানী করুন—আমি সটান বাড়ীমুখো হই।

নরেশ। যা যা এদিকে আর আসিস্ নে। [রাধারমণের প্রস্থান]

প্রেমদা। দেখ্‌লি পোড়ারমুখো! আমার কাছে কত লোক আসে? আর আস্‌বেই না বা কেন? আমার যে রূপ, তা দেখে কে না এসে থাকৃতে পারে?

নরেশ। চুপ্‌ করলো উঠোন ঠনঠনি;
দেখেছি তোর ডাল ফুটোনি।
রূপের আর বড়াই করে কাজ নেই বাবা! যে রূপ, আঁধারে দেখ্‌লে ত কাল ভৈরবের নানী বলেই মনে হয়।

প্রেমদা। হারামজাদা! আমায় ঠাট্টা! [সম্মার্জ্জনী প্রহার]

নরেশ। আ আরাম! পদ্ম হস্তের কি প্রহার। বাবা ঝাঁটা রূপিনী! তোমায় নমস্কার, আমি চল্লুম। [কিয়দ্দূর গমন ও পুনরাগমন]

প্রেমদা। কি রে পোড়ারমুখো! আবার এলি যে?

নরেশ। শালা দরাফ খাঁ আসচে। শালারে তোফা তোফা মাল জুটিয়ে দিচ্ছি, তাতে শালার মান উঠলো না, আমার এই মালটুকুর দিকে দৃষ্টি! মরুক্‌! মরুক্‌! প্রেমদা! প্রেমদা! বেটা তোমার এখানেই আস্‌ছে। আমি এখন কোথায় লুকা'ব বল ত!

প্রেমদা। ঐ কোণে চিটেগুড় আর তুলো আছে, চিটে গুড় গায়ে মেখে তুলো লাগিয়ে চুপ্‌ কোরে বসে থাক্‌গে, যা। [নরেশের তথাকরণ]

[দরাফের প্রবেশ]

দরাফ। প্রেমদা! যা বলেছিলুম, তার কি হ'লো?

প্রেমদা। দেখুন হুজুর! বাসুদেব ঠাকুর কাঁচাখেকো দেবতা। ওর সঙ্গে কি আমি পেরে উঠবো?

দরাফ। ওর শিষ্য হ'য়ে ওর কাছে থাকবে, আর সুযোগমত জলে বিষ মিশিয়ে খেতে দেবে। তারপর আর কি? বোঝো, কাজটা করে দিতে পাল্লে তোমার লভ্য কম নয়, রাতারাতি বড়লোক হ'বে।

প্রেমদা। ঠাকুর এখন কোথায় আছে?

দরাফ। কেন? সে কি বাড়ীতে নাই?

প্রেমদা। না কয়েক দিন হ'লো, কোথায় চলে গেছে।

দরাফ। আচ্ছা, আমি খোঁজ করে তোমায় খবর দেবো। এখন আসি। [দরাফের প্রস্থান]

নরেশ। ওঃ! তোমাদের এই ফু'স ফু'সি চল্‌চে? তা আমায় বল নাই কেন?

প্রেমদা। চল্ আমার সঙ্গে বাসুদেবের কাছে যাবি।

নরেশ। আঃ দুর্ভোগ! আঃ দুর্ভোগ।

(গায়ের দিকে চাহিতে ২ হাসিতে ২ প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(নিবিড় কানন)

[শবারোহণে বাসুদেব—দক্ষিণ পার্শ্বে সুরাপাত্র—দূরে সচ্চিদানন্দ]

সচ্চিদানন্দ। বৎস! এইখানে ব'সে একমনে মায়ের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান কর।

বাসুদেব। গুরু! তোমার ইচ্ছা। [চক্ষু মুদিয়া ধ্যান।

(গর্জ্জন করিতে করিতে সিংহাদির আবির্ভাব)

সচ্চিদানন্দ। ওদিকে মনোযোগ দিও না, সিদ্ধি মন্ত্র জপ কর।

(সিংহাদির তিরোভাব।

(নৃত্যগীত করিতে করিতে পিশাচগণের আবির্ভাব)

গীত

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হী হী হী হাঁ হাঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ
দাঁপে দাঁপে লাঁফে লাঁফে যাঁ যাঁ যাঁ যাঁ যাঁ খাঁ খাঁ খাঁ খাঁ খাঁ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ।

ধিঁয়া ধিঁয়া নাচ্ কিঁয়া চঁ চঁ চঁ চঁ চঁ ধঁ ধঁ ধঁ ধঁ ধঁ বঁ বঁ বঁ বঁ বঁ হোঁ হোঁ হোঁ
হোঁ হোঁ।

সচ্চিদানন্দ। ভয় নাই, ভয় নাই, অনন্যমনে মায়ের পাদপদ্ম চিন্তা কর।

(পিশাচগণের প্রস্থান।

(মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়—বিদ্যুৎ দ্রষ্টব্য)

সচ্চিদানন্দ। সপাসপ্ সপাসপ্ বাতাস বহিছে,
ধপাধপ্ ধপা ধপ্ পাদপ ভাঙ্গিছে॥
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ বরিষা পড়িছে।
কটা কট্ কটা কট্ করকা পড়িছে,
কড়্ মড়্ কড়্ মড়্ জীমূত নাদিছে,
চক্ মক্ চক্ মক্ বিদ্যুৎ ঝলিছে॥
বৎস! নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলপদ চিন্তা কর।
ও সকল মায়াদৃশ্য মাত্র।

(ঝড়বৃষ্টির তিরোভাব)

(সহসা অগ্নি জ্বলন)

সচ্চিদানন্দ। বিশ্বগ্রাসী বহ্নিরাশি জ্বলিয়া উঠিল,

সমস্ত কান্তার যেন দহিয়া চলিল।

ভয় নাই, ভয় নাই,

অভয়ার অভয় চরণ ধ্যান কর। (অগ্নি নির্ব্বাপন)

(সহসা বিকট রাক্ষসের আবির্ভাব, তাহার মুখ হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হইতেছে)

সচ্চিদানন্দ। অন্যদিকে মনোযোগ দিও না, একমনে মাকে ডাক।

ও সব বিভীষিকা মাত্র। (রাক্ষসের প্রস্থান)

(চতুর্দ্দিকে অট্ট অট্ট হাসি ও করতালি)

হেসো না, হেসো না ; একাগ্রমনে ভবানীর পাদপদ্ম ভাবনা কর।

(রক্তপরিচ্ছদ পরিহিত লম্বোদর পুরুষের প্রবেশ, তার শিরে উষ্ণীষ ও পায় গুটিকা বাঁধা)

গীত

পেটটী ভরা বুদ্ধি আমার করে ফগর ফগর

আমি বড় রসের নাগর, আমি চালতে বনের বাঁদর

(ও—ও—ওর)

সচ্চিদানন্দ। বৎস! সাবধান! সাবধান! হেসো না।

লম্বোদর। হা হা হা হা হা, হী হী হী হী হী, হো হো হো হো হো,

(উচ্চ হাস্য) বেটা করে কিরে করে কি? হা হা হা

হা হা, হু হু হু হু হু হু—উ—উ। (হাস্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

গীত

হেতায় গেলাম, হোতায় গেলাম, কাঠাল খেলাম না,
এক শ পুতের বাবা হয়ে বিয়ে কল্লাম না, (হায় হায়)
একি কম দুঃখ ? তার পর—
যদিষ্যাতো বিয়ে কল্লাম মোটা পেটের জোরে,
পাকা দাড়ী দেখে ছুড়ী বাবা বলে মোরে ॥ (হায় হায়)
আরো কষ্ট————
শালা ম'ল, শালী ম'ল দুখে মরে যাই,
আমারে যে বাবা ডাক্‌বে এমন কেহ নাই (হায় হায়)।
তবে অন্য শালা শালী যারা আছে——
কেহ ডাকে পিশে ম'শায়, কেহ ডাকে জেঠা,
আহ্লাদ-সাগরে ভাসে (এই) ভোম্বোলদাসের বেটা।
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ।

[গোফে তাও দিতে দিতে] একটু বসা যাক্ (ভঙ্গিপূর্ব্বক উপবেশন) ওরে ! কে আছিস্‌রে ? একটা আকৃষি নিয়ে আয় তো, পেট্‌টা বড় চুলকোচ্চে, (চুলকানের চেষ্টা) পোড়া মাছিগুলো, বড় জ্বালাতন কচ্ছে, দূর্ দূর্ ! (মাছিমারা) আরে যা (তাড়ান)। আরে মলো, আবার আস্‌চে, আঃ কি বিরক্ত ! দেখ দেখ, কাণটার মধ্যে ঢুকে পড়লো ; দেখ দেখ, নাকটার মধ্যে ঢুকে পড়লো ; আঃ নাকাল করে ছাড়লো। তবেরে শালা (যুদ্ধ অভিনয়) ও মা ! (পতন)

(যুগলে যুগলে পুরুষ স্ত্রীগণের নৃত্য গীত করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

ফুল্ল কুসুমকাননে——
প্রেমে ঢল ঢল, ফুল্ল ফুলদল
হেলে দুলে সুখসমীরণ পরশনে।
পিপাসিত মধুব্রত রত মধুপানে
চুমিছে সোহাগভরে কুসুমবয়ানে,
নবীন জীবন, নবীন যৌবন নবীন পিয়াসা প্রাণে ;
নব অনুরাগে মাতি হৃদয়রাগে
চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি নিশিদিনে॥ [প্রস্থান।

সচ্চিদানন্দ। বৎস! কোনদিকে দৃকপাত কোরো না ; প্রেমোদ্রেকের চেষ্টা হোচ্চে। খুব সাবধান! খুব সাবধান! কামাতুর হয়ো না।

লম্বোদর। (উঠিয়া) আ! পোড়া পা দু'টো আমায় জ্বালাতন করলে। আরে থাম্ থাম্! না কিছুতেই থাম্‌বে না। বেটা বেটীদের গায়ন, নাচন, কোঁদন, ঠেলন দেখে শুনে পা দুটো একেবারে প্রেমে বিভোর হয়ে গেছে, আর থাম্‌তে চায় কি? নাচ্ নাচ্।

(পূর্ব্বোক্ত গানের একটী পদ ধরিয়া নৃত্যগীত)

পিপাসিত মধুব্রত রত মধুপানে,
চুমিছে সোহাগভরে কুসুমবয়ানে,
নবীন জীবন, নবীন যৌবন, নবীন পিয়াসা প্রাণে।
নব অনুরাগে, পেলে বাগে, খা'বে বা'ঘে,——
আহাহা! সব মাটি হ'ল! সব ভু'লে গেলুম!

আঃ—হা হা, ঠিক্ মনে হ'য়েছে!
"চোখে চোকে মুখে মুখে থাকে নিশিদিনে।"

(লম্বোদরীর প্রবেশ)

লম্বোদরী। (নর্ত্তন পূর্ব্বক) বেশ! বেশ! বেশ!
নাচ বেশ, গাও বেশ, ষাড়ের মত স্বর!
রান্নাঘরে শুনে মোর প্রাণ করে ধড়ফড়।

লম্বোদর। আরে কে'ও? দিদিমণি? এস দিদি! প্রেমসাগরে প্রেমের ঢেউ তুলেছি। শোন, শোন ভালবাসার দু'টো আকর শোন।

(গীত)

শোনোলো বাঁদরমুখী তুমি আমার প্রাণ;
তোমার তরে নিরন্তরে মন করে আন্চান।
তোমাতে আমাতে ভালবাসা কেমন?
আদায় কাঁচকলায়; সাপে আর নেউলে।
ডাবে আর গাবে দিদি! চাউলে আর তেতুলে।
আহাহা তোমার কি রূপ!
চোখ দু'টো ডোবা যেমন, বর্ষাকালে ব্যাঙের ভবন,
তোমার রূপে মুচ্ছা যায়—মুচ্ছা যায়——
আহা হা। সব ভুলে গেছি। মিলাতে পাল্লুম না।
আঃ (চিন্তা)

লম্বোদরী। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে। শোন্ দাদামণি!

(গীত)

দাদা আমার ছুড়াতের কুম্মীর,
যেমন টাকপড়া মাণিকপীর !
দাদার মুখটী কি সুন্দর ! যেমন সুন্দর বনের বান্দর,
পেটটী যেমন ঢোলের মতন পাঁচিশে বন্দের ঘর,
ছুটি নয়ন হাসের মতন, ঠিক যেন মামা কালনেমীর ॥

(উভয়ের নৃত্য)

সচ্চিদানন্দ। সাবধান বৎস ! সাবধান। সমাহিতচিত্তে মায়ের পদচিন্তা কর।

লম্বোদর।
লম্বোদরী। } ছুউয়ো ! ছুউয়ো ! [প্রস্থান]

(ধূমপান করিতে করিতে কাশিতে কাশিতে সিলেটের লোকের বেশে জনৈক লোকের প্রবেশ)

লোক। (তোতলা ভাবে) ইতানি কিতা কর্ব্বাব লাকৃছোরে বা ! ও কুটুম্ ! ইতানি কিতা কর্ব্বার লাকৃছোরে বা ! দূর পুঙ্গীর পুত ! (প্রস্থান)

(এক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। গুখেকোর বেটা ! তোর বাবার গালে হাগি, শাঁগ্‌গির উঠে যা কুকুরের বাচ্চা !

সচ্চিদানন্দ। (বাসুদেবকে উঠিতে দেখিয়া) কি কর ? কি কর ? বৎস ! উঠ না, উঠ না, ক্রোধ সম্বরণ কর, নিবিষ্টচিত্তে মাকে ডাক। ও সব কিছু নয়।

বৃদ্ধা। মুঁয়ে আগুন। মুঁয়ে আগুণ। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রাতঃসূর্য্য উদীয়মান, পক্ষিগণ কূজন করিতেছে, স্ত্রীলোকগণ কলসী কক্ষে যাইতেছে)

জনৈক স্ত্রীলোক। ওলো! দেখ্ দেখ্ মিন্সে কি কচ্চে। ও মিন্সে! ও কচ্ছিস্ কি? ওঠ্ না, পথ ছেড়ে দে, আমরা জল আন্‌তে যাই।

সচ্চিদানন্দ। (উঠিতে দেখিয়া) উঠ না, রাত পোহায়নি; ও সব মায়ার খেলা। (সকলের প্রস্থান)

(শূন্যে গঙ্গা ও তন্দ্রার আবির্ভাব, জ্যোতিতে সর্ব্বদেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ)

গঙ্গা। তন্দ্রাদেবি!
করে ধরি করি এ মিনতি,
কর ভগ্নি! উপকার মম।
সচ্চিদানন্দের চোখে বস মুহূর্ত্তেক,
তপশ্চ্যুত কর বাসুদেবে।

তন্দ্রা। অবশ্য রক্ষিব আমি তব অনুরোধ (উভয়ের তিরোধান)

(শূন্যে রক্তমণ্ডলে সিংহবাহিনী দশভূজা, পশ্চাতে বৃষবাহন শিব)

দুর্গা। সপত্নী জাহ্নবী,
যোগভ্রষ্ট করিতে ভকতে মম,
কূটজাল করেছ বিস্তার;
চূর্ণ চূর্ণ করি দর্প তোর
ভক্তবাঞ্ছা করিব পূরণ।

শিব। ক্ষেমঙ্করি! ধরি তব করে,
ক্ষমা কর, রাখ মান জাহ্নবীর তুমি।
এস ফিরে এস। (উভয়ের তিরোধান)

(সূর্য্যের মত মুখ খর্ব্বহস্ত-লম্বোদর-লম্বপদ-অসি হস্ত-জ্যোতির্বিশিষ্ট প্রাণীর শূন্য হইতে আবির্ভাব)

(দৈববাণী)

সচ্চিদানন্দের শিরচ্ছেদ কর ; (শিরচ্ছেদ অভিনয় ও ঐ মূর্ত্তির তিরোভাব ;

বাসুদেব। (শব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া) গুরুদেব ! গুরুদেব !

[বেগে ধাবন]

শব। তবে রে অস্থিরমতি ! আর যাবি কোথায়। (পশ্চাদ্দিক হইতে ধরিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও গলা টিপিয়া ধরণ)

বাসুদেব। (মস্তক দোলান)

সচ্চিদানন্দ। হায় ! হায় ! সব পণ্ড হল। এত পরিশ্রম, এত কষ্ট, এত যত্ন, এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হ'ল। প্রবল বালুকার বাঁধ একটু খরতর স্রোতবেগে ভগ্ন হ'য়ে কোথায় ভেসে গেল ' যাবেই ত ! কোথায় মহাশক্তিময়ী গঙ্গার সংহারিণী অনন্ত শক্তি ! কোথায় ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম অসার শক্তি ! আমি অতি মূঢ়, তাই অতি সামান্য শক্তিতে জগৎশক্তির শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'য়েছিলেম। মা ! অধম সন্তানকে ক্ষমা কর। (নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) শবটা বাসুদেবের পৃষ্ঠোপরি নয় কি ? (ভূতলে নিক্ষেপ) রজনী প্রভাতা ; পূর্ব্বাকাশে উষাদেবী মৃদুপদসঞ্চালনে উদীয়মানা ; বিহঙ্গকূলের কূজনে বনভূমি মুখরিত ; যাই, বাসুদেবকে পূর্ণানন্দের গৃহে রেখে বিন্ধ্যাচলে প্রস্থান করি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(জমিদারবাটী—বাপীতীর)

দরাফ পরিভ্রমণ করিতেছে।

দরাফ। অস্তাচলে যেও না তপন!
কৃতাঞ্জলিপুটে মম এই নিবেদন।
তুমি দেব! চলে গেলে,
অন্ধকার অধিকার করে এ সংসার।
নৈশ অন্ধকারে,
আঁখি মেলি চাহিতে না পারি।
বিলাস-বাসরে,
কুসুম শয়নে শুয়ে নিদ্রা নাহি হয়।
যেই নিদ্রা এলো,
অমনি স্বপন—ভীষণ স্বপন!
কত কি নরক চিত্র করি দরশন;
মস্তক ঘুরিয়া যায়; থরহরি কাঁপে কলেবর;
উঃ! কি অশান্তি! কি অশান্তি!

(নরেশের প্রবেশ)

নরেশ। হুজুর! লাঠিয়ালগণ উপস্থিত, দেওয়ানজী ম'শায়ের স্ত্রীকে এইবেলা আস্তে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

দরাফ। দেওয়ানজী ম'শায় মফঃস্বলে গিয়েছেন, তার অনুপস্থিতি-কালে কি তার স্ত্রীকে আনয়ন করা উচিত?

নরেশ। দেওয়ানজী ম'শায়ের মফঃস্বলে যাওয়ার কারণও ত তাই।

তার অনুপস্থিতিকালে আন্‌লে সমাজে তাকে কুৎসা বাক্য শ্রবণ কত্তে হ'বে না।

দরাফ। জান নরেশ! এই গঙ্গারাম অতি নিঃস্ব ছিল, আপনার বল্‌তে জগতে তার কেউ ছিল না। আমি তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দাদাকে ব'লে ক'য়ে তশীলদার ক'রে দিয়েছিলুম্‌। দাদার মৃত্যুর পর আমি দেওয়ান নিযুক্ত ক'রেছি। লোকটা বেশ চালাক চতুর! আমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা করে বলেই নিজ স্ত্রীকে দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

নরেশ। তার প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ স্বীয় পত্নীকে আপনার করে সমর্পণ কত্তে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন। সে আর বেশী কথা কি?

দরাফ। দেওয়ানজী মশায়ের স্ত্রী পরমা সুন্দরী—যেন স্বর্গের পরী! যেদিন তার অলৌকিক রূপরাশি নয়নপথে পতিত হ'য়েছে, সেই দিন হ'তে আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আছি। মিলন না হওয়া অবধি আমার সুখশান্তি নাই। ওঃ কি রূপ! কি সৌন্দর্য্য! কি ঠাম! কি চঞ্চল নয়নযুগল! নরেশ! আমি পাগল হ'লুম যে।

নরেশ। চিন্তা কি হুজুর! চলুন, নিয়ে আসি।

দরাফ। ভাল কথা মনে পড়েছে। নরেশ! বাসুদেব ঠাকুর না কি পাগল হ'য়েছে?

নরেশ। হাঁ, হ'য়েছিল বটে; এক সন্ন্যাসীর ঔষধে আবার আরোগ্য লাভ ক'রেছে।

দরাফ। নরেশ! তুমি প্রমদাকে বাসুদেবের নিকট পাঠিয়ে

দেও গে। কি কত্তে হ'বে, না হ'বে আমি তাকে ব'লে দিয়ে এসেছি!

নরেশ (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আজ্ঞে, প্রেমদা কি আর জীবিত আছে? আপনার কথামত সে তার শিষ্য হ'য়েছিল। একদিন জলে বিষ মিশ্রিত করে তার পানের নিমিত্ত রেখে দিয়েছিল, ভ্রমক্রমে নিজেই সেইজল পান করে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হ'য়েছে।

দরাফ। কি সর্ব্বনাশ! বেটার সঙ্গে ত কিছুতেই পারা গেল না! আমার যতভয় ঐ বেটাকে। পৌণে ষোল আনা লোক ওর পক্ষে।

নরেশ। একটা গরীব বামুন, ও কি করবে? চলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

জাহ্নবীতীর।

(বেগে মুক্তকেশে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর ওমা ভাগীরথি।
কোলে নেও নন্দিনীরে এই দুঃসময়ে।
মা! মা! বড় ব্যাথা পেয়েছি হৃদয়ে

শান্তি দেও শান্তিময়ি! শান্তি-অঙ্কে তব,
জুড়াও তাপিত প্রাণ। মা! মা!

(ঝম্পপ্রদানে উদ্যত)

(বেগে জীবনানন্দের প্রবেশ)

জীবনানন্দ। (হস্ত ধরিয়া) স্থির হও, স্থির হও জননি আমার!
বল শুনি কি হয়েছে?

সুশীলা। কি হ'য়েছে? কেমনে কহিব?
বাষ্পজালে রুদ্ধ কণ্ঠদেশ;
কেমনে কহিব আমি প্রাণের বেদনা?
সাক্ষ্য দেও জগচ্চক্ষু দেব বিকর্ত্তন!
সাক্ষ্য দেও সচল পবন!
সাক্ষ্য দেও তরুলতাগণ!
সাক্ষ্য দেও সত্যশীল সুশীল সুজন!
কি পীড়ন কি শাসন হল মম'পরে?
হে ব্রাহ্মণ! মুখে আর কি দিব প্রমাণ?
প্রমাণ—জাজ্জ্বল্যমান মুক্ত কেশ পাশ—
প্রমাণ—দেদীপ্যমান ছিন্ন কলেবর—
ছিন্ন ভিন্ন বসন ভূষণ।
পিশাচ পাঠান বুঝি আসিছে এখানে!
ছেড়ে দেও, গঙ্গাজলে বিসর্জ্জি জীবন
দুরন্ত যবন করে পাই অব্যাহতি।

জীবন। মা! মা! আত্মহত্যা মহাপাপে হয়ো না নিলীন,

বাসুদেব পদে গিয়া লহ মা শরণ ;
সহৃদয় গুরুদেব দিবেন আশ্রয় ।

সুশীলা । যার পতি অর্থলোভে লম্পট যবনে
স্বীয় নারী করে বিতরণ ;
যার স্বামী,
ধনস্বামী লোকস্বামী হইবে বলিয়া
আপন রমণী সঁপে কামুকের করে ;
যার স্বামী হিন্দুধর্ম্ম ছাড়ি
পরধর্ম্ম গ্রহণে উন্মুখ
পার্থিব উন্নতি আশে,
তার প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?
স্বামীধনে হইয়া বঞ্চিত,
উচিত কি জীবন ধারণে ?
ছেড়ে দেও, পশি আমি জাহ্নবী জীবনে ।
দেখি,
জাহ্নবী জীবন,
পারে কি না জুড়াইতে জ্বালাময় প্রাণ ।

(দরাফ, নগেন, নরেন ও নরেশের প্রবেশ)

নগেন । এই দিকেই ছুটে এসেছে, এদিকে আসুন ।

সুশীলা । যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও,
বন্ধু নও, শত্রু তুমি জানিনু নিশ্চয়,
হাসি মুখে দিলে না মরিতে ?

দরাফ।   আরে আরে বিশ্বাসঘাতিনি!
আর যাবি কোথা? ধর্ ধর্।

জীবন। (সুশীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া) আর এক পদও এগিও না।

দরাফ।   দেখ কি? হর্‌দম্ লাঠি চালাও।

[যুদ্ধ ও জীবনানন্দের পতন এবং সুশীলার পলায়ন।

গেল গেল। আবার উধাও হয়েছে।

(পশ্চাদ্ধাবন ও কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পুনঃ প্রবেশ)

সুশীলা।   সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য!
সাক্ষী হও সুরাসুরগণ!
সাক্ষী হও যক্ষ রক্ষ কিন্নর মানব!
সতীর লাঞ্ছনা করে পাপাত্মা যবন!
অসুরঘাতিনি! দুর্গতিনাশিনি!
চাও মা! সন্তান পানে।
বিলোপরসনে! শিবে! শবাসনে!
স্থান দাও শ্রীচরণে।
রণ-চণ্ডীরূপে আজি অবতীর্ণা হ'য়ে
দুরন্ত অসুর নাশি রাখ সতী-মান।
(নেপথ্যে) হর হর শঙ্কর কালী।

নগেন। ওরে বাপরে! বাসুদেব ঠাকুর দল বল নিয়ে আস্‌ছে।

(সকলের ইতস্ততঃ ধাবন)

দরাফ। পথ কোথায়? পথ খুঁজে পাচ্চি না, চোকে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কোন্ পথে যাব? চল্ চল্ সুশীলাকে নিয়ে চল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নগেন। এখনও মেয়ে মানুষ নিলে চল্‌বে না। ধরা পড়তে হবে, প্রাণে মর্‌তে হবে।

নরেশ। লোকজন সঙ্গে করে এসে নেওয়া যাবে, এখন শীগ্‌গির চলুন।

(নেপথ্যে)

হর হর শঙ্কর কালি
বধ বধ বগলা করালী
হর হর শঙ্কর কালি।

সকলে। ওরে বাবারে! (জড়াজড়ি করিতে করিতে প্রস্থান)

(পূর্ণানন্দ ও লোকজনসহ বাসুদেবের প্রবেশ)

বাসুদেব। ভয় কি মা! স্থির হও। পূর্ণানন্দ! মাকে গোপনে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এসো। এখানে সতীর থাকা নিরাপদ নয়। (সুশীলাকে নিয়া পূর্ণানন্দের প্রস্থান) হায়! হায়! এ কি হলো? দুর্ব্বৃত্তদের লাঠির আঘাতে জীবনানন্দ সংজ্ঞাহীন হয়েছে। বৎস জীবনানন্দ!

জীবন। গুরুদেব! আমি চল্লেম্, গুরুসেবা আমার অদৃষ্টে নাই। প্রভো! আমার মস্তকে পদার্পণ করুন, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত।

বাসুদেব। ভয় নাই বৎস! ঔষধ দিলেই আরোগ্য হবে। (শিষ্যদের প্রতি) ওহে! আস্তে আস্তে ধ'রে একে আমার গৃহে ল'য়ে চল।

[জীবনানন্দকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সদর কাছারী।

কর্ম্মচারিগণ, মো-সাহেবগণ সহ দরাফ আসীন :
সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাসুদেব ও জীবনানন্দ।

দরাফ। রে বর্ব্বর বাসুদেব! বল্ সুশীলা কোথায়? (নীরব) বোল্‌বিনে? রামসিং! ধন সিং! যব্ তক্ না উও জেনানাকো পাত্তা না বাতায়, তব্ তক্ বেত লাগাও।

উভয়ে। হুজুর! মাফ্ কিজিয়ে।

দরাফ। নকঁরকা ভালাবুরা বিচারনেকো কুচ দরকার নেহি।

রামসিং। নকরী লেনেছে কেয়া ধরম করমভি ছোড় দেনে হোতা হায়? আগর্ এয়সা হোয় ত আভ্ হি হাম্ নকরী ছোড় দেতে হৈ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দরাফ। দেওয়ান জি! আপনি পার্ব্বেন?

গঙ্গারাম। এখনই এখনই। (বেত্রাঘাত করণ)

বাসুদেব। মা! শাস্তি দেও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

জীবনানন্দ। (বন্ধন ছাড়াইতে চেষ্টা পূর্ব্বক) ও বন্ধন! ও কঠোর বন্ধন! না, ছিন্ন কত্তে পাল্লেম না। মাতঃ বসুন্ধরে' দ্বিধা হও, পাপীকে গ্রাস কর। রে বিষয়োন্মত্ত দরাফ! রে অর্ব্বাচীন! রে কামান্ধ পিশাচ! রে যথেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত যবন! ভেবেছিস্ তোর পাপ কার্য্য গুপ্ত থাক্‌বে? আর বিলম্ব নাই, অচিরে প্রতিফল প্রাপ্ত হবি। রে বিপ্রকুল কলঙ্ক! পাপ-সহচর গঙ্গারাম! এই সকল সর্ব্বনাশের কারণ কে? ঐ যে সতীর অশ্রুজলে পবিত্র পৃথিবীর মুখ মলিনতা ধারণ

করেছে, ঐ যে সতীর আর্ত্তনাদে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হচ্ছে, ঐ যে নির্দ্দোষ প্রজাপুঞ্জের উৎপীড়নজনিত করুণ ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তার প্রধান কারণ কে? এখনও দিন রাত্রি হচ্চে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গগনে উদিত হচ্চে, এখনও জগদম্বা উপরে রয়েছেন। রে পাপাশয়! এই মহাপাপের আবিল প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোন নিরয়ে গিয়ে উপনীত হবি, একবার মনে মনে ভেবে দেখেছিস্ কি? রে নরাধম্! সংসারের আর্থিক অভ্যুন্নতির নিমিত্ত অর্থলালসায় লালায়িত হয়ে শুদ্ধ-স্বভাবা জীবনসঙ্গিণী, ধর্ম্মসঙ্গিণী, সুখদুঃখভাগিনী, জীবনের শান্তিদায়িনী দেবীপ্রতিমা স্ত্রীরত্নকেও বিক্রয় কত্তে তোর লজ্জা, সঙ্কোচ বা ভয় হলো না? যদি আত্মোৎসর্গে প্রভুকে সেবা কত্তে শিখে থাকিস্, তা হলে সর্ব্বমঙ্গলার পদে আত্মসমর্পণ করলি না কেন? রে মূর্খ! অকিঞ্চন কাঞ্চনের জন্য হিন্দুর হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, জাতির জাতিত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিস? অনর্থের মূলীভূত অর্থের জন্য, অসার সংসারের ক্ষণিক সুখের জন্য, সতী স্ত্রীকে যবন প্রভুপদে উৎসর্গ কত্তে কৃতসঙ্কল্প? রে পামর! অচিরে এ দুষ্কার্য্যের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হবি। গুরুদেব! কি হেতু আপনার এ নিগ্রহ? মা সর্ব্বমঙ্গলে! একবার কৃপাবলোকনে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর কর মা!

(লাঠিহস্তে বিদ্রোহী প্রজাগণ সহ পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণানন্দ। দেখো, একবার সজলনেত্রে চেয়ে দেখো, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-দাতা, নিরন্নের অন্নদাতা, নিঃসহায়ের সহায়, ভীতের অভয়দাতা,

আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা, দুঃখীর দুঃখহর্ত্তা, বিশ্বপ্রসূতির প্রিয়সন্তান সৌম্যমূর্ত্তি বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্ধনাবস্থায় দণ্ডায়মান, ; ঐ দেখ, লোকবৎসল জীবনানন্দ অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত কচ্চে; ও দেখ, অত্যাচারী মহাপাতকী কামুক দরাফ খাঁ; ঐ দেখ ধর্ম্মত্যাগিগণ; ঐ দেখ দ্বিজকুলগ্লানি পাপের পূর্ণমূর্ত্তি, সতীর লাঞ্ছনাকারী, স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী দুরাচার গঙ্গারাম! আর চাও কি? পাপিদের দণ্ড বিধান কর, প্রভুর উদ্ধার সাধন কর, জীবনানন্দের উদ্ধার সাধন কর। বল, হর হর শঙ্কর কালী।

সকলে। হর হর শঙ্কর কালী,
দেও মা দেও করতালি
সাজিয়ে সমরে করালী
হর হর শঙ্কর কালী।

(সকলের পলায়ন পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্রোহিদের ধাবন ও পূর্ণানন্দ কর্ত্তৃক বাসুদেব এবং জীবনানন্দের বন্ধন মুক্ত)

বাসুদেব। পূর্ণানন্দ! ওদের ক্ষান্ত কর।

পূর্ণানন্দ। পাপীর শাস্তি হোক, তার পর ক্ষান্ত হব।

বাসুদেব। তুমি আমি শাস্তি দেবার কে? শীগ্‌গির চল। [বেগে প্রস্থান।

(শশব্যস্তে দরাফখাঁর পুনঃ প্রবেশ)

দরাফ। নরেশ গেল, নরেন গেল, সহচরগণ গেল, সব গেল! সব গেল! কোথায় যাব? কোথায় যাব? এখানেও বুঝি আস্‌চে। সব যেন অন্ধকারময়। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্চিনে। বড় শ্রান্ত হয়েছি, বড় ক্লান্ত হয়েছি! আল্লা! তোমার নাম এক দিনও স্মরণ করি নাই, ও কি! ও কে দাঁড়িয়ে? (নিরীক্ষণ)

যমদূতাকৃতি মূর্ত্তি সম্মুখে আমার !
আরক্ত লোচনে,
কট্ মট্ করি চাহে মোর পানে।
তীক্ষ্ণধার তরবার করিছে ঘূর্ণন।
ও কে ? ও কে ?
দাদা ! দাদা ! তুমি ?
তুমি মোর ছেদিবে মস্তক ?
পায়ে পড়ি,
দাঁতে তৃণ লয়ে মাগি তব ক্ষমা।
দাদা ! অবোধ ভ্রাতার দোষ করহ মাফ
দাদা ! দাদা ! (ভূমে পতন)
একি ! একি ! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
ঘন ঘন ভূমি প্রকম্পন ?
রসাতলে ডুবে বুঝি ধরা,
কোথায় দাঁড়াব ? কোথায় দাঁড়াব ?
দাঁড়াবার স্থান নাহি পাই !
নরক ! নরক ! ভীষণ নরক !
ওঃ ওঃ ফেলিল ! ফেলিল মোরে নরক মাঝারে !
মরি ! মরি ! সহিতে না পারি এ যাতনা।
মা ! মাগো ! (ভূমে বসিয়া পতন)

(ছুরিকা হস্তে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

অবিশ্বাসী, আততায়ী ওরেরে বর্ব্বর
সমাগত অন্তকাল তোর।

অভীষ্ট দেবতা যদি থাকে তোর কেহ,
কররে স্মরণ তারে নিদান সময়ে।
পিতৃরক্ত, ভ্রাতৃরক্ত পতিরক্ত করিয়াছ পাত:
কলুষিত করিয়াছ ধরণীর মুখ,
আজি তাব লব প্রতিশোধ।
তোর রক্তে করিব তর্পণ
তোর রক্তে প্রক্ষালিব ধরার কালিমা,
তোর রক্তে নিবাইব মনের আগুণ,
তোর মাংস খাওয়াইব মাংসাশী সকলে।
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ জীবনের ব্রত।

দরাফ। ও কিরে বিকট মূর্ত্তি! রক্তজবা আঁখি!
বিকট গম্ভীর স্বর বজ্রধ্বনি জিনি।
শাণিত ছুরিকাধরা, অতি ভয়ঙ্করা!
বধিতে এসেছে ওই জীবন আমার।
ঘুরাইছে আরক্ত লোচন,
অবেক্ষিতে নারি চক্ষে আর।
পদ্মাবতি! পদ্মাবতি! ধরি তব পায়,
ক্ষমা কর, রক্ষা কর মোরে। (পদধারণ)

পদ্মা। যমের বাড়ী রক্ষা কর্ব্বো। (বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করণ)
শান্তি! শান্তি! শান্তি!
করি স্নান ধমনী শোণিতে! (স্নান করণ)
বেশ সেজেছি! বেশ সেজেছি!
হা হা! হা হা হা! [বেগে প্রানস্থ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর, বৃক্ষমূলে আসীন বাসুদেব ধ্যানস্থ।

(ব্রাহ্মণত্রয় ঘাটে প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেছেন)

১ম ব্রাহ্মণ। (এদিকে ওদিকে চাহিতেছে) রামদাস! কোথায় যাচ্চ?

রামদাস। আজ্ঞে বাজারে যাব।

১ম ব্রাহ্মণ। আমার জন্য একজোড়া সাদা ধুতী নিয়ে এস, এই নেও টাকা; (টাকা প্রদান) কাপড়জোড়া দেখে শুনে এনো, আর যদি ক্ষীর পাও, একসের ক্ষীর এনো, বাড়ী এলে পয়সা দেবো এখন।

রামদাস। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

(জেলের প্রবেশ)

২য় ব্রাহ্মণ। ওহে! মাছ নিয়ে যাচ্চ নাকি?

জেলে। আজ্ঞে হাঁ।

২য় ব্রাহ্মণ। একটু দাঁড়াও ত, আমি কিছু মাছ নেবো (উঠিয়া গিয়া) রুই মাছটা কত?

জেলে। দশগণ্ডা পয়সা।

২য় ব্রাহ্মণ। হ্যা দশগণ্ডা পয়সা! নেও এই চারিগণ্ডা পয়সা।

জেলে। আজ্ঞে আমি দিতে পার্‌বো না।

২য় ব্রাহ্মণ। দিতে পার্‌বিনা কেন? আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো।

জেলে। আজ্ঞে আমার সংসার চল্‌বে কিসে?

২য় ব্রাহ্মণ। নে, এই পাঁচগণ্ডা পয়সা

জেলে। আমি পারবো না।

২য় ব্রাহ্মণ। এতেও পার্‌বিনা? তবে নিয়ে যা তোর মাছ (ধীবর মাছ নিয়া যাইতেছে দেখিয়া) দে, দে।

জেলে। কত?

২য় ব্রাহ্মণ। ছয় আনা।

জেলে। মাফ করুন,

২য় ব্রাহ্মণ। দে, দে, এই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, (মস্তকে হস্ত স্থাপন) ভগবান কল্যান কর্ব্বেন।

জেলে। আজ্ঞে——

২য় ব্রাহ্মণ। নে, নে, আর কথা বলিস্ নে।

(পয়সা প্রদান ও মৎস্যের দিকে চাহিতে চাহিতে ঘাটে আসিয়া বসিয়া সন্ধ্যাদি করণ)

কেমন ভর্চাযা মাছটা তাজা নয়?

১ম ব্রাহ্মণ। বেশ টাট্‌কা মাছটি ত।

৩য় ব্রাহ্মণ। কত হ'ল বিদ্যানিধি ম'শায়?

২য় ব্রাহ্মণ। ছয় আনা,

৩য় ব্রাহ্মণ। তা বেশ মাছ হয়েছে।

(কলসী কক্ষে স্ত্রীগণ সহ জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ, কলসীতে জল নিয়া তীরে উত্থান)

৩য় ব্রাহ্মণ। হরের মা! এ বৌটী কার?

বৃদ্ধা। রামচরণের বৌ।

৩য় ব্রাহ্মণ। বেশ বৌটী ত। [কলসীকক্ষে স্ত্রীগণের প্রস্থান।

১ম ব্রাহ্মণ। (কাপড় কাচিতে কাচিতে) শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ, স্তবং তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশধমনি সন্মতঃ, রাজন্নাম সহস্রেণ সহস্রাংশু

দ্বিতীয় অঙ্ক

দিবাকরং, খিদ্যমানন্ত তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা, স্বপ্নেতু দর্শনং দত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ। শ্রীসূর্য্য উবাচ—শাম্বো শাম্বো মহাবাহো শৃণু জাম্ববতী সুত। [প্রস্থান

২য় ব্রাহ্মণ। (মৎস্য হস্তে লইয়া) অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্, তৎপাদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

(সংকীর্ত্তন করিতে করিতে একদল লোকের প্রবেশ)

গীত

জয় জয় হরি শ্রীশচীনন্দন জগজ্জন তারণ।
নমো নারায়ণ পতিতপাবন দীনজন শরণ॥
(হরিবল হরিবল হরিবল মন আমার)
রাধিকারঞ্জন ব্রজজীবন সৃষ্টিস্থিতি কারণ।
নমো পাপশাসন তাপনাশন জন্মমরণ বারণ॥
(হরিবল হরিবল হরিবল মন আমার)

৩য় ব্রাহ্মণ। (উঠিয়া) হরিবোল হরিবোল হরিবোল। (দশায় পতন)

জনৈক লোক। দাঁড়াও, বিদ্যারত্ন মশায় দশায় পড়েছেন।

আর একজন। একটা লঙ্কা পুড়ে নাকের কাছে ধরলে এখনি চৈতন্য হবে।

আর একজন। কাণের মধ্যে একটা খড় কে দেবো?

১ম। তোমরা অমন কচ্চ কেন? হরিপ্রেমে বিভোর হয়ে ইনি দশায় পড়েছেন। কাঁধে করে ওঁর বাড়ী নিয়ে চলো, সেখানে গিয়ে নাম কল্লে আবার উঠবেন এখন।

২য়, ৩য়, ৪র্থ। বদর! বদর! বদর! বল হরি, হরি বোল। (স্কন্ধে করণ)

৩য় ব্রাহ্মণ। আরে বাবারে! আরে বাবারে! ছাড়্ ছাড়্ ছেড়ে দে।

(ভূমে নামিয়া) আরে নিব্বংশের বেটারা! ঘাড়টা একে বারে মুট্‌কে দিলি? এমন হবে জান্‌লে কোন্ শালা দশা পড়ত? আঃ (ঘাড়ে হস্ত বুলান)

[সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

৩য় ব্রাহ্মণ। বেটারা যখন নাকের কাছে লঙ্কা পুড়ে ধত্তে চাইল, তখন যদি উঠে পড়তুম্? তা তখন ভাবলুম্ লঙ্কা বা কোথায়? আর আগুণ বা কোথায়? ও কেবল ভয় দেখানই সার। কাণের মধ্যে খড়কে দেবার কথা বল্‌লে, তা ভাবলুম, ওটা, নাক মুখ চেপে একরকম সহ্য করে যাব। ধার্ম্মিক বলে গণ্য হব। বাবা! এমন করে যে গলাটা চেপে ধর্‌বে, তা কি জাস্তুম? নিপাত যাক্, নিপাত যাক্, হাত দুটো পচে গলে খসে পড়ুক। [প্রস্থান।

(শূন্যে ভগবতীর আবির্ভাব)

বৎস! অবিলম্বে মেহার রাজ্যে গমন কর। সেথানে তুমি তোমার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ ক'রে সিদ্ধিলাভ কর্ব্বে।

বাসুদেব। (ভূতলে গড়াগড়ি দিয়া) মা! তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গারামের বাটী।

সুশীলা আসীনা।

সুশীলা। স্ত্রীলোকের একমাত্র উপাস্য দেবতা স্বামী; স্বামীর পদসেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের মুক্তি নাই। আমি মন্দভাগিনী, তাই পতি

রত্নে বঞ্চিতা ; যার স্বামী অর্থলোভে নিজের স্ত্রীকে যবন হস্তে সমর্পণ কত্তে কুণ্ঠিত নন, তার জীবনে প্রয়োজন কি ? জগদম্বে ! আমায় কোলে নেও, এ তাপিত প্রাণ শীতল কর। মা ! মা !

(বিষপান)

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গা। সুশীলা !

সুশীলা। এসেছ ? (ভূতলে পতন) এ জীবনে তোমার পদসেবা হলো না, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে তোমার পদসেবা ক'রে কৃতার্থ হতে পারি। তুমি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেছ ! তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায় পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর ; ক্ষমাশীল দয়াল ঠাকুরের শিষ্য হয়ে তাঁর পাদপদ্ম সেবা করে ধন্য হও। নাথ ! আমি চল্লুম ! তোমার পাদপদ্ম আমার মস্তকে দেও (মস্তকে গ্রহণ) স্বামিন্ ! হৃদয়েশ ! যাই।

(মৃত্যু)

গঙ্গা। সুশীলে ! সুশীলে ! এ হতভাগ্যকে উচ্ছ্বলিত শোকসমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভে নিক্ষেপ করে তুমি একাকী চলে গেলে ? অহো ! আমি জানি নাই, আমি বুঝি নাই, বুঝতে চেষ্টাও করি নাই স্ত্রী কি সুখের আগার ! কি শান্তির আধার ! তাই পদে পদে তোমায় দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা প্রদান করেছি। আমি মহাপাতকী, তাই এমন দেবীপ্রতিমাকে অনাদরে বিসর্জ্জন দিয়েছি। ওঃ কত পাপ করেছি ! সতীর অশ্রুজলে আমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত কত্তে পারে নাই ; প্রজার কাতর রোদন আমার নিষ্ঠুর প্রাণকে দ্রবীভূত কত্তে পারে নাই ; ভক্তচূড়ামণি ভগবান্ বাসু-

দেবের গম্ভীর মূর্ত্তি আমার অন্তরকে আতঙ্কিত কত্তে পারে নাই; বিষয়-নদের পঙ্কিল প্রবাহে ভেসে ভেসে এখন এসে যে বিষম দুঃখসাগরে উপনীত হব, তাহা একবারও অনুধাবন করি নাই; পাপের পরিণাম যে অনুশোচনা, আত্মগ্লানি, অনন্ত নরক, তাহা কখনো মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। আমিই ত পদ্মাবতীর সতীত্ব-নাশের কারণ! তাঁর আত্মহত্যার কারণ! জীবনানন্দের প্রাণ-বধের প্রধান হেতু! ওঃ বক্ষে যেন লক্ষ লক্ষ তক্ষক যুগপৎ দংশন কচ্চে! সুশীলে! সুশীলে! যাও, যে দেশে সুখ আছে, দুঃখ নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই; যাও যে দেশে শান্তি আছে, অশান্তি নাই; যাও যে দেশে আদর আছে, লাঞ্ছনা নাই, অবমাননা নাই. যাও, দিব্যধামে গিয়া দিব্য সুখভোগ কর। আমি? আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো। ওকি! দ্বিতল গৃহ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালুকাকণায় মিশ্রিত হলো? যাক্, গৃহে আর আমার প্রয়োজন কি? ভগবান্ বাসুদেব! গুরুদেব! কোথায় তুমি? গুরু! গুরু! রক্ষা কর, রক্ষা কর, বড় জ্বালায় জ্বলে মরি, পুড়ে মরি রক্ষা কর। [বেগে প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মেহার দেশ

রাজপ্রাসাদ।—রাজা ও রাণী আসীন।

রাজা। রাণি! রাণি! এখন দিন, না রাত?

রাণী। রাত মহারাজ!

রাজা। রাত? কতক্ষণ হ'য়েছে?

রাণী। তা প্রায় একপ্রহর হয়েছে।

রাজা। রাতটা জ্যোৎস্না, না অন্ধকার?

রাণী। কেন মহারাজ! আজ পূর্ণিমার রাত।

রাজা। খুব সুন্দর! খুব রমণীয়! নয়?

রাণী। খুব সুন্দর—খুব রমণীয়—খুব মনোরম! মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হচ্চে,—আর একটা সুসৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে। ওই জ্যোৎস্নারাশি আকাশে প্রান্তরে, পর্ব্বতে, নদীতে সব জায়গায় গ'লে ছড়িয়ে প'ড়ে গেছে—আর একটা কেমন অভূতপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করেছে! নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কলকণ্ঠ কোকিলবৃন্দ কুহু কুহু রবে অমিয়রাশি ঢেলে দিচ্ছে—আর প্রাণটাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে কোথায় ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!—সুকুমার কোমলকণ্ঠে সঙ্গীতধারা বর্ষিত হচ্চে! কি মনমাতান সঙ্গীত! কি স্বর্গীয় ললিত ঝঙ্কার! মহারাজ! রাতটা অতি সুন্দর। অতি মনোরম! অতি শান্তিময়ী! সুনির্ম্মল নীলিম-

ময় চিত্রিত আকাশে জগজ্জ্যোতি কমনীয় শশধর আনন্দে হাস্য কচ্চে—বিকসিত কুসুমদাম আনন্দে হাস্য কচ্চে—পৃথিবী হাস্য কচ্চে—মনে হচ্চে—আনন্দধাম হ'তে একটা অমল আনন্দের স্রোত ছুটে এসে সমস্ত জগৎটাকে আনন্দে পূর্ণ করে দিয়েছে।

রাজা। রাণি! সকলেই হাস্‌চে? সকলেই আনন্দ কচ্চে? সকলেই উৎসব কচ্চে? আমার জন্য কেউ এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেল্‌চে না? আমার দুঃখে কেউ একটু সমবেদনা প্রকাশ কচ্চে না? আমার এই রুগ্নশয্যাপার্শ্বে এসে কেউ একটা সহানুভূতিসূচক কথা কইচে না? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) রাণি! আমিই একদিন ওদের রাজা ছিলাম, ওদের পিতা ছিলাম, ওদের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা ছিলাম! আর আজ? আমি জগতের একটা কলঙ্ক—একটা আবর্জ্জনা—একটা তুচ্ছ ঘৃনিত নিষ্কিঞ্চন প্রাণীর ন্যায় প্রহরিবেষ্টিত নিভৃতকক্ষে রুগ্নশয্যায় উপবেশন ক'রে অশ্রু-পাতে দিনপাত কচ্চি! আজ আমাতে আর ঐ তরুতলবাসী দরিদ্রে কি পার্থক্য, রাণি?

রাণী। মহারাজ! নিরর্থক আক্ষেপে কি ফল? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই হ'ল। বিধিনির্ব্বন্ধ খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য? মহারাজ শ্রীবৎস, মহারাজ নল, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতি-বৃন্দকেও কালের কঠোর শাসন ভোগ কত্তে হ'য়েছিল। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে উপদেশ দিতে প্রয়াস পাওয়া প্রগল্‌ভতা মাত্র। নরেশ্বর! সর্ব্ববিষয়ে ভ্রাতার উপর নির্ভর ক'রে সর্ব্বকার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশই আজ এই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার কারণ। মহারাজ! এই দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। আপনি একান্ত

গুরুভক্ত; গুরুদেব বাসুদেব আপনার নিকটেই স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস কচ্ছেন আর নিয়ত আপনারই মঙ্গল কামনা কচ্ছেন। তিনি এখানে উপস্থিত থাক্‌লে আপনার এরূপ বিপদ কখনো ঘট্‌তো না।

রাজা। ঠিক কথা বলেছ রাণি! ঠিক কথা বলেছ। জগতে কাকেও বিশ্বাস কত্তে নাই; কাকেও আপনার বলে মনে কত্তে নাই। সংসারটা একটা অভিনয়ের রঙ্গভূমি, বিশ্বাসঘাতকতার বিনোদ স্থান—আততায়িতার প্রমোদ স্থল—মিথ্যা প্রবঞ্চনাকৈতবের ক্রীড়া ক্ষেত্র—নির্দ্দোষিতার নিগ্রহস্থান, সরলতার বধ্যভূমি। রাণি! সরলপ্রাণে সরল জ্ঞানে সরল বিশ্বাসে সরল পথে চলে আজ কৌটিল্যের তীব্র কশাঘাতে উৎপীড়িত হচ্চি। ঐ ঐ সকলে আমোদ প্রমোদ কচ্চে—ঐ মধুর সুশ্রাব্য সঙ্গীতলহরী স্নিগ্ধ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ছুটে আস্‌ছে। রাণি! আমি একটু শুনতে পাই না? আমায় একবার হাত ধ'রে নিয়ে চল। না-না-তুমি পার্‌বে না—তুমি পারবে না। তোমার ভ্রাতাকে একবার ডাক। না—ভ্রাতা? ভ্রাতা কে? শত্রু - -ধূর্ত্ত, শত্রু—অনুপেক্ষনীয় শত্রু—আততায়ী-- বিশ্বাসহন্তা! ভাই শব্দটা জগৎ হ'তে বিলুপ্ত হয়ে যাক্। ওঃ! যাহাকে বুকে রেখে অকৃত্রিম স্নেহে পালন করেছি, যাহাকে মুখের গ্রাস কেড়ে খাইয়েছি—যাহার পায়ে একটু তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে মনে হ'ত যেন আমার বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছে, যাহার মুখখানি মলিন দেখলে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হত, সেই সহোদর—সেই স্নেহের নিধি—আমার তীর্থপর্য্যটনকালে সমস্ত প্রজামণ্ডলীকে করগত

করে আমায় রাজ্যভ্রষ্ট কল্লে,---আর—আর ঔষধ প্রয়োগে চক্ষুর্দ্বয় অন্ধীভূত করে এই প্রহরিবেষ্টিত নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করে রাখলে! স্নেহের কি প্রতিদান! উপকারের কি প্রত্যুপকার! রাণি! তুমি ভীম প্রভঞ্জন হও, আর আমি প্রশান্ত মহাসমুদ্র হ'য়ে তোমার আনুকূল্যে এই বিশ্বাসঘাতকপূর্ণ জগৎটাকে অতলতলে ডুবিয়ে দিই। তুমি ঝঞ্ঝা হও আর আমি প্রবল বৈশ্বানররূপে তোমার সাহায্যে সংসারটাকে ভস্মীভূত করে দিই, তারপর—তারপর তোমাতে আমাতে এক প্রাণ হয়ে অনন্তের সঙ্গে এক হয়ে যাই।

(গৈরিকবসন পরিহিত কুলানন্দের প্রবেশ)

কুলানন্দ। দাদা! দাদা!

রাজা। কেরে কে? কুলানন্দ? রাক্ষস! রক্তলিপ্সু ব্যাঘ্রের মত নিঃস্বহায় ভ্রাতৃরক্ত পান কত্তে এসেছিস্? রাণি! রাণি! দেও দেও আমার তরবারি। পামর স্বচক্ষে দেখুক, এই ক্ষীণ অস্থিপঞ্জর কখানিতে এখনও সামর্থ্য আছে কি না, দেখুক এই রুগ্ন ভুজযুগে উন্মুক্ত অসিপরিচালনের শক্তি ও নিপুণতা আছে কি না। অথবা কাজ নাই। আয় ভাই! আয়, এই উন্মুক্ত বক্ষে নিষ্কোষিত অসি বিদ্ধ করে আমারও সকল যন্ত্রণার অপনোদন কর, তোরও বিষমসন্দিগ্ধচিত্ততায় শান্তিবারি সিঞ্চন কর। ভ্রাতৃস্নেহের প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন কর।

কুলানন্দ। দাদা! অবোধ পাতকী কনিষ্ঠের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

(পদধারণ)

রাণী। নির্লজ্জ! শঠ! মুখের দিকে চাইতে পারছ? ধূর্ত্ত! আবার

কোন্ দুরভিসন্ধি পূর্ণ করবার জন্য ভিখারীবেশে এসে উপস্থিত হ'য়েছ? সত্বর দূর হও।

রাজা। রাণি! ক্ষান্ত হও, আমার প্রাণাধিক ভাই আমার কাছে ক্ষমা চাইছে, আমি কি ক্ষমা না ক'রে থাকতে পারি? আয় ভাই! আমার বুকে আয়; আমি একবার তোকে স্নেহ-আলিঙ্গন করে শান্তিলাভ করি। (তথাকরণ)

রাণী। তোমার ভ্রাতার ক্ষমা পেলেও আমার ক্রোধ হ'তে তোমার নিষ্কৃতি নাই। বঞ্চক! আমি তোমাকে তীব্র অভিসম্পাত প্রদান কর্ব্বো। জানিও যদি আমি সতী হই, তাহ'লে আমার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে জ্বলন্ত সত্যের সাক্ষ্য প্রদান কর্ব্বে। জানিও--- (বেগে বাসুদেবের প্রবেশ)

বাসুদেব। ক্ষান্ত হও মা! ক্ষান্ত হও। যথেষ্ট হ'য়েছে, সতি! দেবরের অপরাধ ক্ষমা কর। ওর মা নাই, তুমিই ওর মাতৃস্থানীয়া। মা! ওকে ক্ষমা কর। মা! বেচারীর মলিন মুখের দিকে একবার দৃক্‌পাত কর। শরীরের দিকে তাকাও, দেখ সোনার কান্তি মলিনতা ধারণ ক'রেছে, শরীরটা অস্থিচর্ম্মসার হ'য়েছে; অনুতাপানলে বেচারী জলে পু'ড়ে মরছে, ওকে মার্জ্জনা কর মা! মাগো! আমি ওকে নিয়ে রাত্রি প্রভাতে সস্ত্রীক পুণ্যক্ষেত্র কামাখ্যায় যাত্রা কর্ব্বো। আমার পুত্র শম্ভুনাথ, পৌত্র আগমাচার্য্যকে দেখো। মহারাজ! মা জগদম্বার কৃপায় তুমি নিরাময় হ'য়েছ, পূর্ব্ববৎ চক্ষুপ্রাপ্ত হয়েছ, তোমার সমস্ত রোগ আমি গ্রহণ ক'র্লেম! (জলসিঞ্চন) এস কুলানন্দ! [উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। কি যোগবল! কি দৈবশক্তি! আমি কোথায়? দেবরাজ্যে? না নরবাসে? যেখানে গুরুদেবের বাস, সে স্থান নিশ্চয়ই স্বর্গ! ভগবন্! তোমার স্বর্গের দেবতা কি এর চেয়েও মহৎ? এর চেয়েও উদার? এর চেয়েও শক্তিসম্পন্ন? যে অবধি ভগবান্ বাসুদেব সপরিবারে এই মেহার রাজ্যে এসে বাস কচ্চেন, সেই অবধি যেন এই মেহার রাজ্য মহৈশ্বর্য্যে দীপ্ত হ'য়ে স্বরৈশ্বর্য্য তুচ্ছ ক'রে সগৌরবে হাস্য কচ্চে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে বেদিকার উপরে আসীন বাসুদেব ধ্যানস্তিমিত।

সম্মুখভাগে পূর্ণানন্দ।

(দেবীর আদেশ)

বৎস! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত্র সন্তুষ্ট হয়েছি। মেহাররাজ্যে নিবিড় কানন মধ্যে মাতঙ্গমুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছেন। উহা কলিযুগে অদৃশ্য। তুমি জেনে রেখো উহা জীনবৃক্ষের মূলে বিদ্যমান। তুমি তোমার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ কোরে ঐ শিবলিঙ্গের উপর শবারোহণে আমার সাধনা কর্ব্বে; তোমার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হবে।

বাসুদেব। সর্ব্বমঙ্গলে! তোমার রাতুলচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)। পূর্ণানন্দ! মায়ের আদেশ শুনে-ছোতো? আমি আমার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর্ব্বার জন্য এ শরীর পরিবর্ত্তন কর্ব্বো।

পূর্ণানন্দ। প্রভো! আমার উপায় কি?

বাসুদেব। জগদম্বার প্রসাদে তোমার সর্ব্বকামনা পূর্ণ হ'বে, তুমি দেশে ফিরে যাও। আমি যোগবলে এই পুরাতন দেহ ত্যাগ করি। (ধ্যানস্থ ও দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত)

পূর্ণানন্দ। গুরুদেব! গুরুপত্নী স্বর্গে গিয়েছেন, আপনি দেহত্যাগ করেছেন, আমি কোন্ প্রাণে দেশে ফিরে যা'ব? আমি কি ক'রে প্রাণ রাখবো? কুলানন্দ! তুমি কোথায়? তুমি এ শোক প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বেই নিশ্চিন্ত হয়েছ। তুমিই ধন্য!

বাসুদেব। (আকাশ বাণীতে) বৎস! ক্ষোভ ত্যাগ কর, শোক সম্বরণ কর, আবার আমার দেখা পাবে।

পূর্ণানন্দ। গুরুদেব! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, জয় মা কামাখ্যে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সন্ধ্যানদীর তীরস্থ কানন।

কালী প্রতিমা—সজ্জিত পূজোপকরণ—অগ্নিকুণ্ড—কাপালিক উপবিষ্ট, সম্মুখে শিষ্য দণ্ডায়মান।

কাপালিক। উঃ! পশ্চিমাকাশে সূচীভেদ্য কৃষ্ণমেঘনিবহ সঞ্চরমান, বোধ হয় অচিরাৎ ঝড় উঠ্‌বে। বৎস! সেই বালকটীকে

নিয়ে এস (শিষ্যের প্রস্থান)। মা! আজ্ আর একটা নরবলি প্রদান ক'রে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো। এতদিনের সাধ পূর্ণ হবে—শত্রু দমন হবে।

(অশৌচবেশী বালক সহ শিষ্যের প্রবেশ)

বালক। ওগো! তুমি আমায় এমন কোরে বেঁধে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি তোমার কি করেছি? ওঃ বড় লাগ্‌ছে। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দেও। ওগো! আজ আট দিন হ'লো বাবা মারা গিয়েছেন; আমি মার সঙ্গে ভিক্ষে কত্তে যাচ্ছি, আর তিনদিন পরে বাবার শ্রাদ্ধ হ'বে। আমায় ছেড়ে দাও।

শিষ্য। চুপ বেটা বজ্জাত্! আবার চেঁচাবিতো মুখটা মাটিতে রগ্‌ড়ে দেবো।

কাপালিক। বালকের গায় জলের ছিটে দেও, ফুলের মালা দিয়ে বেশ ক'রে সাজাও।

বালক। (হস্তদ্বারা নয়নাবৃত করিয়া) ও বাবারে! মা! মাগো! আমি চল্লুম, তুমি জল পিপাসায় কাতর, তোমার জন্য জল নিতে এসেছিলুম, তোমায় জল দিতে পাল্লুম না। মা! বাবার শ্রাদ্ধ হোলো না, আমি ম'লাম।

শিষ্য। আরে নে, চুপ্ কর। (সজ্জিত করণ)

কাপালিক। (কপালে সিন্দূর দিয়া) নেও, হাড়িকাঠে দেও।

বালক। ঠাকুর! তোমার পায় পড়ি, আমার মাকে একবার দেখাও। মা! মাগো। কোথায় তুমি? আমি যে জন্মের মত চল্লুম, মরণকালে তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। (রোদন)

তৃতীয় অঙ্ক।

(বালকের মাতার প্রবেশ)

বাঃ মাতা। কৈ ? কৈ ? আমার বাবা কৈ ? কৈ ? কৈ ? আমার নয়নমণি কৈ ? আয় আয় বাবা ! কোলে আয়, তোকে জল আন্‌তে পাঠিয়ে অবধি পথ পানে চেয়ে আছি, কত খুঁজ্‌ছি ? আয় আয় ! একি। একি ! ওগো ! তুমি আমার ছেলেকে কেটে ফেলবে ? বাছা তোমার কি করেছে ? ঠাকুর ! তোমার পায় পড়ি, দুঃখিনীর বুকের ধনকে ছেড়ে দাও, দু'দিন পরে ওর পিতার শ্রাদ্ধ, ওকে ছেড়ে দাও।

শিষ্য। চুপ্‌ মাগি ! তোর ছেলেকে কালীমায়ের সাম্‌নে বলি দেওয়া হ'বে, তোর স্বামীর স্বর্গ হবে, তোর স্বর্গ হবে, তোর ছেলের স্বর্গ হ'বে।

বাঃ মাতা। ও নিষ্ঠুর ! তোমার কি বাপ্‌ মা নাই ? তোমার কি ছেলে মেয়ে নাই ? তুমি এমন পাষাণ ? তুমি মানুষ ? না রাক্ষস ? না পিশাচ ? মানুষ হ'লে কি তোমার হৃদয়ে মায়া মমতা থাক্‌তো না ? অনাথা বিধবার বুকের ধনকে কেড়ে নিও না, দেও দেও অন্ধের নয়নমণিকে দেও। (হস্ত প্রসারণ)

কাপালিক। সংসার অসার, মৃত্যুর পর কারও সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না, মা ! মায়ামমতা ত্যাগ কর, তোমার পুত্র হতে তোমার স্বর্গলাভ হবে।

বাঃ মাতা। আমি স্বর্গ চাইনে, আমার ছেলেকে দেও।

কাপালিক। মাগী ভারী উৎপাত আরম্ভ করেছে। (শিষ্যের প্রতি) হাড়িকাঠে গলা দেও। (শিষ্যের তথা করণ)

বালক। মা! মা! প্রাণ যায়।

বাঃ মাতা। দেও দেও বাবাকে দেও। (ধরণ)

শিষ্য। যা মাগি! (ধাক্কা দেওয়া)

বাঃ মাতা। ও মা! (মূর্চ্ছা)

কাপালিক। জয় মা কালী! (খড়্গোত্তোলন)

(বেগে গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গারাম। কোথায় গুরুদেব! কোথায় গুরুদেব! একি? একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সন্ন্যাসিন্! বালককে পরিত্যাগ কর। (হাড়িকাঠ হইতে উত্তোলন) ওঠ মা! তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও। (বিধবার তথা করণ)

কাপালিক। পামর! আমার ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিলি? তোকেই মায়ের কাছে বলি দিয়ে অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্‌বো।

গঙ্গারাম। মা সন্তানের রক্তে তৃপ্ত হ'বেন কি?

কাপালিক। শাস্ত্রের বিধান, মা নররক্তে প্রীতা হ'য়ে অভীষ্ট ফল দান করেন।

গঙ্গারাম। যদি তাই হয়, আমায় বলি দাও।

কাপালিক। তাই কর্ব্বো। (খড়্গোত্তোলন) জয় মা কালি! (কালী-মূর্ত্তিকে পশ্চাৎ মুখ হইতে দেখিয়া) পাষাণি! এতদিন তোকে ষোড়শোপচারে পূজা করেছি, কত নররক্তে তোর তৃপ্তি সাধন ক'রেছি, আজ্ তার এই পুরস্কার? মুখ ফিরিয়ে রইলি? তোর প্রস্তরমূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেল্‌বো। এই ত্থাখ্ (পদাঘাত করণ ও চিৎপাৎ হইয়া পড়া) উঃ উঃ! পা জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। ওঃ কি হ'লো?

(বজ্রাঘাতে গুরু ও শিষ্যের মৃত্যু)

তৃতীয় অঙ্ক।

গঙ্গারাম। গুরুদেব! গুরুদেব! কোথায় তুমি?

(অন্ধকারময় শূন্যে ছায়ামূর্ত্তিতে সুশীলা)

স্বামিন্! অনুতাপানলে তোমার হৃদয়ের আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হ'য়েছে, চোখের জলে মন বিধৌত হ'য়ে নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে। মেহার রাজ্যে তোমার গুরুদেব বাসুদেব সর্ব্বানন্দরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তাঁর পাদপদ্ম সেবা করগে, অচিরে মুক্তিলাভ কর্ব্বে। তোমার বিরহে আমি সর্ব্বদা নিরানন্দ, ত্বরায় জীবনব্রত উদ্‌যাপন কোরে, আনন্দধামে চলে এসো। (তিরোধান)

গঙ্গারাম। গুরুদেব! গুরুদেব! পদে আশ্রয় দেও। [বেগে প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাসুদেবের বাটী—সদানন্দের শয়ন কক্ষের সম্মুখস্থ পাঠাগার।

সদানন্দ উচ্চাসনে উপবিষ্ট—বালকগণের সরস্বতী বন্দনা গীতি।

গীত

শ্বেত শতদলাসনা, শ্বেতকুসুমভূষণা।
শ্বেতাম্বরধরা, দিব্যগন্ধানুলেপনা।
শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা শ্বেত-আভরণা॥

(কোরস্)——আনন্দস্ফুরিতস্বরে বাজাও বীণা তুমি।
মধুর ঝঙ্কারে আবার জাগুক ভারতভূমি॥

আবার (উঠুক আর্য্য ভূমি, আবার হাসুক দেবভূমি)

এই না মা তোর আবাসভূমি, এই না মা তোর বিলাসভূমি,
এই না মা তোর লীলাভূমি, এই না মা সেই তুমি?

আজি সোণার ভারত শবাকারা তুমি আছ ঘুমি'।
(কোরস্)-——আনন্দ স্ফুরিত স্বরে বাজাও বীণা তুমি।
মধুর ঝঙ্কারে আবার জাগুক ভারতভূমি॥
আবার (উঠুক আর্য্যভূমি, আবার হাসুক দেবভূমি)

যথায় বাজ্ত শ্যামের বাঁশী, যথায় বেদ গাহিত ঋষি,
যথায় কোকিল ললিততানে ঢাল্ত সুধারাশি।
আজি নীরব সে সব, সব নিরুৎসব, ঘেরা বিষাদরাশি॥
(কোরস্)——আনন্দ স্ফুরিত স্বরে বাজাও বীণা তুমি।
মধুর ঝঙ্কারে আবার জাগুক ভারতভূমি,
আবার (উঠুক আর্য্যভূমি, আবার হাসুক দেবভূমি)

ডাকি 'মা-মা-মা' বলিয়ে, এস মা! এ বিদ্যালয়ে,
ধুইব ও রাতুল চরণ ভক্তি-অশ্রু দিয়ে।
আছে মানস-কুসুম ভক্তি-চন্দন ; পূজিব তা' দিয়ে॥
(কোরস্)——আনন্দ স্ফুরিতস্বরে বাজাও বীণা তুমি।
মধুর ঝঙ্কারে আবার জাগুক ভারতভূমি॥
আবার (উঠুক আর্য্যভূমি, আবার হাসুক দেবভূমি)

(প্রণাম পূর্ব্বক বালকগণের উপবেশন ও সদানন্দের অহিফেন সেবন)

সদানন্দ। আরে! এই সর্ব্বানন্দেরে লইয়া মুই ভারী মুস্কিলে পৈরাছি। য়্যাতো বেলা অইলো, এহোনো, ল্যাক্‌তে আইল না। ওর যা অইবো, তাতো বোজাই গেছে।

গোপাল। দ্যাহেন গুরুম'শয়! সর্ব্বানন্দ মোরে ল্যাক্‌তে আইতে মানা করে, কয় "ল্যাক্‌পি কি? পাথীর ছাও পারতে ল যাই।"

মাধব। আমারগো বারী যাইয়া বেবাক গাছটাছ তুইলা ফেলায়।

হেমন্ত। আমার গো বারী যাইয়া কাডাল গাছে ওডে, আর কুবি পচিশ আত গাছের ওপরেত্যা ফাল দেয়, হগ্‌গলে কয়, ও কহোন আত পা ও বাইংগ্যা মরে হেয়া কইবার পারা যায় না।

বসন্ত। গুরুমশায়। সব্বা লাডি খেলায়। ও খুপ্‌ লাডি খ্যালতে জানে। (সর্ব্বানন্দকে কোলে লইয়া পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

সর্ব্বানন্দ। মুই লেহুম না, পূণা দাদা, মোরে ছাইবা দেও।

পূর্ণানন্দ। দাদা! এবেলা লেখ, বৈকালে বাজবাড়ী নিয়ে যা'ব এখন। (গুরুমহাশয়ের প্রতি) গুরুম'শায়! আমার ছোটদাদাকে শীগ্‌গিব শীগ্‌গির ছেড়ে দিবেন। (পাত পাড়িতে বসান) তুমি ব'সে লেখ, আমি যাই।

সর্ব্বানন্দ। পূণাদাদা, তুমি যাইও না।

পূর্ণ। বাজারে যা'ব, তোমাব জন্য সুন্দব কাপড় আন্‌বো এখন।

সর্ব্ব। লাল পাইরা কাপড় আইনো।

পূর্ণ। আচ্ছা, আন্‌বো এখন। (কিয়দ্দূর গমন)

সর্ব্ব। পূণাদাদা! আর একটা কথা হোন।

পূর্ণ। কি দাদা?

সর্ব্ব। আমার জন্য ক্ষীর আইনো।

পূর্ণ। আচ্ছা আনবো। [প্রস্থান।

সদা। ল্যাক্ ল্যাক্, পৈরা পৈরা ল্যাক। (চেয়ারে ঠেস দিয়া ঘুমান)

সর্ব্ব। গুরুমশায়! মুইতা আছি। (চেয়াবেব সঙ্গে টিকি বাঁধা ও পূর্ব্বস্থানে গিয়া পাঠ)

সকলে। কএ আকারে কা, কএ বস্থি কি, কএ দীর্ঘি কী।

(নীলাম্বরের প্রবেশ)

নীল। পুণ্ডিত ম'শায়, ঝিমায়েন ক্যান ?

সদা। না না, আমি ঝিমাই কৈ ? য়্যা য়্যা এ কল্লে কেডা ?

মাধব। সব্বা কর্ছে গুরুমশায়।

সদা। নিব্ব‍্ইংশ্যার ব্যাটা ! (টিকি মুক্তকরণ) তরে যোমের বারী পাডাইমু, পাঁজি ! হুয়ার ! বুৎ। (প্রহার)

সর্ব্ব। আর কখনও করুম না, গুরুমশায় !

সদা। হুয়ার ! মোর লগে ঠাট্টা তামাসা ? (প্রহার)

সর্ব্ব। ওরে বাবারে ! ও মাগো। ও ও ও ও (রোদন)

নীল। পুণ্ডিতম'শায়। আপনার আক্কেলডা কি ? একরত্তি ছাইলা, একটু দোষ নয় কৈরাছে, হেয়ার জৈন কি য়্যাতো মারতে অয় ? আহ সব্বানন্দ ! তোমারে ঘরে দিয়া আহি। গোপাল ! বারী আয়। (সর্ব্বানন্দকে লইয়া প্রস্থান)

সদা। ছুট্টি। (সকলের প্রস্থান) আইজ শরীলডা বালো নয়, নাইয়া খাইয়া আহি। [প্রস্থান।

(সর্ব্বানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

সর্ব্ব। গুরুমশায় মোরে বর মারে, মুই যে লেহুন না, তবু মোরে লেহাইবে। উয়ার বিছানায় বিচুটি পাতা গৈসা দিয়া যাই, বোজবে হন কত ধানে কত চাউল। [প্রস্থান।

(পাণ চর্ব্বন করিতে করিতে সদানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

সদা। (ঢেকুর তুলিয়া) আঃ খুব খাওয়া অইচে, (পেটে হাতবুলান) আর বসা যায় না, এটটু শুইয়া পরি, (তথাকরণ) য়্যাঃ ইঃ একি অইলো। (ভঙ্গি করিয়া চুলকান) বাবারে বাবা !

(শম্ভুনাথের প্রবেশ)

শম্ভু। কি হ'য়েছে গুরুমশায় ?

সদা। কি আর কৈমু? য়্যাঃ উঃ সব্বানন্দ বিছানায় বিছুটিপাতা গৈস্যা দিয়া গেছে। উঃ আঃ মুই এহানে থাহুম না। উঃ আঃ!

[চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান।

শম্ভু। ছেলেটার ভাগ্যে যে কি আছে, জগদম্বাই জানেন। ওর গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর হ'তে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে একেবারে উৎসন্নে গিয়েছে। চোদ্দ পোনর বছর বয়েস হ'লো, এখনও অক্ষর পরিচয় হ'লো না, কেবল দুষ্টুমি। লেখা পড়ায় পণ্ডিত হোক্ না হোক্, মায়ের পূজা শিখ্‌তে পাল্লেও হ'তো। মা! তোমার ইচ্ছা। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শশিশেখরের বাটী।

(সখীগণ সহ বল্লভার প্রবেশ)

গীত

ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ তুর্ তুর্ তুর্ বইছে মলয় বায়।
সূর্য্য মামা উঁকি মেরে মিটি মিটি চায়॥
রাঙ্গা রাঙ্গা মেঘ গুলি,
করিতেছে কোলাকুলি;

নাচিতেছে ফুলগুলি ফুর্ ফুরে হাওয়ায়।

পিউ পিউ ওই পাখী আহা! কি মধুর গায়!

বল্লভা। চল চল ফুল তুলে নিয়ে আসি। (সকলের প্রস্থান)

(শশিশেখর ও কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী। তা সর্ব্বানন্দের কাছে যদি বল্লভার বিয়ে দিতে তোমার একান্ত ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আমায় জিজ্ঞেস কেন? ও হাবার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, আর জলে ভাসিয়ে দেওয়া, একই কথা। তোমার যা ইচ্ছা কর। আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস কোর না।

শশি। তুমি শেতলা ঠাক্রুণের মত চটেই রয়েছ, ওদিকে মাথাই দিচ্ছ না। বুঝে দেখ সব্বানন্দ একমাত্র লেখা পড়াই জানে না, তা ছাড়া সব্বানন্দের মত ভাল ছেলে কেউ কোথায় দেখেছে কি? যেমন চেহারা, তেম্নি তার শিষ্ট ব্যবহার, মুখের কথাগুলি এমন মিষ্টি, তা আর বোল্বার নয়। যে একবার তাকে দেখেছে, সে আর কখনো ভুলতে পারে না। সে লেখাপড়া জানুক্ কি না জানুক্, কিছু আসে যায় না। খাওয়া পরায় বল্লভার কোন কষ্টই হ'বে না। বিশেষ সব্বানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আগমাচার্য্যের মত পণ্ডিত এ দেশে আর নাই, ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা হ'লে স্বর্গে সিঁড়ি দেওয়া হ'বে।

কাত্যায়নী। সব্বানন্দের বাপ মা নাই; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, যদি আগমাচার্য্যের সঙ্গে বনিবনাও না-ই হয়, তখন কি হ'বে? আমার বল্লভার ত কষ্টের সীমাই থাকবে না।

শশি। আগমাচার্য্য বড়ই ভালমানুষ, সর্ব্বানন্দ তার প্রাণের প্রাণ, সে কখনো তাকে পৃথক কোরে দিতে পার্ব্বে না, আর পৃথক্ করে দিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, ওরা রাজ গুরু, রাজাই বন্দোবস্ত কোরে দিবেন।

কাত্যায়নী। তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে বিয়ে দাও, দিন কবে?

শশি। আগামী শুক্রবার, চল কাজকর্ম্মের যোগাড় দেখি গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বনের পার্শ্বস্থ পথ।

(পাগলের বেশে দুইজন দস্যু রাস্তার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট—অপর পার্শ্বে একজন দোকান করিয়া দোকানে বসিয়া রহিয়াছে, আর একজন ভদ্রবেশী দস্যু সম্মুখস্থ বেঞ্চে উপবিষ্ট)

১ম দস্যু। (গাঁজা টিপিয়া) এস গাঁজা! আমার বাড়ী! ওবাপ গাঁজাধন! চাল্‌তে গাছে মাথা কু'টে ম'লো লঙ্কার দুর্য্যোধন।

২য় দস্যু। চোপ্‌রাও, মুখটা গুজরে ধর্ব্বো। দুর্য্যোধন মর্ব্বে কেনরে শালা! সে ত কালিঘাট নকুলেশ্বর তলায় মোহান্ত হয়েছে, আর গাঁজা বিলোচ্ছে। মরেছে দেরপদীর ভাতার রাবণ রাজা।

১ম দস্যু। আরে বল কি? রাবণ মরে গেছে? হায়! হায়! হায়রে! গাঁজা ফুরিয়ে গেলে কে আমায় এক কল্‌কে গাঁজা দেবে

গো? রাবণ আমায় ভারী স্নেহ কত্তো গো! (রোদন) নন্দী ভায়া! যখন ঠাকুরের জন্যে কল্‌কে কল্‌কে গাজা সাজ, ভায়া! রকম সকম ক'রে একটু আধ্‌টুক্‌ এ দিকে ফেলে দিও, আমি তোমায় ঝুড়ি ঝুড়ি থুগ্থুম্বা, মুণ্ডম্বা, লম্বম্বা. অষ্টরম্ভা পাঠিয়ে দেবো। হা হা হা হা হা (হাস্য)।

(দধি লইয়া দুইজন গোয়ালার প্রবেশ)

দোকানদার বেশী দস্যু। কি হে ভায়া! দই নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্চে?

১ম গোয়ালা। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের ছেলের অন্নপ্রাশন, সেবাড়ী দই দিতে যা'ব। ওহে! এ পাগল দু'টো কোত্থেকে এলো?

(পাগল দস্যুদ্বয়ের দিকে ফিরিয়া দাড়ান; ভদ্রবেশী দস্যু কর্ত্তৃক পশ্চাতের দধির ভাড় দু'টি গ্রহণ ও তৎস্থানে প্রস্তর স্থাপন)

২য় দস্যু। কেষ্টা বেটার কিছু ছিট্‌ আছে, কি বল? ব্যাটা গাজার সাথে পীরিত না কোরে পীরিত কল্লে ডব্‌গা ডব্‌গা মাগী গুলোর সঙ্গে? তা ও ছোড়ারই বা দোষটা কি? উঠোন্‌ ঠন্‌ঠনি পাড়াবেড়ানী ডাইনী গুলোই তো ফিকির ফন্দী কোরে বনের মধ্যে নে আচ্ছা করে রক্ত চুষে খেয়েছেলো। হায়! হায়! হায়রে! ছোড়াটার গাটা ঘুণেধরা বাঁশের মত করছেলো গো! আমি কোথায় যা'ব গো? (রোদন)

১ম গোয়ালা। আরে! একিরে? দই নেলো কে?

দোকানদার বেশী দস্যু। আমরা পাগলের কথা বার্ত্তা শোন্‌ছিলুম্‌, আমরা,— আমরা তো কাকেও নিতে দেখি নাই!

১ম দস্যু। বাবা! বেহ্মদত্যির বাড়ী অন্নপ্রাসনে দয় দু'খানা সেখানেই

উধাও হ'য়েছে, আমাদেরও তো দয়ের খুব দরকার, বেহ্মদত্যির বাড়ী নেমোন্তোন্নো হ'য়েছে, শুধু হাতে যাওয়া তো ভাল দেখায় না, ও দু'খানা আমাদের দে যাও।

২য় গোয়ালা। দই কি হ'লো? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

১ম গোয়ালা। এ ত ভারী চালাক চোর, খুব হাত সাফাই আছে, চ, চ,।

(প্রস্থানোদ্যত)

১ম দস্যু। (দধি গ্রহণ পূর্ব্বক) আমাদের কেচ্ছা শুনেছিস্ দাম দিবি না? শালা? ভালোয় ভালোয় দই দু'খানা দিয়ে যা।

১ম গোয়ালা। ছাড়্ পাগলা ছাড়্।

১ম দস্যু। য়্যারণ ব্যারণ চণ্ডীচরণ গাছের মাথায় সুতো,
ফের যদি পাগ্‌লা বল্‌বি মার্‌বো গালে জুতো।

[প্রহার ও গোয়ালাদের প্রস্থান।

(টাকার থলে হস্তে দস্যুসর্দ্দারের বেগে প্রবেশ)

সর্দ্দার। ওরে! দোকান পাঠ তোল্, তল্পিতল্পা ল'য়ে শীগগির চল, এলো বলে।

দোকানদার বেশী দস্যু। কি হয়েছে সর্দ্দার?

সর্দ্দার। চিন্তামণি বেশ্যা সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের ছেলের অন্নপ্রাশন দেখ্‌তে গেছে। আমি ফুলবাবু সেজে তার ঘরে ঢুকে পল্লাম, ঝিটার সঙ্গে মজা কল্লাম, তারপর খুন করে টাকার তোড়া লয়ে দে ছুট।

১ম দস্যু। বাবা! তুমি সোজা আদমি নও তো, মিষ্টি হয়ে ঢোক, আর কলেরা হ'য়ে নাব।

দোকানদার বেশী দস্যু। দোকান পাট তুল্‌তে বল্লে কেন সর্দ্দার?

সর্দ্দার। তোরা সর্ব্বনাশ করেছিস্, গয়লাদের দই কেড়ে রেখেছিস্ তারা রাজবাড়ী গে নালিশ ক'রেছে। ভারী কাঁচা কাজ করেছিস, শীগ্‌গির চল্, নইলে হাতে হাতকড়ি পরতে হবে, চ, চ।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাণীর কক্ষ।

(রাণী ও শ্রীলেখা)

রাণী। শ্রীলেখা! গতরাত্রে একটা ভয়ঙ্কর কুস্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নের কথা মনে হ'লে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠে, দুরু দুরু ক'রে বুক কেঁপে উঠে। দেখেছি যেন দুরন্ত পাঠান আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে, তুমুল যুদ্ধ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা পড়েছে, মহারাজ বন্দী হ'য়েছেন। শ্রীলেখা! আমাদের গুরুপুত্ত্র শিবনাথ ঠাকুরকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়, আমি শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা'ব। গুরুদেব আগমাচার্য্য তীর্থ পর্য্যটনে গিয়েছেন। তাঁর ছোট ভাই সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মুর্খ,—তাঁর প্রতি আমার ভক্তি হয় না, (উদ্দেশ্যে প্রণাম)। তাঁর পুত্র শিবনাথ এই তরুণ বয়সেই খুব পণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। তাঁকেই ডেকে আনিস্।

(শ্রীলেখার প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

(বেগে রাজার প্রবেশ)

রাজা। রাণি! রাণি! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
দুর্দ্দান্ত পাঠান সৈন্য সমরে দুর্জ্জয়,
আক্রমিল রাজ্য মম।
সমুদ্র তরঙ্গবৎ বিপুল বাহিনী—
ছুটিয়াছে চারিদিতে ইরম্মদ বেগে।
বাধিবে তুমুল যুদ্ধ।
দলিবে দলিবে পদে হিন্দু-স্বাধীনতা।
বিনা যুদ্ধে নাহি যদি দেই রাজ্য ছাড়ি,
এখনি ধ্বংসিবে রাজ্য ;
যুদ্ধের চরম ফল অতি শোচনীয়,—
কত হ'বে রক্তপাত,
কত লোক সমর বহ্নিতে
আহুতি দিবেক প্রাণ শলভের মত।
ভবিষ্যবদন হেরি অতি কালিময়!
রাণি! রাণি!
নিহিত ভবিষ্যগর্ভে জয় পরাজয়,
কিন্তু, রক্তপাত অনিবার্য্য।
মনে মনে করিয়াছি স্থির,
বিনা যুদ্ধে রাজ্য দিব পাঠান চরণে ;
দুর্ব্বলের বল কোথা রুধিতে সবলে?

রাণী। রাজন্!
এ ভীরুতা প্রদর্শন তব পক্ষে অনুচিত।

যোগবল।

তুমি কি দুর্ব্বল ?   কে তবে সবল ?
শক্তির সন্তান তুমি,
শক্তি মন্ত্রে দীক্ষাশিক্ষা তব,
তব মুখে শোভে কি এ ভীরুতার কথা ?
অবোধ অবলা আমি,
উপদেশ কিবা দিব তোমা ?
এই মাত্র বক্তব্য আমার,—
মহাশক্তি বর পুত্র তুমি,
তুচ্ছ ঘৃণ্য ক্ষীণজীবী পাঠান বাহিনী
ফুৎকারে উড়ে যা'বে কোন্ দূরদেশে !
প্রখর সিন্ধুর স্রোতে, কিম্বা প্রভঞ্জনে
ক্ষুদ্র তৃণ তিষ্ঠে কতক্ষণ।
মদমত্ত ঐরাবত যথা গঙ্গাস্রোতে
তৃণবৎ ভেসে যায় সুদূর সাগরে,
তেমতি পাঠান সৈন্য চক্ষুর পলকে,
কোথায় ভাসিয়া যাবে মহাশক্তি বলে।
ওই দেখ নরবর !   নাচিছে সমরে
পাষণ্ডদলনী শক্তি চামুণ্ডারূপেতে।
যাও নাথ !   চলে যাও নির্ভীক হৃদয়ে,
ডুবাও অরাতিকুল অকূল পাথারে।
অভয়ার পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ
"জয়শিব শক্তি" বলি ধাও রণাঙ্গনে,
জানিও নিশ্চয় রাজা !   জানিও নিশ্চয়,

শক্তিশালী চিরজয়ী রণে।
জানিও নিশ্চয় রাজা! জানিও নিশ্চয়,
মহাশক্তি মাতা যাঁর, বাসুদেব গুরু,
এ সংসারে চিরজয়ী তিনি।
জানিও নিশ্চয় রাজা! জনিও নিশ্চয়,
শক্তি মন্ত্রে দীক্ষাশিক্ষা যাঁর,
সে-ই মহাশক্তিশালী;
শক্তিমান্ চিরজয়ী রণে।
পূজিয়া দুর্গার পদ রঘুকুলমণি
লভিয়া অসীমশক্তি
বধিলেন দুরন্ত রাবণে।
শক্তি বিনা মুক্তি নাই জানিহ নিশ্চয়।
মহাশক্তি পুত্র তুমি, অতি শক্তিমান্
ধাও রণে ল'য়ে শক্তি নাম,
জয়-লক্ষ্মী তব অঙ্কে আসিবে নিশ্চয়।
বল বল উচ্চৈঃস্বরে—
হর হর শঙ্কর কালি!
বধ বধ বগলে করালী—
হর হর শঙ্কর কালি!

রাজা। উদ্দীপ্ত বচনে তব, জাগিল পরাণে
কোন্ মহাশক্তি যেন বুঝিতে না পারি।
মনে হয়,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডখানি সংহারিতে পারি।

ঘেরিল পাঠনসেনা আসি,
কালক্ষয় নারি করিবারে,
দেও এবে বিদায় আমারে
আবার সমর শেষে হইবে সাক্ষাৎ।
হর হর শঙ্কর কালি!
বধ বধ বগলে করালী!
হর হর শঙ্কর কালি। [প্রস্থান।

রাণী। আমিও পূজার উদ্যোগ দেখিগে। [প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কেনারামের প্রবেশ)

কেনারাম। বাবা! বাবা! গাছ থেকে পড়ে পা-টার দফা রফা হ'য়ে গেছে। বাবা! কি ঝকমারী ক'রে লড়াই কত্তে গিয়েছিলুম। তবুও ভাল যে সকলের পেছনে ছিলুম, যতক্ষণ অবধি দাঁড়িয়ে ছিলুম, দেখ্‌লুম কেবল আগুণবৃষ্টি হ'চ্চে। আর যে শব্দ! বাবা! কাণে একেবারে তালা লেগে গেছে। বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম দুরুম দুরুম, ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি, হাতীর ঘোঁদ ঘোঁদ শব্দ, লাঠির ঠন্‌ঠনানি, তরোয়ালের ঝন্‌ঝনানি, সবগুলো একত্তর হ'য়ে আমার কাণ

ডুটোর মধ্যে ঢুকে একেবারে সাড়ে বত্রিশ কোরে দিয়েছে। রাজার পক্ষের লোকগুলো বন্যার কলাগাছের মত পড়্‌তে লাগ্‌লো, আর রক্তে রক্তনদী! দেখে আমার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কত্তে লাগ্‌লো, মাথা ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরতে লাগ্‌লো, গতিক বড় সুবিদে নয় বুঝে বুদ্ধিমানের মত দৌড়—দৌড়! যখন কোষ খানে এলুম, আবার উনপঞ্চাশের ঠেলায় কি একটা খেয়াল হ'লো গাছে উঠে লড়াই দেখ্‌বো। গাছে তো ওঠা গেল। শালা কাঠপিপ্‌ড়াগুলো এসে গায় চোখা চোখা বাণ মাত্তে লাগ্‌লো। আমিও দুহাতে সেই রক্তবীজের ঝাড় নিপাত কত্তে লাগ্‌লুম। ওদিকে চেয়ে দেখি মহারাজ বন্দী, সেনাগুলো চোঁ বোঁ দৌড়চ্ছে, আর পাঠানেরা পেছনে পেছনে তাড়া ক'চ্চে। বুকটা ধপাস্ ধপাস্ কত্তে লাগ্‌লো, পালাব পালাব মনে কচ্চি, পা 'দু'টো আগেই ছুটলো, অম্নি তিলির বাচ্ছা পপাত ধরণীতলে। আঃ পা-টা একেবারে ফয়দিশ হ'য়ে গেছে। এখানে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক্। (উপবেশন)

(বেগে নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদেরচাঁদ। ওরে বাবারে! মেরে ফেল্‌লেরে।

কেনারাম। ও বাবারে! (ভূতলে উপুড় হইয়া পড়ন)

নদেরচাঁদ। এ কেরে? ও কেনারাম! কেনারাম!

কেনারাম। ও বাবারে! আমায় চিনে ফেলেছেরে। ও পোড়ার মুখী আমার হাগো! ওগো! আমি মলেম গো! ওগো!

তোর বাঁদর পানা মুখখানা একবার দেখিয়ে যাগো। হায়! হায়! হায়রে! আমায় বেরালে পাখী ধরার মত গপ্ করে ধরে ফেল্লে। হায়! আমার মনে দুঃখ রইল মাগীর হাতের দু'ঘা খ্যাংরা খেয়ে মত্তে পাল্লুম না।

(রোদন)

নদেরচাঁদ। তুই আমায় চিনিস্ না?

কেনারাম। বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! তুমি আমার শ্বাশুড়ীর ভাতারের মেয়ের ভাই, তোমায় আর চিনি না?

নদেরচাঁদ। চুপ্ বেটা পাজি! ছুচো।

কেনারাম। (স্বগত) গলার স্বরটা যেন নদের চাঁদের মত বোধ হচ্চে, নদেরচাঁদ না কি? (চাহিয়া) ওরে বাবারে! কি বিদ্‌কুটে কাল। (পুনঃ চাহিয়া) য়্যা য়্যা নদেরচাঁদ তুই? হা হা হা (হাস্য) তবুও ভাল, আমি ভাব্লুম কালভৈরবের সাক্ষাৎ মামাত ভাই। তা নদেরচাঁদ! তুই ষাঁড়ের মত অমন কোরে চেঁচাচ্ছিলি কেন বল ত?

নদেরচাঁদ। জান, সব্বানন্দ ঠাকুর লোকজন ল'য়ে লড়াই কোত্তে গিয়েছে। আমায় যেতে বলেছিল, আমি লম্বা দিলুম।

কেনারাম। পামর! দেশের জন্য তোর একবিন্দুও মায়া মমতা নাই? তুই দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধে না গিয়ে পালিয়ে এসেছিস্? মরণ তো আছেই, তবে যুদ্ধে যেতে ভয় কি? তুই নিতান্ত নরাধম, পশুর অধম। হারে কাপুরুষ! তুই অন্তঃপুর-চারিণী স্ত্রীলোক হ'য়ে জন্মিলি না কেন? রে পাষণ্ড! ষণ্ড কুষ্মাণ্ড খণ্ড ভণ্ড দণ্ড প্রচণ্ড অণ্ড! তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড

করে দণ্ড দেওয়া সমীচীন। তুই যুদ্ধে গেলি না কেন? এত ভয়? মর্ মর্।

নন্দেরচাঁদ। বকিস্‌নে বকিস্‌নে, তুই পালিয়েছিস্ কেন?

কেনারাম। পালাব না ব'সে থাক্‌বো নাকি! আমি বীরের মত যুদ্ধ করেছি। কাঠপীপ্‌ড়ের ঝাড় নিপাত করেছি।

(জনৈক আহত সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। বাবারে! ম'লেম! ম'লেম!

কেনা ও নন্দে। ওরে! কি হবে রে? (ছুটাছুটি করণ)

দাসরাজ নিপাত যাক, সর্ব্বানন্দ মরুক মরুক।

সৈনিক। স্থির হও। তোমরা ওরূপ কচ্চো কেন?

কেনারাম। বাবা! তোমার হাতে রক্ত কেন? তোমার পায় কি হয়েছে?

সৈনিক। একটা গুলি লেগেছে।

কেনারাম। বাবারে! (কম্পন)

নন্দেরচাঁদ। এখনি তো আমায় গালাগালি দিয়াছিলে, ভয় পাচ্চ কেন? যাও যুদ্ধে যাও।

কেনারাম। ও কথা আর বোলো না, আমার ঘাট হয়েছে, এই নাক মলা খেলুম, এই কাণমলা খেলুম। একটু গোবর গুলে আমার মুখ শুদ্ধ করে দে। নন্দেরচাদ! একটা কথা শোন্, মুখের জোর ছাড়তে নাই, লোকে ভীরু বলে। (সৈনিকের প্রতি) সৈনিক ভায়া! তোমায় গোটা কতক ভাল উপদেশ দিচ্ছি শোন। লড়াই কত্তে ইচ্ছে যায়, আমার মত লড়াই কত্তে শেখো, গাছপালা, গাধা, পাঠা,

ভেড়া, এই গুলোকে পাঠান সেনা মনে কোরে এদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে মনের সাধটা মিটাও। ওদের মার্‌বে, কাটবে, যুদ্ধে জয় হবেই, বাবা, জ্যান্ত যুদ্ধে যেও না, গেলেও পেছনে পেছনে থাকবে। বেগতিক দেখ, দে ছুট্। আমার মূল্যবান কথাগুলো মনে রেখ ভায়া! এখন আমার সঙ্গে এসো, অষুদ দেবো এখন।

(সকলের প্রস্থান)

(যুবকগণসহ সর্ব্বানন্দের প্রবেশ)

সর্ব্বানন্দ। মায়ের সন্তান যে যেখানে আছ,—দেশের জন্য,রাজার জন্য, নিজের স্ত্রী পুত্রাদির জন্য সমরক্ষেত্রে বীরতেজে অগ্রসর হও। সকলে সমস্বরে গাও "স্বদেশ আমার জননী আমার"—

সমবেত গীত।

"স্বদেশ আমার জননী আমার" গাওরে গভীরে গাওরে বীর।
সে ভীম শব্দে, বারিধি বক্ষে স্তব্ধ হোক্ উন্মত্ত নীর।
যাহার কোলে অন্নজলে সংবর্দ্ধিত এ শরীর,
গাওরে উচ্চে কোটিকণ্ঠে জয়গাথা সে জননীর॥

কোরস্-—মাতৃকার্য্যে বীরবীর্য্যে ঢাল' রক্ত ধমনীর।
শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব করি উড়াও উচ্চে ধ্বজাচীর॥

"স্বদেশ আমার স্বর্গ আমার" গাওরে গীতি জয়শ্রীর।
শুনি সে শব্দ হোক্‌রে স্তব্ধ বীরজব্রজ পৃথিবীর।
জন্মিল যেথা ভীমার্জ্জুন ভীষ্মদ্রোণ কর্ণবীর।
কে আছে মহীতে বীরপ্রসূ হেন পূজ্য আর্য্যজননীর॥

কোরস্-—মাতৃকার্য্যে ইত্যাদি।

"রাজা আমার দেবতা আমার" গাওরে ভূপভক্তবীর।
সে ঘোর শব্দে জলদবৃন্দ বিমানবর্ত্মে রহুক স্থির।
কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মসাধিতে সাজ সাজ কর্ম্মবীর।
জগাও সুপ্ত শৌর্য্যবীর্য্য ধররে অস্ত্র, দেওরে শির॥

কোরস্——মাতৃকার্য্যে ইত্যাদি।

নৃপতিভক্ত দেশানুরক্ত যেখানে যে আছ ক্ষত্রবীর।
মিলিতকণ্ঠে গাওরে গভীরে গাওরে জয় শ্রীশঙ্করীর।
আর্য্যবংশজ আর্য্যঅংশজ দাঁড়াও আজিকে আর্য্যবীর।
তুচ্ছ করিয়া উচ্চশির, উচ্চশির হও পৃথিবীর॥

কোরস্——মাতৃকার্য্যে ইত্যাদি।

সর্ব্বানন্দ। সকলে সমবেতস্বরে বল "জয় মা শরঙ্কীর জয়"

(কেনারামের পুনঃ প্রবেশ)

কেনারাম। এইবার এইবার! কেমন সোণার চাঁদেরা। বড় দেমাক কোরেছিলি না? বাবা! মেয়েমানুষের এমন বজ্জর ঠোক্কর আর কখনো খেয়েছিস্? গঙ্গামাইর ঠেলায় ঐরাবত এখন তখন হ'য়েছিল, কালীমাইর ঠেলায় শুম্ভ নিশুম্ভু, রক্তবীজ, দুর্গাসুর মহিষাসুর সব অসুর চিৎপটাং হয়েছিল, পদ্মিনীর ঠেলায় আলাউদ্দীন হাবুডুবু খেয়েছিল, আর এই মেহারবাসিনীদের ঠেলায় পাঠান কোজ চাম্পোরোতা ভ্যাঃ। এই কেনারামের মত পাঠান-দের পায়ের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, বোল্‌তে হবে। বেটারা আমায় গুরু মেনে আমার কাছে যদি কিছু লড়াইয়ের

ফন্দী শিখে যেতো, তাহলে কি এত এত জখম হত·
মেয়েমানুষগুলোর বাহাদুরী আছে। লোকে ওদে:
অবলা বলে যে কেন, তাত বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। বাবা
ওরা যদি অবলা তবে সবলা কে? এদিকের কথা
এই, ওদিকে সর্ব্বানন্দ ঠাকুরও ব্যাটাদের দু'দুবার হটি
দিয়েছে। খুব হ'য়েছে, উড়ে এসে জুড়ে বস্‌তে চান, কেম
জব্দ? কেমন জব্দ? আমিও যাব নাকি? সব পাঠা
গুলোকে একধার থেকে ভবসিন্ধুর ওপার কোরে দি
আস্‌বো নাকি? মার্! মার! (একটা বৃক্ষে প্রহার

(বেগে নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদেরচাঁদ। কেনা! কেনা তুই এখানে? পালা, পালা, এলো ব
এবার সর্ব্বানন্দ ঠাকুর হেরেছে।

কেনারাম। বলিস্ কি? আমি যুদ্ধে যাচ্ছিলুম যে। তা, চল্ চ
সোজা পথ দেখি। (প্রস্থান

(মুশলমান সৈনিকগণের প্রবেশ)

সকলে রক্ষা নাই রক্ষা নাই, পালা লালা।

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনারাম। শালারা! পালাবি কোথায়? মেরে হাড়গুড়ো ক'
দেবে। (পশ্চাদ্ধাবন) (স্বগতঃ) দূরে থেকেই ধ
কানো ভাল, কাছে গেলে যদি রুকে আসে।

(আকাশ বাণী)

কোথায় প্রমথগণ! যাও, পাঠান সৈন্য নির্ম্মূল কর, এক
প্রাণীও যেন ফিরে যেতে না পারে। ওদের যুদ্ধ জাহা

ডুবিয়ে দেও। আমার প্রিয়ভক্ত সর্ব্বানন্দ ও মহারাজের উদ্ধার সাধন কর।
একি বাবা! কি বেজায় আওয়াজ! এমন মেঘের গর্জ্জনের মত বিকট শব্দ ত আর কখনও শুনি নি। কি একখানা ভূতুড়ে কাণ্ড না জানি ঘটে, পালাই বাবা! (প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

(প্রমথগণ কর্ত্তৃক রণতরী জলনিমজ্জিত)

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—রাজা আসীন।

সর্ব্বানন্দ, শিবনাথ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ।

রাজা। গুরুদেব! পণ্ডিতবর আগমাচার্য্য অবসর গ্রহণ করায় আজ হ'তে আপনি প্রধান পণ্ডিত পদে বৃত হ'লেন।

(সম্মান সূচক মাল্যাদি দান)

জ্যোতির্ষার্ণব। (স্বগতঃ) একটা গণ্ডমূর্খ প্রধান পণ্ডিত হলো? ধিক্ জীবন!

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ! রাণী মা জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন, আজ কি তিথি।

রাজা। পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলী! আজ কি তিথি? (সকলের গণনা করণ)

সর্ব্বা। এ কথা বোল্‌তে অত হিসেব কত্তে হচ্চে? আজ পূর্ণিমা।

সকলে। দুয়ো! দুয়ো! অমাবস্যা হ'লো পূর্ণিমা? (সকলের দাঁড়ান)

জ্যোতির্ষার্ণব। খুব পাণ্ডিত্য ফলিয়েছেন ম'শায়! পূর্ব্বেই প্রধান পণ্ডিত হ'য়েছেন, এখন সভাপতি দিগ্‌গজ বা ঐরূপ একটা কিছু উপাধিতে অলঙ্কৃত হলেই ষোল আনা বিদায় পা'বেন, দেশেও ঢি ঢি পড়ে যা'বে। শিবনাথ! তোমার পিতাকে একটা মেটে কলসী আর একগাছা দড়ি কিনে দাও, যে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন, পুরস্কার দেওয়া উচিত।

সকলে। ছি ছি, এমন মুর্খও সভার প্রধান পণ্ডিত। [সকলের প্রস্থান।

রাজা। (শিবনাথের প্রতি জনান্তিকে) আপনি গুরুদেবকে রাজসভায় আস্‌তে নিষেধ কর্ব্বেন। (ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্বানন্দের প্রস্থান) আমি গুরুনিন্দা শ্রবণ কোত্তে পারি না।

[ভৃত্য সহ রাজার প্রস্থান।

শিবনাথ। আমার জীবনে ধিক্! আমি কিরূপে লোকসমাজে মুখ দেখাব? এ হ'তে মৃত্যু শত সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! যেখানে যা'ব সেইখানেই ত কথা শুনতে হ'বে। ছিঃ ছিঃ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সর্ব্বানন্দের বাটী—পাকশালার সম্মুখভাগ।

শ্যামাসুন্দরী ও বল্লভাদেবী আসীনা।

বল্লভা। ঠাকুরঝি! এত বেলা হলো, রাজবাড়ী থেকে আপনার ভাইও ফির্‌চেন না, শিবু্‌ও ফির্‌চে না, রাজবাড়ীতে কোন আপদবিপদ ঘটে নি তো?

শ্যামা। তা কি জানি? ঐ যে শিবনাথ এসেছে। (শিবনাথের প্রতি) শিবু! এত বেলা হ'লো কেন বাবা? ও কি! তোমার চোখ ছল ছল কচ্চে কেন? কি হয়েছে বাবা? তোমায় কেউ অপমানিত করেছে?

শিবনাথ। পিশিমা! পিশিমা!

শ্যামা। কি বাবা! কাঁদ্‌চো কেন?

শিবনাথ। স্নেহময়ী পিশিমা আমার !
স্নেহময়ী জননী আমার !
এতদিনে এ অধমে দেও গো বিদায়।

বল্লভা। বাবা ! বাবা !
ও কি কথা কহিলে আমায় ?
কহ বৎস ! কি দুঃখে দহিছে তব হিয়া ?
প্রাণাধিক্ ! কি কব অধিক ?
বজ্রসম বুকে বাজে তোর নেত্র জল।
কহ বাছা ! কহ জননীরে,
অকস্মাৎ হেন ভাব কেন হেরি তব ?

শ্যামা। বাবা আমার ! লক্ষ্মী আমার ! সোণার চাঁদ আমার ! বল বল কি হ'য়েছে ? মাথা খাও, কেঁদোনা, বল কি হ'য়েছে।

শিবনাথ। কি বলিব ? কেমনে বলিব ?
হেন কথা পাপজিহ্বা রটিতে অক্ষম।
বাক্য নাহি সরে মুখে,
বাষ্পজলে রুদ্ধ কণ্ঠ মোর।
মর্ম্মান্তিক যে যাতনা পেতেছি হৃদয়ে,
সে বেদনা কহিবার নয়।
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে অন্তঃস্থল,
সহস্র ভুজগ যেন দংশে অন্তঃস্থল,
সহস্র অনলকুণ্ড জ্বলে হৃদিমাঝে।
অশক্ত দূরিতে জ্বালা মলয় অনিল,

অশক্ত দূরিতে জ্বালা সুশীত সলিল,
অশক্ত দূরিতে জ্বালা সুশীত চন্দন,
অশক্ত দূরিতে জ্বালা তুহিন তুষার।
আকাশ! আকাশ!
করযোড়ে করি এ মিনতি—
ভেঙ্গে পড় মস্তকে আমার ;
চূর্ণ করি এ দেহ দুর্ভার
মিশাও অচিরে সব বালুকার সনে।
দুঃসহ প্রাণের জ্বালা হোক্ অপনীত,
পরম চরম শান্তি লভি এ জীবনে। (রোদন

বল্লভা। বাবা! ওকি কথা কহিতেছ তুমি?
বৎস! জ্ঞানী তুমি ;
মা'র প্রাণে দিওনা বেদনা।
বিবরিয়া কহ মোরে,
কি কষ্ট হয়েছে তব মনে।

শিব নাথ। স্নেহময়ী প্রসূতি আমার!
কেন না মরিনু আমি শৈশব সময়ে?
মা! মা! কহিতে পারি না কথা,
বাক্য নাহি স্ফুরে মুখে,
ফেটে যায়, ভেঙ্গে যায় হৃদয় আমার।
"কোন্ তিথি আজি"
জিজ্ঞাসিল নরমণি পণ্ডিত সকলে,
পিতৃদেব,—কি কহিব হায়!—

পিতৃদেব না চিন্তিয়া দিলেন উত্তর—
"পৌর্ণমাসী তিথি আজি।"
অমনি সভাস্থ সবে হাসিয়া উঠিল,
অকথা কুকথা কত কহিতে লাগিল,
ধিক্ ধিক্ করি সবে দাঁড়ায়ে উঠিল,
হানিল হৃদয়ে মম শ্লেষবাক্যশেল।
মহারাজ নিষেধিল জনকে আমার
যাইতে সে সভামাঝে আর।
মাগো! কি বলিব?
ছড়াইয়া যায় যথা তৈল বিন্দু জলে,
তেমতি এ কথা রাষ্ট্র হলো দেশময়।
সকলেই পিতৃনিন্দা করে,
সে নিন্দা কেমনে বল শুনিব শ্রবণে?
অবনত উচ্চশির মম;
ঘৃণায় লজ্জায়,
এ ধরায় থাকা যুক্তি নয়।
এ জীবন করি পরিহার,
সমূহ দুঃখের করে পাইব নিস্তার।

শ্যামা। বাবা! বাবা! স্থির হও, আজ্ হ'তে সব্বাকে বেরুতে দেবো না, না বেরুলে আর কি? এস, বস।

শিব। আমায় আর বোস্‌তে বোল না, আমি আর বোস্‌বো না।

শ্যামা। এস সোণার চাঁদ আমার! (বসাইয়া বাতাস করণ) বৌ, আসন করগে,বাছার বড় খিদে পেয়েছে আহা! মুখ থানি শুকিয়ে গেছে।

শিব। আমায় এখন যমে নেয় তো বাঁচি।

বল্লভা। ছিঃ! অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে?

শিব। মাগো! তীব্র অশান্তিবিষে দেহ-জর্জ্জরিত হ'য়েছে, অন্ন-গ্রহণে আর ইচ্ছা হয় না।

শ্যামা। যাওনা বৌ ভাত বাড় না গে।

(ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্বানন্দের প্রবেশ)

শ্যামা। খুব খিদে পেয়েছে বুঝি? তাই আস্তে আস্তে বাড়ীমুখো হ'য়েছিস্? পোড়ার মুখো! তুই মরিস্ না কেন? জ্বালা ঘুচে যাক্; আজ্ অমাবস্যা কি পূর্ণিমা,এই কথাটা ঠিক্ ক'রে বল্‌তে পাল্লি নে? লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বাবা কি না ক'রেছিলেন? তখন লেখাপড়া না ক'রে সারাদিন কেবল দুষ্টুমি! বাসুদেব ঠাকুরের বংশে যে এমন মূর্খ জন্মিবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এত লোক মরে, এ হতভাগার যমও নাই। এ কুলাঙ্গার যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন আমার শিবুর কপালে সুখ নাই। তোর গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! তুই শীগ্‌গির শীগ্‌গির মর্, আপদ চুকে যাক্।

বল্লভা। কোন্ মুখে ফিরিয়াছ গৃহে?
নারী আমি,
তুমি মম হৃদয় দেবতা,
অযৌক্তিক, রূঢ় বাক্য কহিতে তোমায়।
কিন্তু, প্রাণের আবেগে, মনের জ্বালায়
মৌন থাকা অসম্ভব অতি।
বদ্ধ জল পথ পেলে ধায় বেগে যথা,

তেমতি ছুটিছে মম প্রাণের বেদনা ;
রোধ করা অসম্ভব।
অমেয় প্রতিভাশালী সুধীপুরঃসর
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ধার্ম্মিকপ্রবর
প্রভুপাদ বাসুদেব পিতামহ তব,
তাঁর পৌত্র তুমি হায় এত নিরক্ষর ?
সুপণ্ডিত শম্ভুনাথ জনক তোমার,
তাঁর পুত্র তুমি হায়, এত নিরক্ষর ?
সুকৃতি আগমাচার্য্য অগ্রজ তোমার,
তাঁর ভ্রাতা তুমি হায় এত নিরক্ষর ?
সুবিদ্বান শিবনাথ তনয় তোমার
তার পিতা তুমি হায় এত নিরক্ষব ?
উজ্জ্বল তপননিভ নিরমল কুলে
অর্পিলে কলঙ্ককালী তুমি ?
অহো বিধি ! একি বিধি তব ?
সৃজিলে অসার তরু নন্দনকাননে ?
অম্লান কুসুমদলে জন্মাইলে কীট ?
কাঞ্চন খনিতে হায় সৃজিয়াছ কাচ ?
আমি যে অবলা,
অধিক কি কব আর ?
আমারো অযোগ্য তুমি।
ছি ছি ছি ছি ! ধিক্ তব প্রাণে।
(আগমাচার্য্যের প্রবেশ ও বল্লভার প্রস্থান)

আগমাচার্য্য। সর্ব্বানন্দ!

বড় আদরের ছিলি তুই,

সে আদরে ঘটিল প্রমাদ।

এত মূর্খ তুই?

কুলে কালী করিলি অর্পণ?

ডুবাইলি পিতামহ নাম?

ডুবাইলি জনকের নাম?

কুলাঙ্গার! কোন্ মুখে ফিরিয়া আসিলি?

দূর হ, দূর হ।

শ্যামা। শিবু! খাও খাও গে।

শিব। না পিশিমা! আমি খাব না।

আগম। খাবে না কেন? এস বাবা! এস। (উভয়ের প্রস্থান

শ্যামা। (আসন পাড়িয়া) পিণ্ডি গিল্‌বেন আসুন, দাঁড়িয়ে কেন? (সর্ব্বানন্দের উপবেশন) যাই, দেখে আসি শিবু খাচ্চে কি না। (প্রস্থান)

সর্ব্বানন্দ। হায়! হায়! আমি কেন লেখাপড়া শিখি নাই? ওঃ!

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

(ভস্মপাত্র হস্তে বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। যার যে উপযুক্ত খাদ্য, সে তা খাক্। (প্রস্থান)

সর্ব্বানন্দ। মৃত্যু! মৃত্যু!

এ সময়ে বন্ধু হও তুমি।

অশান্তিতে জরজর যারা,

দুঃখভরা পরাণ যাদের,

তুমি চির সহায় তাদের।
যেখানে নাহিক জ্বালা, নাহিক বিষাদ,
যেখানে বিষয় বিষে দহেনা মানস,
যেখানে সমান সদা মান অপমান,
যেখানে নাহিক মাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান,
হে মৃত্যু!
সকাতরে মিনতি তোমারে,
নিয়ে যাও ত্বরা মোরে সে শান্তিভবনে।
চেয়ে দেখ ওহে জগজ্জন!
চেয়ে দেখ মোর পানে মেলিয়া নয়ন।
জানিও নিশ্চয়,
এ জগৎ চির স্বার্থপর।
বিদ্যাহীন গুণহীন হ'লে,
হইলে অক্ষম ভাই ধন উপার্জ্জনে,
নিয়ত শুনিতে হয় কটূক্তি সবার;
কোন স্থানে সমাদর নাহিক তাহার।
দারাপুত্র পরিজন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে,
দিন রাত্রি জ্বালায় তাহারে।
এ ব্যথার ব্যথী যদি থাক কোন জন,
বোঝো এবে আপনার মনে,
কি ভীষণ অন্তর্দ্দাহ আমার পরাণে।
মন! জিজ্ঞাসি তোমায়,
আরো চাও সংসারের সুখ?

ছিন্ন কর মমতা বন্ধন,
ছিন্ন কর বিষয় বন্ধন,
ছিন্ন কর প্রণয় বন্ধন,
চল মন! খুঁজে দেখি সার সুখ কোথা!
রে নয়ন! অসার নয়ন!
কর বিলোকন কি আছে সম্মুখে তব।
ভস্ম নয়?
তুমিই তো বেঁধেছিল প্রণয় নিগড়ে,
শিখালে বাসিতে ভাল এ পার্থিব সব,
ভস্ম নয় পুরস্কার তার?
একদিন একদিন এ সুন্দর কায়,
হয়ে যাবে ভস্মে পরিণত,
তবে কেন দেহের মমতা?
দূর কর ভস্ম অন্তরের,
মাখ ভস্ম সর্ব্ব কলেবরে,
ভস্ম দেও বিষয় আশয়ে,
ভস্ম দেও অলীক প্রণয়ে,
ভস্ম দেও যাহা নহে মোর।
চল মন! শ্মশান-বাসিনী
শঙ্করীর করিগে সন্ধান।
নিভৃত বিপিনে বসি
চিন্তিব মায়ের পদ।
যার জন্য সহিলাম এত অপমান

সেই বিদ্যা শিখিব এবার।
জয় মা শঙ্করী! (প্রস্থান)

(অন্নপাত্র হস্তে বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। একি! একি! কোথায় গেলেন? কোথায় গেলেন? বুঝি মনের দুঃখে বিবাগী হোয়ে চ'লে গেলেন। হায়! হায়! আমি কি কল্লেম? শিবু! শিবু! বাবা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, শীগ্‌গির চলে আয়।

(শিবনাথ ও শ্যামা সুন্দরীর প্রবেশ)

শ্যামা। বৌ, অমন কচ্চো কেন? কি হয়েছে?

বল্লভা। ঠাকুর ঝি! তিনি বুঝি মনের কষ্টে বিবাগী হয়ে চলে গেলেন! শিবু! দেখ্‌ছিস্ কি? ছল ছল চোখে চেয়ে থাক্‌লে কি হবে? যা যা, তোর জেঠামশায়কে সঙ্গে কোরে গিয়ে খুঁজে দেখ।

শিব। বাবা! বাবা! (বেগে প্রস্থান)

শ্যামা। সর্ব্বারে। কোথায় গেলি? ফিরে আয়। তোকে আর কখনো কিছু বোল্‌বো না, ফিরে আয়!

বল্লভা। ঠাকুর ঝি! এগিয়ে দেখ, এগিয়ে দেখ! (শ্যামার প্রস্থান) হায়! আমি কি পাপিনী? ক্ষুধাতুর স্বামী খেতে বসেছেন। তাঁর পাতে আমি ছাই দিলাম্। যখন ভস্মের পাত্রটা তাঁর সাম্‌নে দিলেম, তখন তিনি সজল নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি পাষাণী, আমি কেন তখন তাঁর পা'দুটি জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলেম না? স্বামিন্! প্রভো! আমি বড় অপরাধিনী, আমায় ক্ষমা করো!

ফিরে এস, ঘরে ফিরে এস। না না, তিনি আর ফির্‌বেন না। আমার কাণে কাণে কে যেন বল্‌চে তিনি আর ফির্‌বেন না। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা সর্ব্বারে! ঘরে ফিরে আয়রে। তোর মুখখানি না দেখে আমার বুক ফেটে যায়। ভাইরে! আমি সব শোক সব দুঃখ ভুলে গিয়ে মনের আগুণ চাপা দিয়ে কেবল তোর চাঁদ মুখখানি দেখে বেঁচে আছি। সর্ব্বারে! সোণারে! ঘরে ফিরে আয়, তোকে আর কখনও কিছু বোল্‌বো না, আয় ফিরে আয়।

বল্লভা। (উত্থান পূর্ব্বক) ঠাকুর ঝি! ঠাকুর ঝি! তাঁর দেখা পেয়েছ কি? আমার প্রাণ যে বেরিয়ে যায়। আমি আমার প্রাণের দেবতাকে চিন্‌লেম্ না। অযত্নে বিদায় দিলেম। ওঃ! আমার প্রাণের ভেতর দাউদাউ কোরে আগুণ জ্বল্‌চে। আমি যে জ্বলে মরি! আমি যে পুড়ে মরি। ঠাকুর ঝি! শিবু কি এখনও ফিরে আসে নাই?

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। পিশিমা! মা! আর কাঁদ্‌ছো কি? আমি সব জায়গা খুঁজে এসেছি, কোথাও বাবার দেখা পেলেম না। মাগো! বাবা সংসার ত্যাগী হ'লেন, কি মনের কষ্টে প্রাণত্যাগ কল্লেন বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। বাবা! ঘরে ফিরে এস।

(ঝুড়ি মস্তকে পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণানন্দ। (ঝুড়ি রাখিয়া) তোমরা কাঁদ্‌ছো কেন? কি হয়েছে?

শ্যামা। পূর্ণারে! তোর ছোটদাদা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে! পূর্ণারে! রাজসভায় সর্ব্বা বলে এসেছে আজ পূর্ণিমা; তাই সকলে গালাগালি দিতে লাগ্‌লো, বাড়ীতে এলে পর আমরা সকলেও যারপরনাই তিরস্কার করেছি, তাই মনের কষ্টে কোথায় চলে গেছে। পূর্ণারে! দাদারে! একবার খুঁজে দেখ্, আমার প্রাণের ভাইকে একবার এনে দেখা। তোর হাতে ধরি, শীগ্‌গির যা, খুঁজে নিয়ে আয়।

পূর্ণ। দাদা! আমায় ফেলে কোথায় গেলে! [বেগে প্রস্থান।

শিব। পূর্ণাদাদা! দাঁড়াও আমিও যা'ব,—— [প্রস্থান।

শ্যামা। শিবুও বুঝি পাগল হ'য়ে গেল। শিবু! শিবু! [প্রস্থান।

বল্লভা। প্রাণের মধ্যে সহস্র চিতানল জ্বলছে! অসহ্য—অসহ্য! কোথায় নিভাব? কোথায় নিভাব? কি ক'রে—কি ক'রে নিভাব? আগুনে আগুন নিভা'ব। আগুন! আগুন! আমায় কোলে নেও, আমি জ্বলে ম'লেম্, আমায় কোলে কর, আমায় শান্তি দেও। (বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনভূমি।

(তালবৃক্ষে উত্থিত সর্ব্বানন্দ সর্পচ্ছেদন করিতেছেন—বৃক্ষতলে সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।)

সর্ব্বানন্দ। বড় ফোঁস্ করে কামড়াতে এসেছিলি না? কেমন শাস্তি! কেমন শাস্তি! (ভূতলে নিক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।

সন্ন্যাসী। কে তুমি গো মহাবল,
আরোহিয়া তালবৃক্ষচূড়ে
ভয়ঙ্কর বিষধর করিলে সংহার
দংশনে উদ্যত যবে ফণা আস্ফালিয়া ?
সাবাস্ সাহস তব।
কহ বৎস! কি কার্য্যসাধনে
আরোহিলে দুরারোহ তাল তরুশিরে ?
কি সাধনা বাঞ্ছা তব ?
অবতরি ভূমিতলে
বল বৎস! অভিপ্রায় তব।
যে ব্রতে হয়েছ ব্রতী,
আশু পূরাইব তাহা আশা ফলদানে।

সর্ব্বানন্দ। বিটপীর পাদদেশে কে এ মহাজন ?
বিভূতি ভূষিত কলেবর,
জটাজুট পৃষ্ঠে বিলম্বিত ;
বালভানুকর মাখা ওষ্ঠপ্রান্তযুগ,
রঞ্জিত রক্তিমরাগে নয়নযুগল,
পরিধানে গৈরিকবসন,
করে ধরা সুরম্য পিণাক।
কে এ অবধূত ?

সন্ন্যাসী। বৎস! অবরোহ বৃক্ষ হ'তে ;
পূরাব বাসনা তব, আশাফল দানে!

সর্ব্বানন্দ। (অবতরণ পূর্ব্বক) প্রণিপাত শ্রীপদপঙ্কজে

হে কৃপানিধান!
অনুগ্রহ করিতে অধমে
মায়ায় মানুষ দেহধারী
তুমি প্রভো ভকতবৎসল।
কোটি কোটি নমস্কার চরণ কমলে। (প্রণাম)

সন্ন্যাসী। কি উদ্দেশ্যে তালবৃক্ষে আরোহিলে তুমি—
কহ বৎস! বিবরিয়া মোরে।

সর্ব্বানন্দ। প্রভো! আমি অতি নিরক্ষর। অজ্ঞতাবশতঃ অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা বলে সভাসদ্ কর্ত্তৃক অবমানিত ও গৃহজন কর্ত্তৃক ভৎ'সিত হয়ে বিদ্যাশিক্ষা নিমিত্ত তালপত্র আহরণার্থে এই তালবৃক্ষে আরোহণ করেছিলেম।

সন্ন্যাসী। তোমার অকিঞ্চন বিদ্যাশিক্ষা করে প্রয়োজন নাই। এস, তোমায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক মহামন্ত্র প্রদান করি। (কর্ণে মন্ত্র প্রদান) বৎস! এই মন্ত্র জপ করো, সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হবে।

সর্ব্বানন্দ। গুরো!
কোটি কোটি নমস্কার করি পদযুগে,
কর আশীর্ব্বাদ,
মনসাধ পূর্ণ হয় যেন।

সন্ন্যাসী। দাঁড়াও বৎস! তোমার বক্ষঃস্থলে লিখে দিচ্ছি। (লিখন) আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তুমি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করো।

[প্রস্থান।

সর্ব্বানন্দ। মরি! মরি! প্রাণে যেন কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল খেলা কচ্চে; যে পবিত্র আনন্দে আনন্দধাম নিত্যানন্দময়,

সেই বিমল আনন্দে অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়েছে। নিরানন্দভরা ধরায় এ আনন্দোচ্ছ্বাস নাই—থাক্‌তেও পারে না। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

(পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণ। দাদা! দাদা! তুমি এখানে? আমায় বলেও এলে না? দাদা! চাঁদবদনে একবার পূর্ণা দাদা বলে ডাক, আমি তাপিত প্রাণ শীতল করি।

সর্ব্ব। পূর্ণাদাদা, প্রাণখুলে বাহুতুলে বল জয় আনন্দময়ীর জয়।

পূর্ণ। (স্বগতঃ) এ কি! এ অপূর্ব্ব ভাব ত আর কখনও দেখি নাই; সর্ব্বানন্দ যেন আজ সর্ব্বানন্দে বিহ্বল! ও কি? বুকের উপরে কি লেখা? "মেহার প্রদেশে, গাঢ় অমা-নিশাতে, নিবিড় কাননস্থ জিন বৃক্ষের মূলে পৌষমাসের সংক্রান্তিদিনে, শুক্রবার নিশীথকালে অপ্রকাশ্যা জগন্মাতা প্রকাশিতা হইবেন। তুমি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শবারোহণ পূর্ব্বক এই সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ক মন্ত্র জপ করিও, তাহা হইলে বিশ্বজননী ভগবতী তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হ'য়ে তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।" প্রভুপাদ বাসুদেব ঠাকুরও কামাখ্যাক্ষেত্রে দেহত্যাগের সময়ে মায়ের এই আদেশ পেয়েছিলেন। আজই ত সিদ্ধিলাভের দিন। (প্রকাশ্যে) দাদা! সন্ধ্যা হয়ে এলো; এস জীনবৃক্ষের অন্বেষণ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাননস্থল।

(দরবেশ ধ্যানস্তিমিত—উজ্জ্বল দৃশ্য—সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রবেশ হেতু পুনরন্ধকার)

সর্ব্ব। পূর্ণাদাদা! এস এস।

পূর্ণ। ঘোর অন্ধকারময় রাত্রি, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে, পথ কোথায়?

সর্ব্ব। আমি ত বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি, সবই আলোকময়। এস, আমি তোমায় হাত ধরে নিয়ে যাই।

পূর্ণ। জীনবৃক্ষ কোথায়?

সর্ব্ব। বোল্‌তে পারি না, এস অন্বেষণ করি।

দরবেশ। (স্বগতঃ) এই লোকদুটী জীন গাছ খুঁজছে, রাত্রির আঁধারে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চে না।

[ফুঁ দিয়া আলো জ্বালান।

সর্ব্ব। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সহসা আঁধারে আলো জ্বলে উঠ্‌লো। ও কে সন্ন্যাসী?

পূর্ণ। হে মানবদেহধারী দেবতা! বলে দেও জীনবৃক্ষ কোথায়?

দরবেশ। নিবিড় বনের মধ্যে চলে যাও, যে স্থানে দেখ্‌বে ভূগর্ভ হ'তে জ্যোতি নির্গত হ'য়ে সমস্ত বনদেশ আলোকিত কচ্চে, শোন্‌বে মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত হ'চ্ছে, সেইখানে দ্রুতপদে উপস্থিত হ'য়ে সুড়ঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষটীকে লক্ষ্য

কর্ব্বে। সেই বৃক্ষটী জীনবৃক্ষ। তোমরা উপস্থিত হ'লে সেই আলোক তিরোহিত হ'বে, সঙ্গীত বন্ধ হ'বে।

পূর্ণ। এস যাই। [উভয়ের প্রস্থান ও দরবেশ ধ্যানস্থ।

দৈববাণী।

এস বৎস! তোমার কার্য্য শেষ হ'য়েছে। যেখানে তোমার দেহত্যাগ হ'বে, সেইখানে প্রস্তরময় সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হ'বে, সম্মুখভাগে রক্তোৎপলপরিশোভিত বৃহৎ সরোবর বিদ্যমান থাক্‌বে। এই স্থান রান্তি সাহেবের দরগা বলে খ্যাত হ'বে, হিন্দুমুসলমানের পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র হ'বে।

(দিব্যরথ অবতরণ ও দরবেশের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

(জীনবৃক্ষের মূল—জ্যোতি উঠিতেছে—সঙ্গীত হইতেছে)

(সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রবেশ—অন্ধকার ও সঙ্গীত বন্ধ)

সর্ব্ব। পূণা দাদা। জীনবৃক্ষ তো এই। শব পা'ব কোথায়?

পূর্ণ। আমি শব হই, তুমি তদুপরি ব'সে মায়ের সাধনা কর।

সর্ব্ব। পূণা দাদা! তুমি প্রাণত্যাগ কোর্ব্বে? তোমায় ছেড়ে কি ক'রে বাঁচবো?

পূর্ণ। আমার জন্য চিন্তা কি? যখন মা এসে তোমায় বর গ্রহণ কত্তে বোল্‌বেন্, তখন তুমি বোলো—বর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, সব পূণাদাদা জানে, তা হলে মা আমায় পুনর্জ্জীবিত কর্ব্বেন। জয় মা কালি। (প্রাণত্যাগ)

সর্ব্ব। (শবারোহণ পূর্ব্বক) জয় মা জগদম্বে! (ধ্যান)

(সহসা দেবীর ভূবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব)

দেবী। বৎস! আমি তোমার তপস্যায় পরম সন্তোষ লাভ করেছি। আজ হ'তে তুমি আমার নিজ পুত্র হ'লে, তোমার যখন যে ইচ্ছা হয়, তাহা পূর্ণ করে দেবো। এখন বর গ্রহণ কর।

সর্ব্ব। (উত্থানপূর্ব্বক) হে বিশ্বজননি।
করি প্রণিপাত তব বিমল চরণে।
তোমার মায়ার খেলা বুঝিব কেমনে?
তোমার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
চন্দ্র সূর্য্য তারা উঠে, সমীরণ বয়,
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর স্বরূপ তোমার,
শ্রীপদ-কমলে তব, কোটি নমস্কার।
শিবময় পদে তব অপার মহিমা,
বেদাদিতে নারে দিতে গৌরবের সীমা,
কৃপাকণা পেলে তার, তৃপ্তি সর্ব্বকামনার,
বিমল পরমানন্দ বিরাজে শ্রীপদে,
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মম তব শুভপদে।
সমস্ত শক্তির মূলে তব অধিষ্ঠান,
সব ধর্ম্মে গায় মাতঃ তব গুণগান।
তব তথ্য বুঝিবার, শকতি নাহিক কার,
তব মর্ম্ম নাহি বুঝে মুনিঋষিগণ,
সাধারণ মানবের বৃথা আকিঞ্চন।
অনন্তরূপিণী তুমি, নিখিল ভুবন

সাজায়েছ নানা সাজে চিত্তবিনোদন ;
অনন্ত বিশ্বের মাঝে, বিহরিছ নানা সাজে
স্বভাবে সাকারে মাতঃ ! আছ বিদ্যমান,
পুনঃ হেরি নিরাকার অপ্রকাশমান।
সংসারের পাপতাপ দহে প্রাণিগণে ;
কত দুঃখ দেয় দুষ্ট ষড়রিপুগণে
স্মরিলে চরণ তব, দূর হয় কষ্ট সব
জননী জঠোর জ্বালা নাহি রহে আর।
দয়াময়ি ! তব পদে কোটি নমস্কার।
হে কল্যাণি ! বিশ্বমাতঃ !
যে যে ভাবে ডাকে তোমা—তোমার সন্তান,
মাতৃস্নেহে গ'লে গিয়ে কর মোক্ষদান।
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি স্তবস্তুতি,
কৃপায় শ্রীপাদপদ্ম কর বিতরণ,
হয়েছি কৃতার্থ পেয়ে তব দরশন।

দেবী। বৎস ! আমি তোমার স্তবে বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। সত্বর অভীষ্টবর গ্রহণ কর। রাত্রি শেষ প্রায়, আমি নাথের বিরহে কাতর, ত্বরায় কৈলাসে প্রস্থান কর্ব্বো।

সর্ব্ব। মাগো ! ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবসেবিত তোমার চরণারবিন্দ দর্শনেই আমার সকল বর লাভ হয়েছে। তথাপি যদি বর দিতে চাও, পূর্ণাদাদাকে বল। আমি ও সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সকলই পূর্ণাদাদা জানে।

দেবী। বৎস পূর্ণানন্দ ! গাত্রোত্থান করে আমার পরমরূপ দর্শন

কর। (স্পর্শ) বৎস! তুমি অদ্যই মুক্ত হলে; এখন যথেপ্সিত বর গ্রহণ কর।

পূর্ণ। : (উঠিয়া) মা গো! তোমার দশবিধ রূপ প্রদর্শন কর।

"(গাঢ় রক্ত বর্ণ মণ্ডলে কালীমূর্ত্তি প্রদর্শন)"

সর্ব্ব ও পূর্ণ। শবশিববক্ষসি তে পরিরক্ষসি পাদং
অপহৃতভক্তসমূহবিষাদম্
ঈশ্বরি, ধৃত কালী-শরীরে,
জয় জগদম্ব তারে॥

"(গাঢ় বৈদ্যুতিক জ্যোতির্ম্মণ্ডলে তারারূপ প্রদর্শন)"

অতি বিপুল কটিতটে তব শার্দ্দূল চর্ম্ম
দিশতি বিবেকবতি সুচির শর্ম্ম
ঈশ্বরি, ধৃত তারাশরীরে
জয় জগদম্ব তারে॥

"(গাঢ় কৃষ্ণমণ্ডলে ষোড়শীরূপ প্রদর্শন)"

তরুণদিবসকরভাঃ শরীরে তব সক্তা
দর্শনে তরন্তি জনা অনুরক্তাঃ
ঈশ্বরি, ধৃত ষোড়শীরূপে
জয় জগদম্ব তারে॥

"(নীল মণ্ডলে ভুবনেশ্বরীরূপ প্রদর্শন)"

লম্বিতচিকুরভরে সুতনু তনুমধ্যে
সুমুখি ভবেশি ভবজন সুসাধ্যে
ঈশ্বরি, ধৃত ভুবনেশীরূপে
জয় জগদম্ব তারে॥

চতুর্থ অঙ্ক।

"(গাঢ় পীত মণ্ডলে ভৈরবীরূপ প্রদর্শন)"

বহসি কমলকরৈরভয়ং বর বিত্থাং

জপবটি পুস্তকামৃত কলসাত্থাম্

ঈশ্বরি, ধৃত ভৈরবীশরীরে

জয় জগদম্ব তারে ॥

"(ঈষৎ রক্তবর্ণ মণ্ডলে ছিন্নমস্তারূপ প্রদর্শন)"

পিবসি শিরসি বিলুনে রুধিরং স্বয়মুগ্রম্

জনয়তি ভীতি মিতি চ রূপমুগ্রম্

ঈশ্বরি, ধৃত ছিন্নমস্তারূপে

জয় জগদম্ব তারে ॥

"(পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলে ধূমাবতীরূপ প্রদর্শন)"

তব করকমলবরে ধৃতমদ্ভুত সূর্পং

হরসি চ তেন দনুজগণ দর্পম্

ঈশ্বরি, ধৃত ধূমাবতীরূপে,

জয় জগদম্ব তারে ॥

"(পিঙ্গল বর্ণমণ্ডলে বগলারূপ প্রদর্শন)"

হরসি সকলমনুজে যদি পশ্যসি পাপং

শময়সি ভক্তহৃদয় ভবতাপম্

ঈশ্বরি, ধৃত বগলাশরীরে

জয় জগদম্ব তারে ॥

"(শ্বেতবর্ণ-মণ্ডলে মাতঙ্গীরূপ প্রদর্শন)"

ধরসি বপুষি বিমলে সুরূপং জলদাভং

শ্রয়সি চ দেবদনুজ সমভাবম্

ঈশ্বরি, ধৃত মাতঙ্গীরূপে
জয় জগদম্ব তারে ॥

"(ধূম্রবর্ণ মণ্ডলে কমলারূপ প্রদর্শন)"

বহসি বিমলকমলে কমলে জনারাধ্যে
বস বস মেঽপি হৃদয়বাস মধ্যে
ঈশ্বরি, ধৃত কমলা শরীরে
জয় জগদম্ব তারে ॥

(পুনঃ আদ্যারূপে আবির্ভাব)

সর্ব্ব। অসুররক্ত গলিতবক্ত্র-চলদলক্তরাগিনী,
ধরণি লিপ্তকুটিল মুক্ত চিকুরলক্তকারিণী,
কলিতখণ্ড বিকৃতচণ্ড দনুজমুণ্ডমালিনী,
বিগতবস্ত্র-নিশিতশস্ত্র কুনপনস্ত ধারিণী।

পূর্ণ। সুরতকর্ম্ম বিদিতমর্ম্ম গিরিশ শর্ম্মদায়িনী,
হ্যখিলসব্য মননলভ্য-ভুবনভব্যকারিণী,
প্রণতি বিষ্ণু গিরিশ জিষ্ণু ভব করিষ্ণুতারিণী।
মহেশশক্তি দেহি সে ভক্তি ভব বিমুক্তিদায়িণী ॥

সর্ব্ব। সব্যকর সায়ক সুরারিকুলঘাতিণী,
কল্পঘনরাবরব ঘোরতরনাদিনী,
দেব পশুনাথ শব বক্ষসি বিরাজিতে
দেহি তব পাদযুগং ভক্তিমতিহীনকে ॥

পূর্ণ। মা। তোমার পদপ্রান্তে এই প্রার্থনা—যেন তোমার শ্রীপদে সর্ব্বানন্দের বংশধরগণের চিরকাল অচলা ভক্তি থাকে। মাগো! যে মন্ত্রের সেবা করে সর্ব্বানন্দ তোমার সর্ব্বানন্দময়

পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সিদ্ধিবিধায়ক মন্ত্র যেন ঐ বংশধরগণের মূল মন্ত্র হয়। চক্রে যেন কখনও রিপুভা না হয়, সর্ব্বানন্দকে সর্ব্ববিদ্যায় অলঙ্কৃত কর, ইনি রাজসভায় অমাবস্যাকে পূর্ণিমা বলে অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়েছেন, অতএব পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ নখকিরণে সমস্ত জগৎ দীপ্তিময় করে অন্ধকার অমানিশাকে পূর্ণিমা রাত্রি সদৃশ কর। হে জগজ্জননি! যদি কেহ ক্রোধবশতঃ সর্ব্বানন্দের বংশধরগণের হিংসা বা নিন্দা করে, সে যেন ধনে বংশে নাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বানন্দ ও তাঁর বংশধরগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ যেন সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নিরাপদ হন।

দেবী। তথাস্তু। (তিরোধান)

উভয়। জয় মা কালিকে! [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

কালীমন্দির—নাটমন্দির—কথক বেদীর উপর উপবিষ্ট।

একপার্শ্বে পুরুষগণ—শিবনাথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ,—রাজা সম্মুখভাগে—অপরপার্শ্বে স্ত্রীগণ।

কথক। (সুর করিয়া) নন্দী রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ হে! আমি কেমনে সে কথা বলি! শুন হে পিতঃ! আমার চিত, অতীব তাপিত হয়েছে, তব

নিন্দা শুনি, জগতজননী, দাক্ষায়ণী প্রাণ ত্যজেছে। নন্দীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করে, রুদ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, (স্বর করিয়া) সাজ সাজ সাজ ভূতগণ! সাজ সাজ পিশাচগণ! সাজ সাজ ডাকিনীগণ! সাজ সাজ হাকিনীগণ! শিবের আদেশে প্রমথগণ শিবের সম্মুখে উপস্থিত হলো, কাহারো উর্দ্ধ-মুখ, কাহারো পার্শ্বমুখ, কাহারো বক্ষমুখ, কাহারো স্কন্দমুখ, কাহারো বা গুহ্যমুখ। কেউ ভেউ ভেউ করে কান্দিতেছে, কেউ হি হি করে হাসিতেছে, কেউ ধেই ধেই করে নাচিতেছে—এই ভাবে শিবসমভিব্যাহারে সকলে দক্ষের গৃহে উপস্থিত হ'লো।

জ্যোতিষার্ণব। কথক ম'শায়! ঐ সঙ্গে সর্ব্বানন্দ ছিলেন নাকি ?

বিদ্যাভূষণ। ছিলেন বৈ কি ? তখন দৃশ্যতঃ তাঁর গুহ্যমুখ ছিল, এখন অদৃশ্যতঃ গুহ্যমুখ হয়েছে নতুবা অমাবস্যার নিশিকে কি পূর্ণিমা বলে ?

শিবনাথ। বজ্র! বজ্র! আমার মস্তকে পড়, আমার ভবলীলা শেষ ক'র! শ্রবণ! বধির হও, পিতৃনিন্দা আর শ্রবণ কত্তে পারি না।

(অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া গগনাঙ্কে শশাঙ্ক উদীয়মান)

রাজা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার বিদূরিত ক'রে বিশ্বমোহন পূর্ণিমার চন্দ্র সুনীল গগনতল উদ্ভাসিত কচ্চে।

জ্যোতিষার্ণব। মহারাজ! তাও কি সম্ভব ?

রাজা। সম্ভব অসম্ভব বুঝি না—বিমল গগনাঙ্কে শশাঙ্ক উদীয়মান।

সকলে। দৈব ব্যাপার! দৈব ব্যাপার!

শিবনাথ। ভক্তবৎসলে! ভক্তের বাক্য রক্ষার্থ আজ অঘটন ঘটালে মা! জগন্মাতার প্রিয়পুত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে আমিও ধন্য। হে গর্ব্বদৃপ্ত পরশ্রীকাতর পণ্ডিতগণ! দেখুন, মহাপুরুষের বাক্য সত্য কি না।

জ্যোতির্বার্ণব। "ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামত বাড়ে।" এও ঠিক তাই।

(প্রমথগণের প্রবেশ)

মুন্নিষ্যির রথ্থ আচ্ছা মেট্ঠা।

(কাহাকেও কিল, কাহাকেও ঘুসি, কাহাকেও চড়্ মারিতেছে)

সকলে। মলেম। মলেম। মা কালি! রক্ষা কর।

(বেগে সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

সর্ব্বা। পূর্ণা দাদা। শীগ্গির এস।

সকলে। রক্ষা করুন। রক্ষা করুন।

সর্ব্বা। মা! মা! ক্রোধমূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ কর। দয়াময়ি! তোমার অবোধ সন্তানগণকে ক্ষমা কর মা! [প্রমথগণের তিরোধান।

(স্তোত্রম্)

সর্ব্বা। শতকোটি দিবাকর কান্তিযুতং
বিধিবিষ্ণু শিরোমণি রত্নধৃতং
চলদুজ্জ্বল নূপুর গানযুতং
জগদীশ্বরি তারিণী তে চরণম্।

পূর্ণানন্দ। বিষয়ানল তাপিত তাপহরং
বিধি শৌরি মহেশ বিধানকরং
শিবশক্তিময়ং ভয়নাশকরং
জগদীশ্বরি তারিণী তে চরণম্॥

সর্ব্বা। কুসুমাকর শেখর ধূসরিতং
মদমত্ত মধুব্রত গুঞ্জরিতং
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং
জগদীশ্বরি তারিণী তে চরণম্।

পূর্ণানন্দ। মায়ের সন্তান যে যেখানে থাক, এই মধুর স্তোত্র পাঠ কর

(একপার্শ্বে পুরুষগণ অপরপার্শ্বে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক গীত)

জ্যোতির্ষার্ণব। গুরুদেব!
চরণ কমলে তব অপরাধী দাস,
কর ক্ষমা এ অবোধ জনে।
হে ভব কাণ্ডারী!
অন্তকালে ভবার্ণবে দিও পদতরী
এই ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে।

সকলে। ক্ষম প্রভো! এ অধমগণে।

শিব। পিতঃ! পিতঃ! দেও শিরে পদরজ। (পদে পতিত)

রাজা। গুরো!
পদে পদে অপরাধী আমি,
ক্ষমা কর সেবকের দোষ!

সর্ব্বা। সমস্বরে বল সবে, "কালীমাইকি জয়"

সকলে। কালীমাইকি জয়। [সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সর্ব্বানন্দের গৃহ—গৃহদ্বার বন্ধ।

বৈষ্ণব "জয় রাধে গোবিন্দ! (করতাল বাজাইয়া)
জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর,
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর।
জয় জয় গোপাল গোবিন্দ বনমালী,
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দমুরারি।
হরিনাম বিনেরে গোবিন্দ নাম বিনে
বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে।
দিন গেল বৃথা কার্য্যে রাত্র গেল নিদ্রে,
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণার বিন্দে।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু,
মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হইনু।"
আহা হা! কেমন সুন্দর শসাটা ঝুল্‌ছে (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঝুলিস্থ করণ)
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে,
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে!
বেড়ে শসাটী পেয়েছি, কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা।
* * ওমা! ওমা! ঝুলির মধ্যে সাপ এলো কি করে? (নিক্ষেপ)

(সহসা ভৈরবের আবির্ভাব)

আমার মায়ের ছেলের বাড়ী চুরী? (টিকি ধরণ)

বৈষ্ণব। ও বাবারে বাবা!
(টিকী ছিঁড়িয়া পলায়ন ও ভৈরবের পশ্চাদ্ধাবন)

(ষড়ানন্দের প্রবেশ)

ষড়া। মামি মা! মামি মা! মামা শালখানা চেয়েছেন, শীগ্‌গির দেও।
(জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া দেওয়া)
"এই নেও।"

ষড়া। দেও। (কিয়দ্দূর গমন)

(বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। ষড়ানন্দ! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ? এ শাল কোথায় পেলে? মহারাজ সে দিন যে শালখানা দিয়েছিলেন, তা ত তিনি কাকে দিয়েছেন; এ শালখানা বুঝি আজ দিয়েছেন?

ষড়া। মামি মা! তুমি কি বল্‌ছো? আমি শালখানা তোমার ঠেঙ্গে চাইলুম, তুমি জানালা দিয়ে দিলে।

বল্লভা। বল কি? আমি ঘরে ছিলুম? দরজা বন্ধ দেখছ না? আমি নিধের বাড়ী গিয়েছিলুম।

ষড়া। তুমি আমায় থ বানিয়ে দিলে যে! তুমি ঘরে ছিলে না?

বল্লভা। একি এ? এ ঝুলি এলো কোত্থেকে? এর মধ্যে আবার দেখি একটা শসা, ঘরে চোর ঢুকেনি ত? দেখি। (প্রস্থান)

ষড়া। (ভূতলে পড়িয়া) মা! মা! দেখা দিয়েও দিলে না?
(গড়াগড়ি দেওয়া)

(আগমাচার্য্যের প্রবেশ)

আগমা। বৎস ষড়ানন্দ! তুমি ওরূপ কচ্ছো কেন? কার স্তব কচ্চো?

ষড়া। যে বিশ্বজননীর বিশ্ববিমোহন দশবিধরূপ ভগবান্ সর্ব্বানন্দ দর্শন করেছেন, যে জ্যোতির্ম্ময়ীর নখাগ্ররূপ

চন্দ্র কিরণে অমাবস্তার রাত্রে পূর্ণিমার চন্দ্রমার বিকাশ হয়েছিলো, যাঁর প্রসাদে এ দাস তাঁর করপৃষ্ঠ দর্শন করে চরিতার্থ হয়েছে—এ ভাগ্যবান সেই জগজ্জননীর শ্রীচরণ লাভের আশায় উন্মত্ত হয়েছে।

আগমা। বৎস! তুমি ধন্য, তোমার জীবন ধন্য, তোমার সাধনাও ধন্য। মা জগদম্বে। কৃপাকণা বিতরণে কি এ দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ব্বেন না? মা! মা! (উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, সভাসদ্গণ, জ্যোতিষার্ণব, সর্ব্বানন্দ ও ষড়ানন্দ আসীন)

ষড়া। মহারাজ! এই দুইখানি বস্ত্রের মধ্যে আপনি কোন্ খানা দিয়াছিলেন?

রাজা। গুরুদেব! ক্ষমা করুন।

সর্ব্বা। রে অবিশ্বাসিন্! আমি আহার করে কালীপূজা করি বলে তুই আমায় অভক্তি করিস্? একখানা শাল বেশ্যার গায়ে দেখে আমার চরিত্রে সন্দিহান হয়েছিস্? রে পাষণ্ড! আমি তোকে এই অভিশাপ প্রদান কচ্চি যে পঞ্চদশ পুরুষ গতে দাসরাজ বংশ ধরা হ'তে বিলুপ্ত হবে। দুরাচার! আমি আর তোর পাপমুখ দর্শন কর্ব্বো না। যে দেশে বিশ্বাস নাই, সে দেশ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কাশীবাসী হব। (প্রস্থান)

বড়া। রে দুর্ব্বৃত্ত মেহাররাজ! যে মহাপুরুষ জগজ্জননীর দশমহাবিদ্যারূপ দর্শন করেছেন, যে মহাপুরুষের বাক্য রক্ষার্থে হরপ্রিয়া অমাবস্যানিশায় পূর্ণিমার চন্দ্র প্রদর্শন করিয়েছিলেন, যাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহে এদাস মায়ের হস্ত দর্শনে সক্ষম হয়েছে; সেই সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ সিদ্ধ-পুরুষ ভগবান সর্ব্বানন্দদেবের চরিত্রে সন্দেহ? এ অবিশ্বস্ত দেশে অবস্থান করা অনুচিত, আমিও মাতুলের সহিত কাশীযাত্রা কর্ব্বো। [প্রস্থান।

জ্যোতিষার্ণব। রে গুরুনিন্দুক! তোর পাপরাজ্যে আর বাস কর্ব্বো না। [প্রস্থান।

সকলে। জয় সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জয়। [সকলের প্রস্থান।

রাজা। গুরুদেব! এ পতিত জনকে উদ্ধার করুন, পাপীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। রাজ্য পরিত্যাগ করে যাবেন না। [প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

সর্ব্বানন্দের বাটী।

[সর্ব্বানন্দ, বড়ানন্দ, পূর্ণানন্দ, শিবনাথ ও বল্লভাদেবী আসীন]

বল্লভা। প্রভো! বলে যাও আমার গতি কি হবে? আমি অবলা স্তব স্তুতি কিছুই জানি না। দয়াময়! আমায় ভবসঙ্কট হ'তে রক্ষা কর!

সর্ব্বা। অচিরে তোমার মুক্তিলাভ হবে।

শিব। বাবা! আমার উপায় কি?

সর্ব্বা। তোমায় যে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক মন্ত্র প্রদান করেছি, দিবারাত্রি সেই মন্ত্র অনন্যমনে জপ কোরো। আশীর্ব্বাদ করি, মায়ের অভয় চরণে তোমার অচলা ভক্তি হউক্।

(স্তোত্র)

শিব। ত্বমেকং নমামি ত্বমেকং স্মরামি,
ত্বমেকং পরং ব্রহ্মরূপংভজামি।
নমস্তে পরং ব্রহ্ম হৃৎপদ্মবাসী,
নমস্তে পরং ব্রহ্ম চিদ্বিম্বকাশী,
নমস্তে পরং ব্রহ্ম রূপৈক ভাসী;
নমস্তে কৃপালো গুরুত্বপ্রকাশী॥
নিরাকারায় নিত্যায় সগুণায় চিদাত্মনে
সাধকাভীষ্ট দানায় পাহি মাং ভব সাগরাৎ॥

সর্ব্বা। বৎস! আমি তোমায় বর প্রদান কচ্চি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর:—মৎপ্রদত্ত মন্ত্ররূপা আত্মবিদ্যা একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত হৃৎপদ্মে অবস্থিত কর্ব্বেন। যে ব্যক্তি শক্তি প্রথানুসারে বীরাচারে রত হবে, অষ্ট বিদ্যা তার হৃৎ-কমলে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ হবে। অনন্তর ভক্তিপথে স্বপ্নে সিদ্ধি হবে, বীরাচার ব্যতিরেকে বিদ্যা কখনও প্রসন্ন হবেন না। পরম বিদ্যা নিগূঢ়া হলে দ্বাবিংশতি পুরুষ পূর্ণ হলে সেই গূঢ় বিদ্যাও পুনর্ব্বার প্রকাশিত হবেন।

(আগমাচার্য্যের প্রবেশ)

আগমা। ভাই সর্ব্বানন্দ! তুমি ত চল্লে আমার গতি কি হ'বে?

সর্ব্বা। দাদা! মা আপনার প্রতি প্রসন্না, আপনি মোক্ষলাভ কর্ব্বেন। এস পূর্ণা দাদা! এস ষড়ানন্দ!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ গঙ্গারামের কুটীর—নিকটে ঘাট।

(ঘাটে—তিনকড়ি স্নান করিতেছে।)

গঙ্গারাম। গুরুদেব! আমি তোমার পাদপদ্ম দর্শন মানসে আশা পথে চেয়ে আছি, কবে দেখা দিয়ে অধমকে কৃতার্থ কর্ব্বে? গুরু! গুরু! (ধ্যান)

তিনকড়ি। (স্নানান্তে) ব্যাটা গরু গরু করে কাণ দুটো ঝালা পালা কচ্চে! ওরে পোড়ারমুখো! তুই কি দুই চক্ষের মাথা খেয়েছিস্? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না তোর গুরু এই নদী হ'য়ে তোর কাছে অবস্থিতি কচ্চে? দিনরাত আবার ট্যাকর ট্যাকর কর্‌বি ত মাটীতে মুখটা গুঁজড়ে ধর্‌বো। [প্রস্থান।

গঙ্গা। আমার গুরু নদীরূপে আমার কাছে আছেন আশ্চর্য্য কি? তিনি অনন্তরূপী। (ধ্যান)

(মাতালভাবে ক্ষুদে ও নিধের প্রবেশ)

নিধে। ক্ষুদে, তুই এত মাতাল হয়ে পড়েছিস্ কেন বল্‌ত?

ক্ষুদে। শালা! আমি মাতাল হয়েছি, না তুই মাতাল হ'য়ে পড়ছিস্? সেদিন কি কাণ্ডটা কর্‌লি? মদের নেশায় শুয়ে পড়ে ন্যাকার কত্তে লাগলি। একটা কুকুর এসে গাল

চেটে চেটে হ্যাকার খেতে লাগলো আর তুই বল্‌তে লাগলি "প্রিয়ে! বেড়ে চুমু খাচ্ছ! আর একটু চুমু খাও। বা! বা!" শালা! মদ খেয়ে তোর মেজাজ একটুও ঠিক থাকে না, বেফাশ বক্‌তে থাকিস। (মদ্যপান)

নিধে। ক্ষুদে! তুই সব মেরে দিলি?

ক্ষুদে। আমি মেরে দিলুম, না তুই মেরে দিলি? তোর গাল বেয়ে যতটুকু পড়েছিল, আমি ততটুকু চেটে চেটে খেয়েছি বৈ ত নয়?

নিধে। আচ্ছা, আর এক গেলাশ দে (পান করিয়া) ক্ষুদে! আমার বড় নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

ক্ষুদে। তুই নাচ্‌ আর মুখে বাজা,—তাক্‌ তাক্‌ তাক্‌ তাক্‌ চু চু চু চু চু, চু চু চু চু চু, চু চু চু চু চু আর আমি গাই,—সখিলো! ভুলো পেচা মুখি, একবার বদনটি তোলো লো, ভুক্‌ ভুক্‌ গুড়ুক খাও লো।

গজা। গুরু! গুরু!

নিধে। ওরে বাবারে। ভূত! ভূত!

[উভয়ে গলা জড়াজড়ি করণ।

ওরে ক্ষুদে! ভূত নয়! ভূত নয়! সেই ক্ষ্যাপা।

ক্ষুদে। হায়! হায়! হায়রে! গানটা এমন জমে উঠেছিল। নিধে! তুই ত গানটা ওলট পালট করে দিলি, মর্‌ মর্‌।

নিধে। আমার দোষটা কি? ক্ষ্যাপা দাঁতক্যালানেটা গোঁ গোঁ করছিল, আমি ভাবলুম গোঁভূত এসেছে; পেটের পিলে চম্‌কে উঠ্‌লো। আর একটু হলে পেট ফেটে মরেছিলুম্‌ আর কি?

ক্ষুদে। দিন নাই রাত নাই, শালা কেবল গোঁ গোঁ কোর্‌বে আর লোক গুলোকে ভয় দেখাবে। আয়ত নিধে, ব্যাটাকে পদ্মার মধ্যে নিয়ে চুবোই। [ধরণ]

গঙ্গা। আমার গুরুর গায়ে পা লাগবে, জলে নিয়ে যেয়ো না।

নিধে। নিয়ে যাবে না ছাড়বে? (জলে নামান)

গঙ্গা। গুরু! গুরু! (ভৈরব চতুষ্টয় কর্ত্তৃক ধৃত রত্নাসনে উপবিষ্ট)

ক্ষুধে। 'ওরে নিধে! আমায় কিসে ধল্লেরে।

নিধে। 'ওরে বাবা! কুমীর! মস্ত বড় কুমীর।

[তাড়াতাড়ি তীরে উঠিতে চেষ্টা

ক্ষুদে। আমায় যমের মুখে ফেলে দিয়ে যাচ্ছিস্ কোথায়? (পদধারণ)

নিধে। আমায় ছেড়ে দে, আমি তোকে টেনে তুলবো এখন।

ক্ষুদে। আমায় কুমীরে খেলেরে। রক্ষা কর্‌রে রক্ষা কর্।

(নেপথ্যে) নৌকা বেঁধে শীগ্‌গীর নেবে এস।

(সর্ব্বানন্দ, ষড়ানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

সর্ব্বা। মা! মা! এই দুটী লোকের প্রাণ ভিক্ষে চাই, মা! রক্ষা কর! রক্ষা কর! ষড়ানন্দ! পূর্ণাদাদা! জলে লাফিয়ে পড়, লোক দুটোকে তুলে নিয়ে এস।

[উভয়কে তীরে উত্তোলন ও তাহাদের অচেতনভাবে অবস্থান।

সর্ব্বা। গঙ্গারাম! আমি এসেছি।

গঙ্গা। গুরু! গুরু!

(শশব্যস্তে আগমন, প্রতি পদক্ষেপে এক একটী রত্নাসন)

নিরাকার নির্ব্বিকার যিনি ব্রহ্মরূপ,
পরমার্থ সুখরূপ চৈতন্যস্বরূপ।

নাসারন্ধ্রে শিবশক্তিরূপে স্থিতি যাঁর
কোটি কোটি প্রণিপাত চরণে তাঁহার॥
যিনি সূক্ষ্ম যিনি স্থূল যিনি সর্ব্বাকার,
ত্রিগুণ-অতীত যিনি জ্ঞানের আধার;
প্রকৃতি প্রকাশ করে মহিমা যাঁহার;
সেই গুরুপদে মম কোটি নমস্কার॥
সহস্র-দলেতে সদা যাঁহার নিবাস,
সৎচিদানন্দরূপে সতত প্রকাশ;
সুখাভীষ্ট বরদাতা করুণানিধান!
তাঁর পদে কোটি কোটি ভকতি প্রণাম॥
মন্ত্রদানে যেই জন বিনাশেন পাপ,
উপদেশ দানে যিনি হরেন সন্তাপ;
অন্তকালে ভবার্ণবে যিনি কর্ণধার;
গুরুরূপী ভগবানে কোটি নমস্কার॥

সর্ব্বা। আজ হ'তে তোমার নাম ব্রহ্মানন্দ। তুমি সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারী হলে।

ক্ষুদে ও নিধে। প্রভো! প্রভো! আমাদের উপায় কি?

সর্ব্বা। তোমাদের প্রতি মায়ের কৃপা হয়েছে, বল জয় মা কালি।

সকলে। জয় মা কালি!

সর্ব্বানন্দ। ব্রহ্মানন্দ! আমি কাশী যাত্রা করেছি, আমার সঙ্গে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সেনহট্ট গ্রাম—ভদ্রানদী।

(নৌকারোহণে সর্ব্বানন্দ, ষড়ানন্দ, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও নাবিকদ্বয়)

সর্ব্বা। মাঝি! রাত অধিক হয়েছে, নৌকা এইখানেই লাগাও। দেখি কোন ব্রাহ্মণবাড়ী অতিথি হওয়া যায় কি না।

[প্রস্থান।

লাঠিয়ালগণের প্রবেশ—দুইজনের স্কন্ধে গৌরী।

(লাঠিয়ালদের সঙ্গে চণ্ডীর লড়াই।)

চণ্ডী। কে কোথায় আছ রক্ষা কর। (ভূতলে পতন।

[বহ্মানন্দ, ষড়ানন্দ, পূর্ণানন্দের প্রবেশ—লাঠিয়ালদের সহিত লড়াই। পরে সর্ব্বানন্দের প্রবেশ)

সর্ব্বা। রে দুর্ব্বৃত্তগণ! যে যে ভাবে আছিস্ সে সে ভাবে থাক্।

[লাঠিয়ালদের তদবস্থায় থাকা ও ভঙ্গিকরণ।

ব্রহ্মানন্দ! ষড়ানন্দ! তোমরা এই মূর্চ্ছিত ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদন কর। পূর্ণাদাদা! তুমি ঐ বালিকার শুশ্রূষা কর। (তথাকরণ)

লাঠিয়ালগণ। বাবা, ঘাট হয়েছে, মাফ্ কর (ভঙ্গিকরণ)

সর্ব্বা। চলে যাও আর কখনও এমন কর্ম্ম করোনা।

লাঠিয়ালগণ। আঃ! একেবারে কর্ম্ম সেরে দিয়েছে।

[ভঙ্গি করিতে করিতে প্রস্থান।

(বেগে হরচন্দ্রের প্রবেশ)

হরচন্দ্র। কৈ আমার চণ্ডী কৈ? কৈ আমার গৌরী কৈ? (সর্ব্বানন্দ প্রভৃতিকে দেখিয়া) য়্যা! এ কারা? আপনারা দেবতা,

না মানুষ? দেবতাই হউন বা মানুষই হউন, আপনারা আমায় চিরদিনের জন্য ঋণপাশে বদ্ধ করলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার নাই। (চণ্ডীর প্রতি) বাবা চণ্ডী, একটু সুস্থ হয়েছ ত?

চণ্ডী। খুব সুস্থ বোধ কচ্চি, বাবা! গৌরী কোথায়?

পূর্ণানন্দ। প্রভো! প্রভো! এ ব্রাহ্মণ কন্যার সর্ব্বশরীর কালিময় হয়েছে, দেখুন এসে।

সর্ব্বা। বিষপান করেছে।

হরচন্দ্র। কি হবে? কি হবে? গৌরি! মা আমার! আমায় ফেলে কোথায় চল্লি মা?

চণ্ডী। গৌরি! স্নেহের ভগ্নি আমার! (উঠিতে চেষ্টা)

সর্ব্বানন্দ। আপনারা এত অধীর হচ্চেন কেন? (কোন পত্রের রস পান করান) ঠাকুর! অনুগ্রহ করে আমায় আমূল বৃত্তান্ত বলুন ত।

হরচন্দ্র। সম্পত্তি নিয়ে কাশীনাথ সেনের সঙ্গে আমার বিবাদ। সেই সূত্রে ভয়ানক শত্রুতা চলেছে। কাশীনাথ এই গ্রামের মধ্যে বড় ধনী, তারই লাঠিয়ালগণ আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে।

গৌরী। বাবা! মা! তোমরা কোথায়?

হরচন্দ্র। (নিকটে গিয়া) মা! মা! এই যে আমি (কোলে গ্রহণ) মহাত্মন্! আপনার পরিচয় জানবার নিমিত্ত বড়ই কৌতূহল জন্মেছে।

ব্রহ্মানন্দ। ইনি মেহারবাসী ঠাকুর সর্ব্বানন্দ, ইনি কাশীযাত্রা করেছেন।

হরচন্দ্র। আপনি সেই মায়ের প্রিয়পুত্র সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ! প্রভো আপনার চরণ কমলে এই কন্যারত্ন সমর্পণ করলেম, দাসী বলে গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

সর্ব্বা। আবার সংসার বন্ধন? মা মা!

[সর্ব্বানন্দের প্রস্থান। পশ্চাৎ ২ ব্রহ্মানন্দ, ষড়ানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রস্থান।

সম্ম। চণ্ডী! গৌরীকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে যাও, আমি ওঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রূপসানদীর তীর।

(বেগে চণ্ডাল বালকের প্রবেশ)

ফটিক। শুম্বু! শুম্বু! তোর কিছুতেই রক্ষা নাই। তোরে মার্ব্বো, তোর রক্ত খাবো, তোর মাংস খাবো, তোর মাথা ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো কর্ব্বো, শালা বজ্জাত! তুই আমায় চিনিস্‌নে? আমার মায়ের চুলে ধরে ঘুরোচ্চিস্? আমার ধড়ে মুণ্ড থাক্‌তে তুই জ্যান্ত থাক্‌বি? এই তোর—(একটা খেজুর গাছে লাথি) ওমা! (মূর্চ্ছিত) মা! মা! আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার এই কষ্ট? (উঠিয়া) শালা কোথায় পালাল? কোথায় পালাল? ঐ ঐ! যাবি কোথায় ছুঁচো? [বেগে প্রস্থান।

(চণ্ডালিনীর প্রবেশ)

চণ্ডালিনী। ফট্‌কে! ফট্‌কে! চলে আয়। হায়! হায়! বাছা আমার ক্ষেপে গেছে। ওরে! আয় ফিরে আয়। [বেগে প্রস্থান।

(অন্ধ চণ্ডালের প্রবেশ)

চণ্ডাল। কোথা গেল? আমার ফট্‌কে কোথায় গেল? আমি ওকে নিয়ে কেন পুঁথি শুনতে গেলুম্? পুঁথি শুনে শুনে বাছা ক্ষেপে গেল। আমি কোথায় খুঁজবো? আয় ফট্‌কে! ফিরে আয়। শুম্বু কোথায়? তাকে ত মা মেরে ফেলেছেন, তুই তাকে কোথায় পাবি? ফিরে আয়।

[প্রস্থান।

(জনৈক বৈষ্ণব সাধুর প্রবেশ)

বৈষ্ণব। কোথায় গেল ছেলেটা? এত দৌড়ুলুম, নাগাল ধরতে পেলুম না, ছেলেটা কি বক্‌ছে আর দৌড়ুচ্ছে; কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে যাচ্চে, কত উঁচু নীচু যায়গা দিয়ে দৌড়ুচ্চে, কত হোচোট খাচ্চে, কত আচাড় খাচ্চে, কিছুরই জ্ঞান নাই, কেবল লাঠি হাতে ছুট্‌ছে, যাই দেখি ধরতে পারি কি না। ঐত, ঐত। দাঁড়াও! দাঁড়াও! [প্রস্থান।

(লাঠি ঘুরাইতে চণ্ডাল বালকের প্রবেশ—
হস্তে গলে গোক্ষুর সর্প জড়িত)

ফটিক। তোরে ছাড়বো না, তোরে ছাড়বো না, এই লাঠির গুতোয় (লাঠি প্রহার) (সর্প দংশন) উঃ—বিষে গাটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এটা কি? একটা লতা কোত্থেকে জড়াল (পুনঃ ফেলিতে চেষ্টা) থাক্, আগে শালারে মারি,

তার পর লতা ছাড়াবো। শালা বুঝি পালিয়ে গেল। পালাবি কোথা? ঐ ঐ পালাচ্ছে। (নদীতে ঝম্প)

(চণ্ডাল চণ্ডালিণীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। চণ্ডালিনি! চণ্ডালিনি! আমার ফট্‌কে কোথায় গেলরে? একবার খুঁজে এনে দে রে। আমার কলজেটা পুড়ে যায় রে।

(পদ্মোপরি আসীনা কালীর ক্রোড়ে চণ্ডাল বালক নদী হইতে উঠিয়া)

ফটে। (দুলে দুলে) দোল্ দোল্ দোল্, কালী কালী বোল্
মার কোলে দুলে দুলে কালী কালী বোল্
নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে কালী কালী বোল্॥
যে ডাকে মায় মা মা বলে, ছুটে এসে নেয় মা কোলে
দোল্ দোল্ দোল্, প্রাণ খুলে বাহু তুলে কালী কালী বোল॥

চণ্ডালিনী। ও মিন্সে! ঐ দেখ্ ছেলেটা নদীর মধ্যে পদ্মের উপর কার কোলে বসে আছে, আর ছড়া বল্‌চে—ছেলেটারে ভূতে পেয়েছে রে। দেখ্ দেখ্।

চণ্ডাল। চণ্ডালিনি! আমায় দেখ্‌তে বল্‌ছো আমি দেখবো কি করে? আমার চোখ নাই যে।

কালী। অন্ধ! তোর চোখ সেরে গেছে, আমার দিকে চেয়ে দেখ্।

চণ্ডাল। (চাহিয়া) একি? মা! মা! (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) চণ্ডালিনি! মাকে প্রণাম কর। চোখ সার্থক করে মায়ের রূপ দর্শন কর।

চণ্ডালিনী! মা! মা! আহা হা! কি রূপ দেখালে মা!

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

চণ্ডাল। মা! মা! আর কত দিন সংসার গারদে থাক্‌ব মা?

কালী। তোদের কাজ ফুরিয়ে গেছে শীগ্‌গির নিত্যধামে চলে যাবি। (দেবীর তিরোধান)

(চণ্ডাল বালকের প্রবেশ)

চণ্ডালিনী। বাবা! বাবা! আমার কোলে আয়। (কোলে গ্রহণ)

চণ্ডাল। চণ্ডালিনী! আমার কোলে একবার দেও, যার ভক্তি-ডোরে বদ্ধ হয়ে মা আমাদের দেখা দিয়েছেন, তাকে কোলে করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। (কোলে গ্রহণ)

(সর্ব্বানন্দ, পূর্ণানন্দ, ষড়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ)

সর্ব্ব। কৈ সে বালক? বালক! বালক! আমার কোলে এস। (কোলে গ্রহণে উদ্যত)

চণ্ডাল। করেন কি প্রভো! করেন কি? চণ্ডাল বালককে কোলে নেবেন? মাফ করুন।

সর্ব্বা। হে ধীমান! দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করেছেন, সেই জগজ্জননীর অঙ্কে যার স্থান হয়েছে, সে কি চণ্ডাল? আয় বালক! আমার কোলে আয়। (কোলে গ্রহণ)

সকলে। জয় কালী মাইকি জয়, ঠাকুর সর্ব্বানন্দের জয়।

সর্ব্বা। গাও সকলে "শব শিব বক্ষসি তে"

(সর্ব্বানন্দের শিষ্য, শিষ্যা ও শিষ্য বালকগণের প্রবেশ।)

[শিষ্যগণ প্রথম গাহিবেন, শিষ্যাগণ স্বরান্তরে গাহিবেন, সর্ব্বশেষে শিষ্য-বালকগণ স্বরান্তরে গাহিবেন।]

"শব শিব বক্ষসি তে পরিবক্ষসি পাদং" ইত্যাদি।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সেনহট্ট গ্রাম—হরচন্দ্রের বাটী—বৈঠকখানা।

(তিনজন লোকের সহিত সর্ব্বানন্দ পাশা খেলিতেছেন।)

১ম। কচে ছয় বারো (পাশা মারণ)

২য়। বার দুই চোদ্দ মার পাশা। পাঁচ দুই সাত।

সর্ব্বা। ষোল ষোল পাশা। ষোল মার। ষোল। (পাশা মারণ)

(খোকার প্রবেশ)

খোকা। বাবা! এখনও খেলছেন? বেলা গেল যে, শীগ্‌গির আসুন, মা ডাক্‌চে। [প্রস্থান।

সর্ব্বা। তাইত! তাইত! খেলায় খেলায় দিন ফুরিয়ে গেছে, জীবন সন্ধ্যা উপস্থিত। এখনও খেলার সাধ মিট্‌লো না। (উঠিয়া) এই ভবের মাঠে এসে সকলেই খেলছে, কেউ হারছে, কেউ জিত্‌ছে, কিন্তু খেলার নেশা ত ছুট্‌চে না। বেলা গেল, দয়াময়ী মা ডাকৃচেন। আর থাকা কেন? মা! মা! আমি যাচ্ছি। ধূলি ঝেড়ে আমায় কোলে নেও। [প্রস্থান।

১ম জন। একি হলো? একি হলো? ঠাকুর বিবাগী হলেন না কি? আয় ত, আয় ত।

(ব্রহ্মানন্দ, ষড়ানন্দ ও পূর্ণানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। ষড়ানন্দ! পূর্ণানন্দ! শীগ্‌গির চল। ঠাকুর কোথায় গেলে দেখি। [সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কাশীধাম—জনৈক দণ্ডীর আশ্রম।

(দণ্ডীদ্বয় আসীন।)

১ম দণ্ডী। মদ্যপায়ী মৎস মাংসভোজী দুরাচার সর্ব্বানন্দকে তাড়া'তে না পাল্লে কাশীধামে বাস করা অসম্ভব। কি করা যায় বল দেখি?

২য় দণ্ডী। করা যাবে, আর কি? একেবারে সাফ খুন।

১ম দণ্ডী। তা কি ক'রে করা যাবে?

২য় দণ্ডী। সে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দেখনা মুণ্ড এলো বলে। এখন রাত বোধ হয় একপ্রহর হ'য়েছে; দুপ্রহরের মধ্যেই কাজ ফর্সা হবে।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। ওরে বাবা! ওরে বাবা! পুড়ে ম'লেম! পুড়ে ম'লেম! সমস্ত গায় আগুন! মলেম! মলেম!

১ম দণ্ডী। কি হ'য়েছে? অমন কচ্চিস্ কেন?

কালু। বেটার গায় গরম তেল ঢেলে দিয়েছিলুম, বাবা! দেবা মাত্তোর আমার গায় আগুণ জ্বলচে, বাবারে! ম'লেম রে! [প্রস্থান।

(ধলুর প্রবেশ)

ধলু। (সর্পজড়িত হস্তে) সাপে খেলে রে! সাপে খেলে রে।
[প্রস্থান।

১ম দণ্ডী। এ কি ব্যাপার! যে-ই মার্ত্তে যাচ্চে, তারই দুরবস্থা হ'চ্চে, বেটা ভেল্কী বাজী জানে না কি?

২য় দণ্ডী। আমার মনেও তো কেমন একটা ধোকা লেগেছে।

(লাঠি হস্তে জনৈক কাফ্রির প্রবেশ)

কাফ্রি। আরে রে রে রে রে রে রে।

২য় দণ্ডী। কি হয়েছে রে, কি হয়েছে?

কাফ্রি। বড়া তাজ্জব্ কি বাত্। বড়া তাজ্জব্ কি বাত্! ই হাঁথ্‌সে ত লাঠি ছুট্‌বে নেই করে, কেয়া মস্কিল! কেয়া মস্কিল! [প্রস্থান।

(মুণ্ড হস্তে রক্তমর্খার প্রবেশ)

রক্তম। এই নাও তার মুণ্ড (প্রদান); পুরস্কার দাও।

২য় দণ্ডী। সাবাস্! সাবাস্! দু'শো টাকা পুরস্কার

১ম দণ্ডী। এ তো সর্ব্বানন্দের মাথা নয়।

রক্তম। আজ্ঞে হাঁ, তারই মাথা।

১ম দণ্ডী। ভাখ্ দেখি ভাল ক'রে।

রক্তম। এ কি এ? এ যে আমার বাবার মাথা! বাবা! বাবা! [বেগে প্রস্থান।

১ম দণ্ডী। দেখ্‌লে শালা কেমন ভোজবাজী খেল্‌ছে?

২য় দণ্ডী। আমি নিজেই ও আপদ চুকা'ব, চল। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কাশীর বহির্ভাগস্থ বন।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ সর্ব্বানন্দ জনৈক কাফ্রি কর্ত্তৃক ধৃত, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড)

২য় দণ্ডী। ওটাকে আগুণের মধ্যে ফেলে দে।

[তথাকরণ ও অগ্নি নির্ব্বাপণ.

(কাফ্রির চতুর্দ্দিকে অগ্নিজ্বলন ও সে ভস্মসাৎ)

২য় দণ্ডী। দুরাচার! এই খড়্গে তোর প্রাণনাশ কর্ব্বো।

(খড়্গোত্তোলন)

(বেগে ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মানন্দ। গুরুদেব! গুরুদেব! এ কি? (স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান)

(সহসা বগলার আবির্ভাব)

বগলা। (দণ্ডীর জিহ্বা ধারণপূর্ব্বক) যারে পাপী! অনন্ত নরকে

[নিধন ও বগলার তিরোধান

সর্ব্বানন্দ। মধ্যে সুধাব্ধি মণিমণ্ডপ রত্নবেদী
সিংহাসনো পরিগতাং, পরিপীতবর্ণাম।
পীতাম্বরাভরণ মালাবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্।
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

ব্রহ্মানন্দ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) গুরু! গুরু!
কেমনে মরিল এই দণ্ডী দুরাচার?

সর্ব্বা। বিশ্বমাতা বগলারূপেতে
বধিলেন দণ্ডীপাপাচারে।
বল, জয় মা বগলে! [উভয়ের প্রস্থান।

(দণ্ডীগণের প্রবেশ)

দণ্ডীস্বামী। বিশ্বনাথ! তোমার এ পবিত্রধামে আর থাকা হোলো না। এই কয়দিন পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্য কেবল রক্তমাংসময় দেখ্‌তে পাচ্চি; অনাহারে প্রাণ যায়। বিশ্বেশ্বর! এ পুণ্যধাম পরিত্যাগ করে চন্দ্রশেখর যাত্রা কল্লেম, দেখো যেন সেখানে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। হর হর শম্ভো!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মেহাররাজ্য।

(সভাগৃহ—রাজা আসীন)

রাজা। যেই দিন ইষ্টদেব দেশত্যাগী হ'য়ে
গিয়াছেন তীর্থ পর্য্যটনে,
সেই দিন হ'তে
শ্মশান হয়েছে রাজ্য, মনে হয় মম।
কেবল অশান্তি! কেবল বিষাদ!

তপন কিরণ, চাঁদিমা কিরণ,
শীত সমীরণ, শীতল চন্দন,
সবি যেন অগ্নি প্রস্রবণ।
কোমল কুসুমহার পরিলে গলায়,
মনে হয়,
গলে দোলে ভুজগ কুণ্ডলী।
হইয়াছি হীনবল অতি,
রাজদণ্ড ধারণে অক্ষম।
মুকুটের ভারে যেন শির অবনত।
রাজ্যবাস কারাবাস যেন।
গুরো! স্থান দেও পদাম্বুজে,
ভবকারা হ'তে মোরে কর বিমোচন।

(দণ্ডীস্বামীর প্রবেশ)

দণ্ডীস্বামী। মহারাজ! মহারাজ!
দণ্ডী আমি কাশীতীর্থবাসী,
ক্ষুধানলে জ্বলে মম প্রাণ,
পানাহারে বাঁচাও জীবন।
ওঃ! (বসিয়া পড়িলেন)

রাজা। আসুন, এই আসনে উপবেশন করুন। (দণ্ডীর তথাকরণ) কে আছিস্ রে? (নিমের প্রবেশ) নিমে! ঠাকুরকে ত্বরায় অন্নব্যঞ্জনাদি নিয়ে আসতে বল্, তুই এখানে আসনাদি করে দে। [নিমের প্রস্থান।

(নিমের প্রবেশ ও আসনাদি করণ)

রাজা। কিরে নিমে! বামুন ঠাকুর এখনো আস্‌চে না যে?

নিমে। ঐ যে এসেছেন। [অন্নাদি দিয়া প্রস্থান।

[দণ্ডী মুখে গ্রাস তুলিতেছেন, হঠাৎ বৃহদাকার পাখী আসিয়া পাত্রাদি উল্টাইয়া দিয়া গেল।

দণ্ডী। মহারাজ! মহারাজ! কপালদোষে এখানেও আহার জুট্‌লো না। ওঃ! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়।

রাজা। নিমে! শীগ্‌গির ফলমূলাদি নিয়ে আয়।

(নিমের প্রস্থান ও ফলাদি আনয়ন)

রাজা। ভগবন্‌! এই ফলাহার করুন।

দণ্ডী। মহারাজ! মহারাজ! ফল খাওয়াও হ'লো না, এই দেখুন পাত্র রক্তমাংসপূর্ণ। (নিক্ষেপ)

রাজা। ভগবন্‌! এরূপ হ'বার কারণ কি?

দণ্ডী। মহারাজ! সর্ব্বানন্দ নামক জনৈক বঙ্গদেশী দুরাচার (রাজার মুখভাব পরিবর্ত্তন) মদ্যমাংসভোজী ব্রাহ্মণকে তাড়া ক'রে অবধি খাদ্যদ্রব্য এইরূপ রক্তমাংসময় দেখ্‌ছি। তাই কাশী ছেড়ে তীর্থান্তরগামী হয়েছি। মহারাজ ক্ষুধায় প্রাণ যায়।

রাজা। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক) দণ্ডিন্‌! আপনি সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বর তুল্য গুরুদেবের নিন্দাবাদ কোর্ব্বেন না। তিনি জগদম্বার প্রসাদে সর্ব্বকর্ত্তা হ'য়েছেন, এবং মায়ের দশমহাবিদ্যারূপ প্রত্যক্ষ কোরে ঈপ্সিত বর প্রাপ্ত হ'য়েছেন।

দণ্ডী। মহারাজ! আপনার গুরুদেব সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাহিনী আমার কাছে কীর্ত্তন করুন।

রাজা। পূর্ব্বস্থলী গ্রামে বাসুদেব নামক জনৈক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস কত্তেন, তিনি মায়ের আদেশে এই মেহার দেশে এসে বাস করেন এবং তৎপর কামাখ্যায় গিয়ে কঠোর তপস্যা করেন। মায়ের আদেশ হ'লো, তুমি তোমার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ কোরে সিদ্ধিলাভ কোর্ব্বে। তিনিই সর্ব্বানন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বে গণ্ডমূর্খ ছিলেন, একদিন অমাবস্যার তিথিকে পূর্ণিমা ব'লে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অবমানিত হন, তারপর মনের কষ্টে বিদ্যাশিক্ষার্থ বনে গমন করেন, সেই সময়ে দেবাদিদেব সন্ন্যাসী বেশে তথায় আগমন কোরে তাঁকে সিদ্ধিমন্ত্র প্রদান করেন। সেই দিন রাত্রেই তিনি জগন্মাতার দশবিধরূপ দর্শন ও অভীপ্সিত বর লাভ করেছিলেন। আমরাও সেই রাত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখেছিলেম। দণ্ডিন্! আপনি ভগবান্ গুরুদেবের নিকটে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করুন, এ যন্ত্রণা বিদূরিত হবে।

দণ্ডী। প্রভো! প্রভো! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।
[প্রস্থান।

রাজা। গুরুদেব! আমায় মুক্ত করুন। [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

দশাশ্বমেধের নিকটস্থ সর্ব্বানন্দাশ্রম।

(সর্ব্বানন্দ আসীন)

(দণ্ডীগণের স্তব)

সদা শুদ্ধবুদ্ধং শবজ্ঞানারাধ্যং গুণাধারমাদ্যং গুরুং বিশ্ববন্দ্যং
জ্বলদ্ধেমবর্ণং শরচ্চন্দ্রবক্ত্রং পরমানন্দমগ্নং ভজে সর্ব্ববিষ্ণুং ॥
সরোজাক্ষিজালং মহাশঙ্খমালং ভবান্যংশজাতং স্বশক্ত্যা সমেতং
সমন্তাদ্ যতীনাং স্তুতস্মেরবক্ত্রং মহাদেবতুল্যং ভজে সর্ব্ববিষ্ণুং ॥
সমুদ্ধৃত্য বাহু বদন্ বারবারং বদামি ত্বমীশস্ত্বমীশঃ।
কলৌ মুক্তিমার্গং প্রবোধার্থ এষ ত্বদীয়াবতারঃ প্রদীপ্তঃ প্রচারঃ॥
ভবন্তং ভজন্তো জনা ভাগ্যবন্তঃ স্বকর্ম্মক্ষমাঃ স্বঃপদং প্রাপ্নুবন্তঃ।
অহং মানুষস্ত্বাং ন জানামি তত্ত্বং ত্বমস্মান্ ভবদ্ভক্তিযুক্তান্ কুরুষ্ব ॥

(প্রণাম)

সর্ব্বা। মা আপনাদের প্রতি প্রসন্না হ'য়েছেন, কোন চিন্তা নাই।

দণ্ডীস্বামী। আঃ! প্রাণ জুড়াল, আর ত উপবাসকষ্ট বোধ হচ্ছে না

সকলে। জয় ঠাকুর সর্ব্বানন্দের জয়।

(জনৈক দণ্ডীবালকের প্রবেশ)

দঃ বালক। প্রভো! প্রভো!
গুরু মম মৃত্যু-অঙ্কশায়ী ;
শ্রীচরণ দর্শন মানসে
প্রেরিলেন এ বালকে তব সন্নিধানে।
কৃপা করি কৃপাসিন্ধু!

মুমূর্ষু গুরুর আশা করুন পূরণ—
নিবেদন রাজীব চরণে।

সর্ব্বা। কে এ দণ্ডিবর?

দণ্ডীস্বামী। দণ্ডী-শিষ্য ইনি।
শ্রীগুরু ইহার
করিলেন তব কুৎসাবাদ;
সেই অপরাধে
অনশনে কণ্ঠাগত প্রাণ।
অন্তিম সময়ে,
চরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষী তিনি।
ভগবন্! মৃত্যুকালে দেখা দিয়া তাঁয়
শান্তি দান করুন তাঁহার,
করযোড়ে মিনতি আমার।

সর্ব্বানন্দ। চলুন। [সকলের প্রস্থান।

(পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দের প্রবেশ)

পূর্ণ। আমার মন যেন বড়ই আকুল হ'য়ে উঠেছে।

ষড়া। আমার চিত্তাকাশেও যেন ঘোর বিষাদ-মেঘের সঞ্চার হ'য়েছে, কারণ কি বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

(শশব্যস্তে ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মানন্দ। পূর্ণানন্দ! ষড়ানন্দ!
প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।
যে সংবাদ আনিয়াছি আমি—
মর্ম্মস্পর্শী সে সংবাদ।

স্থির ও গম্ভীর হয়ে, শুন সাবধানে
কুসুম কোমল প্রাণ কর দৃঢ়ীভূত
কঠোর প্রস্তর প্রায়,
দেখো যেন তীব্র শোকোচ্ছ্বাসে
হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন নাহি হয়।
নরলীলা পরিহরি,
গুরুদেব সর্ব্বানন্দ সর্ব্বানন্দময়,
নিরানন্দ করি শিষ্যগণে
নিত্যানন্দধামে হায়! গিয়াছেন আজি।
হৃদয় পুড়িয়া যায় তীব্র শোকাগুণে।
গুরুদেব! ভবকর্ণধার!
পার কর দুস্তর সাগরে;
স্থান দেও শান্তি-নিকেতনে।

ষড়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ!
বজ্রস্বরে যেই বজ্র হানিলে হৃদয়ে
সেই বজ্র বজ্র হ'তে অতি জ্বালাময়।
সুমেরু ভাঙ্গিয়া যায় এ বজ্র আঘাতে।
চিদানন্দরূপী সর্ব্বানন্দ ভগবান্
ভাসাইয়া এ অধমে অকুল পাথারে
দিব্যধামে করিলা প্রয়াণ!
ওঃ, কেমনে সহিব প্রাণে এ দুঃসহ শোক?
প্রবোধ মানে না মন,
মুহুর্ম্মুহু কেঁদে কেঁদে উঠে,

ঝরে দু'নয়ন
বারণ না শুনিছে আমার।
এ মিনতি করিছে মাতুল!
স্থান দেও রাতুল চরণে,
প্রাণের অতুল দুঃখ কর অপনীত। (রোদন)

পূর্ণানন্দ। পূর্ব্বাকাশে যেই বিবস্বান্
পূর্ব্বদিক আলোকিয়া হ'লো সমুদিত
অস্তমিত সে প্রোজ্জ্বল রবি,
নিমজ্জিয়া ভক্তগণে বিষাদ-সাগরে।
প্রাণের ভিতর,
শোকানল অবিরল ধক্ ধক্ জ্বলে।
আশৈশব কোলে করি
করিনু মানুষ যাঁরে,
দেহত্যাগ সময়ে তাঁহার
দেখিতে নারিনু চোখে,
এই দুঃখ কহিব কাহারে?
কহ ব্রহ্মানন্দ!
কেমনে মানব কায়া ত্যজিলেন প্রভু।

ব্রহ্মানন্দ। নিরাময় করিয়া দণ্ডীরে
বিশ্বেশ্বর পবিত্র মন্দিরে
করিলেন গুরুদেব সানন্দে প্রয়াণ।
বিল্বাঞ্জলি করিয়া প্রদান
মাগিলেন কৃপা বিশ্বেশের,—

"কতদিন রব আর এ ভব সংসারে ?
বিশ্বনাথ ! কর কৃপাদৃষ্টিপাত,
স্থান দেও স্বকীয় চরণে।"
অতঃপর প্রবেশিয়া মায়ের মন্দিরে
মাতৃ-পদে করি প্রণিপাত
সাশ্রুনেত্রে কহিলেন প্রভু,—
"মাগো !
বহুদিন দেশ ছাড়ি এসেছি বিদেশে,
দেশতরে কাঁদিছে পরাণ,
নিয়ে যাও অচিরে তথায়।"
স্বর্গ হ'তে পুষ্পরথ নামিল অমনি,
নরকায়া পরিহরি দিব্যদেহ ধরি
রথে চড়ি গুরুদেব করিলা পয়াণ
আনন্দময়ীর পুরে, ত্যজি ইহলোক।
প্রবল শোকের ঝড়ে হৃদয় আমার
হইতেছে বেগে বিলোড়িত।
গুরু ! গুরু ! করপুটে করি নিবেদন,
স্থান দেও অভাজনে স্বীয় পদমূলে। (রোদন ;

(আদেশ)

"ফুরা'ল জীবনলীলা, সাঙ্গ হ'ল ভবখেলা,
যোগবলে পরিহরি ভৌতিক শরীর,
আগমন কর দিব্যধামে।"

ব্রহ্মানন্দ। শুনিয়াছ প্রভুর আদেশ ?

আর কেন রহিব হেথায়?
যোগবলে পরিবর্ত্তি এই কলেবর
এস যাই আনন্দ ভবনে।

সকলে। জয় মা আনন্দময়ীর জয়, জয় গুরুদেবের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

কৈলাসধাম।

স্তরযুক্তমঞ্চোপরি কমলাসনে হরগৌরী উপবিষ্ট।
তার নিম্নস্তরে দিব্যদেহধারী সর্ব্বানন্দ উপবিষ্ট।
তার নিম্নস্তরে ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, ষড়ানন্দ।
মঞ্চের দক্ষিণ ও বামভাগে বিদ্যাধর বিদ্যাধরীগণ,
মঞ্চ অতি সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত।
(বিদ্যাধর বিদ্যাধরীগণের হরগৌরী মিলন গীত)

(গীত)

বিদ্যাধরগণ। শশাঙ্কশেখর স্মরহর হর উমাপতি,
বিদ্যাধরীগণ। মৃগাঙ্কশেখরা, গৌরী কৃতস্মরা, হৈমবতী।
উভয়। জয় জয় জয় হরপার্ব্বতী॥
বিদ্যাধরগণ। পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ শূলপাণি,
বিদ্যাধরীগণ। শারদা বরদা শিবা দিব্যাস্ত্রধারিণী,
বিদ্যাধরগণ। নন্দী বৃষবরনিকেতন, বিকাশতামরস নয়ন
দিগম্বর ত্রিপুরারি।
বিদ্যাধরীগণ। মহাবল মৃগেন্দ্রগামিনী, বিলোল-ইন্দীবর নয়নী
দিব্যাম্বরা দিবীশ্বরী

উভয়। কর্পূর গৌরার্দ্ধ কলেবর বিশ্বপতি,
চাম্পেয় গৌরার্দ্ধকায়া হৈমবতী ;
আহা কি মিলন! কি রূপভাতি!
জয় জয় জয় হর পার্ব্বতী ॥